ময়মনসিংহ-গীতিকা

সম্পাদক

সুখময় মুখোপাধ্যায়

ভারতী বুক স্টল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

কলিকাতা-৯

ময়মনসিংহ-গীতিকা

শেষার্ধ

বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা বিভাগের অধ্যাপক
সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান
ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার বারিক
৭-বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

মূল্য : বারো টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

মাত্র কিছুদিন আগে 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'-র ছাত্র সংস্করণ বার হয়েছিল। পাঠকদের অনুরোধে বাকী অংশ (শেষার্ধ) প্রকাশ করা হল।

সম্পাদক

সূচীপত্র

কমলা

আরম্ভণ

কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই।
এক ফোটা পানি দে সাইলের[১] ভাত খাই॥
সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হৈল রুচি।
মা লক্ষ্মীর নিয়ড়ে রাখ্য ধান এক খুচি[২]॥
আসন পাতিয়া তাতে দিও পদ্মের আশি।
এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী॥

এই গান গাইতে লাগে পাঁচ কড়ার কড়ি।
এই না গান গাইব আমি ভাগ্যমানের বাড়ী॥
ভাগ্যমানের বাড়ী নারে আছে দালান মঠ।
আসন পাতিয়া সামনে দেও জলের ঘট॥
আইস মাগো সরস্বতী তোমার গুণ গাই।
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই॥
তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর।
আজিকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর॥
সভার চরণে করি কোটী নমস্কার।
বারমাসী পালা আমি করিলাম প্রচার॥*

(১)

মানিক চাকলাদার

হুলিয়া গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর।
বাগিজায় বেইড়া আছে যত সুন্দর ঘর॥
সেহিত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার।
ধনে জনে বাড়িয়াছে সম্পদ অপার॥

১ সাইলের=শালী ধানের।　　২ খুচি=ধানাদি শস্যের পরিমাণ-ভেদ।

* এই মুখবন্ধ গায়নের উক্তি।

চৌচালা আটচালা তার ঘর যত খানি।
সুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি॥
পাঁচ খন্ড বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর।
হাজারে বিজারে খাটে দাঙগর গাবর[১]॥
খামারিয়া জমী তার আছে চল্লিশ কুড়া।
দশ গোটা হাতি আর তিরিশ গোটা ঘোড়া॥
বন্ধ ভইরা চড়ে তার যত দুধের গাই।
মইষ ছাগল মেড়া লেখাজুখা নাই॥
টাইল ভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গরু।
বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু[২]॥
হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়।
অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যায়॥
ফকির-বৈষ্টম যদি হাক ছাড়ে দুয়ারে।
কাটায়[৩] মাপ্যা চাউল দেয় হরিষ অন্তরে॥
রান্ধা যদি হয় তবে দেয় খাওয়াইয়া।
নয়া কাপড় দিয়া দেয় বিদায় করিয়া॥
বামুন আস্যা ঘরে অতিথ হইলে।
দান-দক্ষিণা কত দেয় যাইবার কালে॥
বার মাসের তের পার্ব্বন ইতে নাহি আন।
দেবতার বরে তেই হইল ভাগ্যমান॥

এক পুত্র হইল তার নামেতে সুধন।
রূপেতে জিনিয়া যেন রতির মদন॥
তার আগে এক কন্যা হৈল রূপবতী।
স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী॥
সুলক্ষণা কন্যা তার নামটী কমলা।
চান্দের পসরে[৪] যেমন ঘর হইল উজলা॥
নিদান নামেতে তার আছয়ে কারকুন।
মহলের যত কিছু করে দেখশুন॥

১ দাঙগর গাবর=বলবান্ ভৃত্য।
২ এক পুরা সরু=এক গোলা ক্ষুদ্র শস্য (তিল, সরিষা প্রভৃতি)।
৩ কাটায়=বেতনির্মিত পাত্রবিশেষে।
৪ পসরে=আলোকে।

চিকন গয়লানী

গেরামে আছয়ে এক চিকন গোয়ালিনী।
যৌবনে আছিল যেমন সবরি-কলা-চিনি॥
বড় রসিক আছিল এই চিকন গোয়ালিনী।
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি॥
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী।
দই-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী॥
যখন আছিল তার নবীন বয়স।
নাগর ধরিয়া কত কর্‌ত রঙ্গরস॥
রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী।
দেশের লোকেতে ডাকে চিকন গোয়ালিনী॥
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ।
বয়সের দোষে মাথার পাকিয়াছে কেশ॥
কোন দন্ত পড়িয়াছে কোন দন্তে পোকা।
সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা॥
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল।
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল॥
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী।
বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী॥
সংসারেতে আছে যত লুচ্চা লোকন্দরা।
গোয়ালিনীর বাড়িত গিয়া করে ঘুরাফেরা॥
শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে।
ঘরতনে কুলের বধু বাইরে টাইনা আনে॥
তেলপড়া দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী।
সুয়ামী এড়িয়া যায় ঘরের কামিনী॥
আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে।
গিরধনির[১] কানে আর কাল-পনা মাছে॥
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
তিল পরিমাণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকাইয়া॥
এক এক বড়ীর দাম পাঁচ থুরি কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী॥
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে।
সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে॥

১ গিরধনি=গৃধিনী।

(৩)

কমলা—যৌবনাগমে

দেখিতে সুন্দরী কন্যা পরথম যৌবন।
কিঞ্চিৎ করিব তার রূপের বর্ণন॥
চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুট[1] তেলাকুচ ফল॥
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি।
ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি॥
দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু॥
কাকুনি সুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে॥
আষাঢ় মাস্যা বাশের কেরুল[2] মাটী ফাট্যা উঠে।
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে[3] হাটে॥
বেলাইনে[4] বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা।
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা॥
শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
দাগল-দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে॥
কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বান্ধে বেণী।
রূপে রঙ্গে সাজে কন্যা মদনমোহিনী॥
অগ্নি-পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে॥
আষাইড়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে॥

(৪)

কারকুনের প্রেম ও চিকন গয়লানীর শরণ লওয়া

একদিনত না কমলা গো স্নান করিতে যায়।
আগে পাছে সখীগণ চলে পায় পায়॥

১ ঠুট=ঠোঁট।   ২ কেরুল=অংকুর।   ৩ গজন্দম=গজ-গমন।
৪ বেলাইন=বেলুন (রুটি বেলার)।

যৌবনের ভারে কন্যা সামনে পড়ে এলি।
এরে দেখ্যা সখীগণ দেয় করতালি॥
জলের ঘাটেতে গেল করি উলা মেলা।
এমন সময়ে কারকুন পন্থে দিল মেলা॥
হাত পাও মাজিয়া কন্যা স্নানে বান্দা ঘাটে।
ডুব দিতে যায় গো কন্যা জলের নিকটে॥
জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্ম ফুল।
কন্যারে দেখিয়া কারকুন হইল আকুল॥
লুকাইয়া বকুলের ডালে মিটায় চক্ষের আশ।
যত দেখে তত তার বাড়ে যে পিয়াস॥
ছান করিতে যেদিন কন্যা যায় গো ঘাটেতে।
কারকুন লুকাইয়া দেখে কদম্ব বৃক্ষেতে॥
মনের আগুন মনে জ্বলে না করে পরকাশ।
অন্ধিসন্ধি করে কত কেমনে মিটে আশ॥
চাকলাদার বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী।
ক্ষীর সর লইয়া নিত্যি করে আনিগুনি॥
গোয়ালিনীর সঙ্গে কন্যার হইল পরিচয়।
মিলিলে দুইজনে কত রসের কথা কয়॥
গোয়ালিনীর অত ভাব কন্যার যে সনে।
আরও৹কত ওষধপাতি গোয়ালিনী জানে॥
তবেত কারকুন শুনি গোয়ালিনীর গুণ।
খাইয়া বাটার পান না লইল চুন॥
ধীরে ধীরে যায় পরে গোয়ালিনীর বাড়ী।
কারকুনে দেখিয়া কয় গোয়ালের নারী॥
"কিসের লাগ্যা আইছুইন[১] দুয়ারে আইছুইন খারা।
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া[২]॥"
গোয়ামরি হাসি[৩] তবে কহিছে কারকুন।
"খালি পান খাইয়া আইছি ভাণ্ডে নাহি চুন॥
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ী।
সঙ্গে কিন্তু নাই মোর এক কানা কড়ি॥"
গোয়ালিনী কয় "আমি নাহি বেচী পান।
বিনামূল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ॥

১ আইছুইন=আসিয়াছেন।
২ আত্তির কেন পাড়া=হাতীর কেন পা (বড়লোক কেন আসিয়াছেন)।
৩ গোয়ামরি হাসি=মৌরির মত হাসি (মধুর হাস্য)।

রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি।"
গোয়ালিনীর কথা শুনি কারকুন কয় হাসি॥
"অত বয়স হইল তোমার নাহি যায় রস।
কত জানি গোয়ালিনী জান রঙ্গরস॥
তিন কাল গেছে তোমার এক কাল আছে।
কত রঙ্গ শিখ্যাছিলা তোমার গোয়ালের কাছে॥"
চিকন গোয়ালিনী কয় "শুন কথার নাল[1]।
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল॥
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস।
মুখের কথায় মোর ত্রিজগত বশ॥
ফান্দ পাতি চান ধরি জমীনে থাকিয়া।
আমার গুণের কথা জানে যত ভূঞা॥
কি কারণে সন্ধ্যাবেলা আইলা মোর বাড়ী।
কোন কাজের হেতু আইলা কহ সত্য করি॥"
এত বলি গোয়ালিনী দৌড়ী তাড়াতাড়ি।
বৈসনের লাগি দিল নতুন একখান পিড়ি॥
কেওয়া সুপারী খয়ার সাচী পান দিয়া।
গোয়ালিনী কারকুনেরে দিল পান বানাইয়া॥
গুরগুরিতে ভরিয়া তামুক দিল কারকুনেরে।
কারকুন কহিল পরে গোয়ালিনীর হাত ধরে॥
"শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী।
তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি॥
তুমিত রসিক নারী ভাল কইরা জান।
যৌবনে কেমন করে মন উচাটন॥
শুন তোমার কাছে কই মোর মনের কথা।
কমলারে দেখ্যা বড় পাই মনে ব্যথা॥
কেমনে পাইব তারে কও গোয়ালিনী।
কমলারে কৈরে দান রাখ মোর প্রাণী॥
আনইলে আমার প্রাণ রাখা হইল ভার।
মরিলেও না ছাড়িব তোমার কাছার[2]॥"
এতেক শুনিয়া তবে কয় গোয়ালিনী।
"এই কথা যেন আমি আর নাই যে শুনি॥
চাকলাদার শুনলে তোমার লইবে গর্দ্দান।
অকালে বিপাকে যেন হারাইবা প্রাণ॥"

১ নাল=মর্ম, ভাব। ২ কাছার=কাছ

এত শুনি পড়ে কারকুন গোয়ালিনীর পাও।
"সাত পাঁচ বলি মোর নাহি যে ভারাও[1] ॥
ভাল জানি গোয়ালিনী তোমার ঔষধের গুণ।
তুমি দয়া করলে আমার নির্বিব আগুন ॥
মার আর কাট লইলাম তোমার আশ্রয়।
কর মোরে বধ যদি সমুচিত হয় ॥"
এতেক বলিয়া কারকুন কি কাম করিল।
একশ টাকা গণ্যা গোয়ালিনীর হস্তে তুল্যা দিল ॥

(৫)

প্রেমলিপির পুরস্কার

কারকুন নিত্যিই পরে করে আনিগুনি।
কিছু কিছু পয়সা কড়ি পায় গোয়ালিনী ॥
পরেত কমলার নামে পত্র যে লিখিয়া।
গোয়ালিনীর সংগে কারকুন দিল পাঠাইয়া ॥
পত্রেতে লিখিল "কন্যা আরে শুন দিয়া মন।
তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন ॥
কিরূপা কইরা কন্যা একবার চাও মোর পানে।
পরাণে বাচাও মোরে ভরা যৌবন দানে ॥
আমার যা আছে তোমায় সব কৈনু দান।
তোমার লাগিয়া পারি ত্যজিতে পরাণ ॥
তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা।
তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতালা ॥
প্রাণে বাচাও মোরে কন্যা খাও মোর মাথা।
আমার দুঃখেতে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা ॥"

পত্রখানি গোয়ালিনী গাইটে বান্ধিয়া।
কন্যার মন্দিরে পরে দাখিল হৈল গিয়া ॥
সোনার পালংগ পরে সাজুয়া বিছান।
তাহাতে বসিয়া কন্যা খায় গোয়া-পান ॥
নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।
রূপেতে রোসনাই করে চান্দমা[2] যেমন ॥

১ ভারাও=ভাঁড়াও। ২ চান্দমা=চন্দ্রমা।

কাল চিকন কেশে বান্দিয়াছে খোপা।
মালতীর মালা দিয়া বেড়িয়াছে সোপা॥
আশ্বিন মাসেতে যেমন পদ্মের কলি।
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি॥
স্নান করিতে যখন কন্যা জলের ঘাটে যায়।
ঝাড়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফালায়॥
বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উড়িয়া আসি পদ্মফুল ছাইড়ে॥
নাকের নিশ্বাসে তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ॥
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসিখুসী।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি॥
নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে॥
কন্যার কণ্ঠস্বরে কোইলে পায় লাজ।
দণ্ডে দণ্ডে ধরে কন্যা নানারঙ্গের সাজ॥

বসিয়া পালঙ্ক উপরে কমলা সুন্দরী।
মালতীর ফুলে মালা গাথে যত্ন করি॥
হেন কালে গেল তথা চিকন গোয়ালিনী।
গোয়ালিনী দেখি তবে হাসিলা কামিনী॥
"শুন শুন গোয়ালিনী কই যে তোমারে।
আজিকালি উচিত শিক্ষা দিবাম তোমারে॥
চোকা দইয়ে[১] পোকা তোর দুধে দোনা পানি।
এমন বয়স তবু না গেল ভণ্ডামী॥
ননীতে ফেনাইয়া উঠে বদ গন্ধ ভারী।
রাজ্য হইতে খেদাইব দিয়া বেড়াবাড়ী[২]॥"

গোয়ালিনী কয় "ইহা বয়সের দোষ।
এই দই খাইয়া তুমি হইতা পরিতোষ॥
আগের যৌবন যদি থাকিত আমার।
এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার॥
এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি।
তবু লোকে ডাকিয়াছে চিকন গোয়ালিনী॥

১ চোকা দই=টক দই।
২ বেড়াবাড়ী=হাতে বেড়ি দিয়া।

চোকা দই খাইয়া লোকে কহিয়াছে মিঠা।
যৌবন হারাইয়া কন্যা হইয়াছে লেঠা॥
কাছলা[1]-ভরা সাচ্চা দই পাতিল-ভরা সর।
আমার দই খাইয়া লোকে হইয়াছে অমর॥
বুড়ির[2] দই কিন্যা মোরে কাহন দিছে লোকে।
কত লোক ভাস্যা গেছে আমার দইয়ের পাকে॥
মৌমাছির চাক যেমন আছিলাম আমি।
দিনরাতি কানের কাছে মাছির ভনভনি॥
অখন বয়স গেছে নদী ভাটীয়াল।
পাকা দই চোকা হয় এমন জঞ্জাল॥
সদ্য করি ননী উঠাই হদ্য যে হইয়া।
তবু লোকে ঘেন্না করে সেই ননী খাইয়া॥
দধি না বেচিব আর ছাড়িব বেসাতি।
শেষ কালে কিষ্ট মোর যা করেন গতি॥"
দ্বিজ ঈশান ভনে বিপরীত কান্ড।
আজি হতে শূন্য হইল এই দধির ভাঁন্ড॥

তখন গোয়ালিনী কয় মনেতে হাসিয়া।
"এমন বয়সে কন্যা তোমার না হইল বিয়া॥
বয়সের দোষে যখন পুষ্প যাবে চলি।
তখন ডাকিলে কন্যা না আসিবে অলি॥
এমন যৌবন কেন অনর্থে হারাও।
কেমন কঠিন জানি তোমার বাপ-মাও॥
সময় থাকিতে কন্যা বিলাও ফুলের মধু।
সাধ্যা দিলে কিছু পরে না আসিবে বঁধু॥
তোমার যৌবন দেখি চিত্তে অনুরাগী।
আবার মরিয়া জন্মি যৌবনের লাগি॥
এমন যৌবন কেন যায় অকারণ।
বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন॥
গাথিয়া ফুলের হার দিবা কার গলে।
তোমার গাথা মালা দেখ্যা দুঃখে অংগ জ্বলে॥
এমন সুন্দর মালা যাইব শুকাইয়া।
তোমার দুঃখু দেইখ্যা কন্যা আমার কান্দে হিয়া॥
নিজের মালা নিজে পইরা কেবা সুখী হয়।
এই মতে কাটাইতে কাল উচিত নাহি হয়॥

১ কাছলা=গামছা। ২ বুড়ির=এক বুড়ি কড়ির।

তোমার লাইগ্যা কত ভমর পাগল হইয়া ফিরে।
অন্ধকারে বস্যা কন্যা থাকহ অন্দরে॥
বিয়া যদি হইত তোমার বনদুর্গার বরে।
ভাল দৈ আন্যা দিতাম তোমার নাগরে॥"

এই কথা শুনিয়া কন্যা মুচকি হাসিয়া।
গোয়ালিনীর কাছে কয় অধষ্ক[১] হইয়া॥
"শুন শুন গোয়ালিনী বচন আমার।
আমার বিয়ার কথা অতি চমৎকার॥
সংসার হাদমে[২] মোর জোরা নাহি মিলে।
এই যে ফুলের মালা দেহি কার গলে॥

"পূর্ব্বজন্ম-কথা মোর শুন দিয়া মন।
স্বর্গেতে আছিনু মোরা রতি আর মদন॥
শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে।
মানুষের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে॥
দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ।
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন॥
সেই মনে চিন্তা করি বিরলে বসিয়া।
ধরায় থাকিব কেম্‌নে মদনে ছাড়িয়া॥
কত বিয়ার সম্বন্ধ মোর কয় বাপ-মায়।
মনুষ্যে না হবে বিয়া না দেখি উপায়॥
বিশেষ মদন ঠাকুর কোন দিন আসে।
উত্তর কি দিব বিয়া করিলে মানুষে॥
সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইরাছি দঢ়।
বিয়া না করিব আমি রৈব আইবুড়॥
এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব।
মদনের ঘাটে আমি খেওয়া দিয়া যাইব॥"

এই কথা শুইন্যা তবে চিকন গোয়ালিনী।
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ভাঙ্গা দেহখানি॥
তাহা দেখি কমলা যে হাসে খলখলি।
রাঙ্গা দেহ ভাঙ্গি তার চুল পড়ে এলি॥

১ অধষ্ক=অধোমুখ (?)।
২ হাদম=আদর (Adam) অর্থাৎ পুরুষমানুষ।

গোয়ালিনী কয় "কন্যা শুন মোর কথা।
সত্য কহিবাম যত না হইবে অন্যথা॥
একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপুরে।
পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে॥
তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া।
আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া॥
মদন কহিছে 'তুমি থাক মর্ত্তপুরে।
একদিন নি দেখিয়াছ আমার রতিরে॥
দই-দুধ বেচ তুমি যাও রাজার বাড়ী।
রতির বিরহানলে আমি জইল্যা মরি॥
কও কও দূতি আমার মাথা খাও।
সত্য কথা কও মোরে কিঞ্চিৎ না ভাঁড়াও॥'

'আমি কইলাম রতি তোমার রাজার ঘর আলা।
জনম লইয়াছে কন্যা নামেতে কমলা॥
বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম।
উন্মত্ত হইয়া মদন করে আমারে পন্যাম॥
একখানি পত্র মদন যত্নেতে লিখিয়া।
যত্ন করি আঁচে[১] মোর দিয়াছে বান্ধিয়া॥
আচল খুলি গাছল কথা পরীক্ষা যে কর।
তোমার বিরহে মদন করে দড়ফড়॥
এত কষ্ট করিলাম তোমার লাগিয়া।
স্বর্গপুরে গেছি আমি দধিদুগ্ধ লইয়া॥
উঠিতে যোজন সিড়ি কমর ভাঙ্গ্যা পড়ে।
আমি বইল্যা গেছি কন্যা অন্যে যাইতে মরে॥
আইন্যাছি মদনের পত্র দেও পুরস্কার।
এত কাম কর্ত্তে বল সাধ্য আছে কার॥"
বকসিস মিলিবে ভাল দ্বিজ ঈশান কয়।
মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হয়॥

পত্র খুলিয়া কন্যা পড়িতে লাগিল।
পড়িতে পড়িতে কন্যা ক্রোধেতে জ্বলিল॥
পুষ্পবনেতে যেমন লাগিল আগুনি।
শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি॥
মনের গুমর কন্যা মনে লুকাইয়া।
গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া হাসিয়া॥

১ আঁচ=আঁচল।

"শুন শুন মনের কথা চিকন গোয়ালিনী।
আমার লাগিয়া তুমি পাইলে পেরাশনি[1]॥
স্বর্গপুরী গেছ তুমি আমার লাগিয়া।
পুরস্কার দিব আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রদিন।
তোমার কার্য্যেতে আমার ফিরিল সুদিন॥
তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন।
দেখি নাই কোন দিন সে চাঁদবদন॥"

গোয়ালিনী কয় তার রূপের বাখান।
"কার্ত্তিক কুমার হেন কথায় নাই আন॥
চান্দের ছোরত[2] তার সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলে।
তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে॥
বকুলের ডালে বৈসা দেখিছে তোমায়।
তোমার লাগিয়া সদা করে হায় হায়॥
বাপের বাড়ীর চাকর তোমায় হয় সে কারকুন।
একবার কহি শুন তার কত গুণ॥
নারী মজাইতে তার কত গুণ আছে।
আঁখির ইসারায় কত নারী মজিয়াছে॥
পিরীতি মজিবে ভাল পানে আর চূণে।
তাহারে ভজিলে কন্যা সুখ পাইবে মনে॥"

কন্যা বলে "গোয়ালিনী কিবা দিব আর।
মনের মত লও তুমি এই পুরস্কার॥"
এত বলি গলার হার খুলিয়া লইল।
হাসি গোয়ালিনীর কণ্ঠে পরাইতে গেল॥
গোয়ালিনী ভাবে তার সুদিন উদয়।
বিধাতা মিলাইলা ভাল এই মনে লয়॥
চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল।
গোয়ালিনীর গলে তিন ঠোকর মারিল॥
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে।
ভূমিতলে পড়ে দাত কন্যার ঠোকরে॥
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল ঢিল।
পৃষ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত কিল॥

১ পেরাশনি=কষ্ট। ২ ছোরত=সুরত, রূপ।
৩ ভেদা=ঠেলা। ৪ উষ্টা=চড়।

লাথি ভেদা° দিয়া তারে মাটিতে ফালায়।
গোসায় ফুলিয়া কেবল উন্টা° মারে গায়॥
চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক।
লাথি মাইরা গোয়ালিনীর ভাঙ্গিলেক নাক॥

ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোয়ালিনী।
কন্যার পায়েতে ধরি চক্ষে বহে পানি॥
জোরে না কান্দিতে পারে পাছে কেহ শুনে।
কিবা পত্র লিখ্যা ছিল দুরন্ত কারকুনে॥

কন্যা বলে "শুন লো চিকন গোয়ালিনী।
তিন কাল গেছে তোর না গেল নষ্টামি॥
বয়সে মজেছ কত নাগরের সনে।
পরকে মজাও কত নানান ভানে॥
শূলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া।
ছাড়িয়া দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া॥
মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা॥
কারকুনের গিয়া কইছ তোর আগছালা॥
আমার মন্দিরে তুই না আসিস্ আর।
তা হইলে গর্দ্দান কিন্তু যাইবে আর বার॥
কারকুনে কহিস্ তার মুখে মারি ঝাটা।
বাড়ীর চাকর হইয়া এত বুকের পাটা॥
পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে চায়।
বেঙ্গে কবে শুনেছিস্ পদ্মের মধু খায়॥
ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে॥

চুপি চুপি গোয়ালিনী আসিল বাহিরে।
দন্ত বাহিয়া তার রক্তধারা পড়ে॥
পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাতে।
গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সান্নিকে॥
আরও লোকে জানিবারে চাহিত খুলাসা।
যতই জিজ্ঞাসা করে তত করে গুসা॥
মর্ম্মকথা কইতে নারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।
বাড়ী গিয়া কান্দে নারী শিরে হাত দিয়া॥
দ্বিজ ঈশান কয় কিল আর তেল।
একবার পড়িলেই গণ্ডগোল গেল॥

প্রতিশোধ

সন্ধ্যাবেলা কারকুন তবে কোন কাম করে।
উতলা হইয়া যায় গোয়ালিনীর বাসরে॥
আনচান করে মন কত লাগে ভয়।
কি জানি গোয়ালিনী কোন কথা কয়॥

কারকুনে দেখিয়া গোয়ালিনীর ক্রোধে অংগ জ্বলে।
গালি দিয়া কারকুনেরে যত কথা বলে॥
কারকুনকে দেইখ্যা কয় "আট-কুরীর বেটা।
মোর বাড়ীতে আইলে তোর মুখে মারবাম ঝাটা॥
তোর লাগিয়া মোর এতেক অপমান।
পুরুষ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কাণ॥
আর একবার যদি আইস আমারে ডাকিয়া।
শূলে দিবাম তোরে আমি কন্যারে বলিয়া॥"

গোয়ালিনীর মুখে শুইন্যা এতেক বচন।
দুঃখিত হইয়া কারকুন ভাবে মনে মন॥
"আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী।
ছারকার করব চাকলা সাত দিনের আড়ি[১]॥
তারপর গিয়া দুষ্টা কমলার পাশ।
বলেতে পুরাইবাম নিজ অভিলাষ॥
ঘরের খোন্দলে কারকুন ভাবে মনে মনে।
বেইজ্জতের প্রতিশোধ লইবাম কেমনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কি কাম করিল।
জমিদারের কাছে এক পত্র পাঠাইল॥

রঘুপুরে বাস করে দয়াল জমিদার।
তার অধীনে এই মানিক চাকলাদার॥
তার অধীনে কারকুন করিয়া চাকরী।
মনে মনে ফন্দি আঁটে দিতে গলায় দড়ি॥

১ সাত দিনের আড়ি=সাত দিনের মধ্যে।

পত্র

"পরথমে পন্নাম করি ধর্ম্ম অবতার।
তারপর নিবেদন শুনখাইন[১] আমার॥
চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া।
সাত ঘড়া মোহর কেবল গণিয়া বাছিয়া॥
না জানায় এই কথা মালিক গোচরে।
জমীদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে॥

(৭)

জমিদার কৃত নিগ্রহ

পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাম করিল।
চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল॥
হাজারে বেজারে লোক বাড়ী যে ঘেরিয়া।
মানিকে বান্ধিয়া নিল পিছমোড়া দিয়া॥
চাকলাদারে জিজ্ঞাসা করিল জমিদার।
"কত ধন পাইয়াছ কিবা সমাচার॥"

হুজুরে মানিক কয় অবাক্ হইয়া।
"এতেক জুলুম মোরে কিসের লাগিয়া॥
কে কহিল, ধন পাইয়াছি কোথায়।
কিসের লাগিয়া মোর ঘটল এমন দায়॥"
এত শুনি জমিদারের ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে।
মানিকে বান্ধিয়া তবে রাখে খুন-শালে[২]॥

এ দিকে হইল কিবা শুন মন দিয়া।
কারকুনে আটিল ফন্দি মনেতে ভাবিয়া॥
বেড়ায় ভাঙ্গিতে যেমন চোরের হয় মন।
এক বেড়া কমলার ভাই সে সুধন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কয় সুধনেরে।
"জমিদারে বাইন্ধ্যা নিছে তোমার বাপেরে॥

১ শুনখাইন=শুনুন।
২ খুন-শালে=যে ঘরে লোককে খুন করা হইত।

শুন শুন সুধনরে শুন মোর কথা।
পিতারে বাইন্ধ্যা তোমায় দিছে বড় ব্যথা॥
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা তার বুকে দিছে পাটা।
শয্যায় বিছাই দিছে মনকাকরের কাটা[১]॥
কুপুত্র হইলা তুমি কিসের কারণ।
পিতার উদ্ধারকার্য্যে নাহি দেও মন॥
পিতার লাগিয়া দেখ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
চৌদ্দ বছর ভরা গোয়াইল[২] বনে॥
পিতার আদেশ পাইয়া পুত্র পরশুরাম।
মায়েরে মারিয়া রাখে বাপের সম্মান॥
শ্রীমন্ত পাটনে[৩] গেল বাপেরে আনিতে।
ঘরেতে বসিয়া তুমি থাক কি জন্যেতে॥
শীঘ্র করি যাও তুমি জমিদারের বাড়ী।
সত্বর আন তুমি পিতায় উদ্ধারি॥
কয় খান মোহর দিয়া জানাইও প্রণাম।
পিতার উদ্ধার তোমার জানাইও কাম॥"

এহি মতে সুধনরে বাড়ী ছাড়াইল।
জমিদারের বাড়ী গিয়া সুধন দাখিল হইল॥
জমিদারে দেখ্যা সুধন করিল প্রণাম।
মোহরের থলি দিয়া কৈল নিজ নাম॥
তার পরে কহিল "সুধন আইলা কি কারণ।"
বিনা দোষে হইল তার পিতার বন্ধন॥
এই কথা শুন্যা পরে জমিদার কয়।
"যত মোহর পাইছ তার সমুদয় দেও॥
তার পরে করিয়া যে উচিত বিচার।
পরেত ছাড়িব জান্য পিতারে তোমার॥
তোমার বাপে পাইছে ধন মাটি খুড়িয়া।
নিজে ভোগ করে ধন আমারে ভারাইয়া॥"

পায়েতে ধরিয়া সুধন কহিল হুজুর।
"মিছা রটনা হইল নহি আমরা চোর॥"
এই কথা জমিদার যখন শুনিল।
পাষাণ চাপিতে বুকে হুকুম করিল॥

১ মনকাকরের কাটা=এক রকম গাছের কাঁটা।
২ গোয়াইল=কাটাইল। ৩ পাটন=পত্তন।

"পিতাপুত্রে এক সঙ্গে দেও পাষাণ-চাপ।
মোহর না দিলে জান্য নাহি ইতে মাপ॥"

(৮)

কারকুনের চাকলাদারী

এই কথা শুনিয়া কারকুন হরষিত মনে।
উগাইল[১] যত খাজনা ডাক্যা প্রজাগণে॥
পাঠাইয়া সেই খাজনা জমিদার-গোচরে।
চাকলাদারীর লাগি আর্জি করে সুবিস্তরে॥
খাজনা পাইয়া জমিদার খুসী যে হইয়া।
চাকলাদারীর সনদ একখান দিল যে পাঠাইয়া॥

সনদ পাইয়া কারকুন কি কাম করিল।
কমলার ঘরে গিয়া দাখিল যে হইল॥
কমলারে ডাকি কয় "শুন লো সুন্দরী।
আইজ হইতে হইল আমার এই চাকলাদারী॥
তোমার সঙ্গে মোর যদি বিয়া হয়।
সুখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদয়॥
মনের সুখেতে করবা মোর চাকলাদারী।
চিরদিন করবাম আমি তোমার চাকুরী॥
আমায় বিয়া করলে চিত্তে পাইবা বড় সুখ।
নৈলে গাছের পাতা ঝরব দেখ্যা তোমার দুঃখ॥
চিত্তে বুঝি দেখ যদি কর ইতে আন।
মোর বাড়ী ছাড়াইয়া জলদি করহ প্রস্থান॥"

এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকুনেরে।
"শুনছ নি কেউ করে বিয়া নরপিচাশেরে॥
আমার বাপের নুন খাইয়া বাচিলে পরাণে।
তার গলায় দিতে দড়ি না বাঝিল প্রাণে॥
পরাণের সোদর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল।
মুখে মারি ঝাটা তার পিঠে লাথি কিল॥

১ উগাইল=উসুল করিল।

বনে জঙ্গলায় থাকবাম নাহি ইতে ডর।
তবু নাই সে করবাম এমন রাক্ষসার ঘর॥
মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা মাগ্যা খাইব নগরে।
তিলেক না রইব আর রাক্ষসের ঘরে॥
পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর।
চরণে আছস বান্ধা হৈয়া চাকর॥
কি আর কহিব তরে[1] পশুর অধম।
মাথায় তুল্যা কেবা লয় পায়ের খরম॥
বাপ ভাই দেশে থাকত কইতে এমন কথা।
কোটালে ডাকিয়া তোর কাটিতাম মাথা॥
তেকাটিয়া[2] পথে নিয়া দিতাম তোরে শালে।
বিধি শুনাইলা কথা আছিল কপালে॥"

এই কথা বলিয়া কমলা কি কাম করিল।
আন্দি সান্দি দুই ভাইয়ে খবর যে দিল॥
তারা দুই ভাইয়ে করে সোয়ারীর কাম।
মায়ে ঝিয়ে লইয়া তারা গেল মামার ধাম॥

(৯)

কলঙ্ক-রটনা

শুনিয়া আছয়ে কমলা মামার যে বাড়ী।
মামারে লিখিল পত্র অতি শীঘ্র করি॥
"শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী।
পরপুরুষে মইজে হইল কলঙ্কিনী॥
তুমি যদি রাখ তারে আদর করিয়া।
পঞ্চাইতে রাখিব তোমার বাছ[3] যে করিয়া॥
নাপিতে ছাড়িব তোমার ছাড়িব ঠাকুরে।
এক ঘইরা হইবা তুমি কইলাম সর্বিস্তরে॥
চাড়াল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল।
কামেতে মাতিয়া দুষ্টা ভাসাইল কুল॥

১ তরে=তোরে। ৩ বাছ=একঘরে।
২ তেকাটিয়া=তেমাথা।

কলঙ্কিনী হইল তার গেল কুলজাতি।
এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি[1] ॥
বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী।
তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শীঘ্র করি॥
আর শুন কই তোমারে শুন মন দিয়া।
কিবা হুকুম দিল জমিদার শুনিয়া॥
কলঙ্কিনী কমলারে যেবা দিবে স্থান।
জন বাচ্চা সহিতে তার যাইব গর্দ্দান॥"

পরবাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্র পাইয়া।
বাড়ীতে লিখিল পত্র শীঘ্রগতি হইয়া॥
কমলার মামীর কাছে পত্র যে লিখিল।
এবারত[2] লেইখ্যা যত কুচ্ছা যে করিল॥
"পরবাসে থাইক্যা শুনলাম দুইয়ে মায়ে ঝিয়ে।
আমার বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে॥
কুমারী হইয়া কন্যা ভাংগাইল জাতি।
পর না পুরুষের[3] ভজ্যা এত না দুর্গতি॥
বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল।
ভাড়াই নাগর সংগে ঘরের বাইর হইল॥
এমন কন্যারে তুমি ঘরে নাহি দিবে স্থান।
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইরা অপমান॥
এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ঘরে।
চুলে ধইরা ঘরের বাহির কইরা দিবা তারে॥
সমাজে না লইবে মোরে কমলা থাকিলে।
পতিত হইয়া রইব মজুব জাতিকুলে॥"

এই পত্র পাইয়া মামী কি কাম করিল।
পত্র পড়িয়া তবে ভাবিতে লাগিল॥
"সাক্ষাৎ ভাগিনী আর অবিয়াত কুমারী।
কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির করি॥
জাতিকুল লইয়া কন্যা যাবে কার কাছে।
এমন কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে॥

১ পরাচিত্তির পাতি=প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র।
২ এবারত=এই বার্তা। ৩ পর না পুরুষের=পরপুরুষের।

মায়ে ঝিয়ে কান্‌বে যখন কিবা কইবাম কথা।
এমন কোমল প্রাণে কেমনে দিব ব্যথা॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কোন কাজ করে।
পত্রখানা ফেইল্যা রাখে সেজের[১] উপরে॥

(১০)

কমলার গৃহত্যাগ

সন্ধ্যা বেলা ঘরে গেল কমলা সুন্দরী।
সেজের উপরে দেখে পত্রখানা পড়ি॥
পত্র পড়ি চক্ষের জলে ভাসিছে কমলা।
"এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি লিখেছিলা॥
বিদেশে হইল বন্দী বাপ আর ভাই।
কত দুঃখ পাইয়া আমি মামার বাড়ী যাই॥
বাপের বাড়ীর যত ধন লুটিল ডাকাতে।
এতেক অপমান পাইলাম কারকুনের হাতে॥
বিপাকে পড়িয়া আইলাম মামার বাড়ী।
কিছুকালে পূর্ব্বদুঃখ গেছিলাম পাশরি॥"

পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি।
সম্মুখে যে আইল তার কি কাল রজনী॥
"চন্দসূর্য্য ডুইবা গেছে আন্ধাইর সংসার।
এক দণ্ড এই ঘরে না থাকিব আর॥
বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী।
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী॥
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দিই কাতি।
মামার বাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি॥"

যা করেন বনদুর্গা মনে মনে আছে।
একবার না গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে॥
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে।
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে॥
একবার না ভাবিল কন্যা জাতি কুলমান।
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান[২]॥

১ সেজ=শয্যা। ২ আন্ধান=সন্ধান।

একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি।
একলা পন্থেতে পড়ি কি হবে দুর্গতি॥
একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে।
সন্ধ্যা বেলা তারা ফুটে সূর্য্য ডুবে ডুবে॥
এমন সময় কন্যা কোন কাম করে।
বনদুর্গা স্মরি কন্যা পন্থে মেলা করে॥
আঁখি জলে ভরে কন্যা নাহি দেখে পথ।
বারে বারে চক্ষু মুছে নাহি চলে রথ॥

(১১)

মহিষালের গৃহে

হাটিয়া অভ্যাস নাই যৌবনের ভারে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে চলিতে না পারে॥
হাওরে পড়িল তথা নাহি লোকজন।
বিধাতা শুনিলা বুঝি তাহার কান্দন॥
এক বৃদ্ধ মইষাল যে মইষ লইয়া যায়।
পন্থে পড়ি কমলা তাহার লাগ পায়॥
"অগতির গতি তুমি তুমি ধর্ম্মের বাপ।
সংসার ছাইড়া আইছি পাইয়া বড় তাপ॥
এত দুঃখ নাহি জানি আছিল কপালে।
আজি রাতি কর যাগা[১] তোমার গোয়ালে॥
ভাতপানি নাহি চাই তোমার সদনে।
আঞ্চল বিছাইয়া থাকবাম গোয়াইলের কুণে॥"

অপরূপ রূপ দেখি মইষাল ভাবিল।
লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল॥
"ভাল পূজা দিবাম মাগো আইস আমার ঘরে।
অচলা হইয়া থাকবা আমার না ঘরে॥
ধনে পুত্রে বর দেও বারুক সম্পদ।
তোমার কৃপায় ঘুচুক বালাই আপদ॥

১ যাগা=জায়গা।

বিয়ানী মইষে দেউক তিনগুণ দুধ।
আমার ঘরে থাক মাগো রাইখ্যা অনুরোধ॥"
এতেক কহিয়া মইষাল ঘরে লইয়া যায়।
সন্ধ্যাকালের বাতি কন্যা গোয়ালে জ্বালায়॥
তিন দিন রইল কন্যা মইষালের বাসে।
সর্ব্বকর্ম্ম করে কন্যা মনের হরষে॥
সন্ধ্যাকালে জ্বালে বাতি গোয়ালে দেয় ধুমা।
মইষালের লাগ্যা পাতে খড়ের বিছানা॥
তিন বেলা ভাত রান্ধি খাওয়ায় মইষালেরে।
সর্ব্বকর্ম্ম করে কন্যা মইষালের ঘরে॥
বাথানে থাকিয়া মইষাল মহিষ চড়ায়।
বাড়ীতে আসিয়া মইষাল তৈয়ার ভাত খায়॥
গামছা-বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিয়া।
উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সাম্‌নে খাড়া হইয়া॥
কমলার যত্নে মইষাল সর্ব্বদুঃখ ভুলে।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হইল তাহার গোয়ালে॥

(১২)

নূতন অতিথির কমলাকে লইয়া যাওয়া

এক দিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
কোড়া শিকারে আইল শিকারী একজন॥
কোন দেশের শিকারী গো কোথায় বাড়ীঘর।
রূপে গুণে দেখি তারে দেবের কোঙর॥
সোনার অঙ্গেতে তার সোনার সাজন।
দেখলে মনে হয় তারে রাজার নন্দন॥

সন্ধ্যাকালে মইষাল বাথান হইতে আসে।
কার্ত্তিক দেখিল যেন দাড়াইয়া পাশে॥
"বড় মেনত[১] পাইয়া আইছি দেও একটু পানি।
পানির লাগিয়া মোর যায় যে পরাণি॥"
টুপায়[২] করিয়া জল কমলা আনিল।
জল না খাইয়া কুমার শীতল হইল॥

১ মেনত=মেহনৎ।
২ টুপা=জলপাত্র।

পরিচয়-কথা কুমার কহে মইষালেরে।
"বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ঘরে॥
তোমার ঘরে আইসা দেখি বুঝিতে নাহি পারি।
আমারে যে দিল জল এইবা কোন নারী॥
সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ।
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ॥
কার কন্যা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী।
অনুমানে বুঝি কোন রাজার কুমারী॥
কিবা কহ মইষাল তুমি কোন দেবতার বরে।
চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্মিলেক ঘরে॥
বিয়া হইয়াছে কিবা রইয়াছে কুমারী।
সত্য পরিচয় মোরে কহ শীঘ্র করি॥"

মইষাল কহিছে কথা "ধর্ম্ম অবতার।
বাপ-মার নাম আমি নাহি জানি তার॥
কোন দেশেতে বাড়ী তার কোন দেশেতে ঘর।
সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর॥
সদয় হইয়া লক্ষ্মী দেবী দিলা দরশন।
তাঁরে পাইয়া মোর হইল সফল জীবন।
যে দিন হইতে আমি পাইয়াছি মায়।
দধিদুগ্ধ বাড়িয়াছে মায়ের কৃপায়॥
বাথানের বন্ধ্যা মইষ হইয়াছে গাভীন।
মায়ের কৃপায় মোর হইয়াছে সুদিন॥"

শিকারী কহিছে "মইষাল মোর কথা ধর।
এই কন্যা দেও মোরে লইয়া যাই ঘর॥
মণিমুক্তা দিব তোমায় ধামাতে মাপিয়া।
চৌদ্দ পুরা জমি দিব বাপেরে কহিয়া॥"

কান্দিয়া মইষাল কয় "মোর ধনে কাজ নাই।
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই॥
রাঙ্গাচরণ পাইয়াছি অল্পে না ছাড়িব।
ক্ষীরসর দিয়া আমি জন্ম ভরা পূজিব॥
এক দণ্ড না দেখিলে সংসার অন্ধকার।
তিলেক ছাড়িলে মায়ে না বাঁচিব আর॥"
যত কথা কহে কুমার মইষাল না মানে।
কি যেন লাইগাছে দাগা মইষালের প্রাণে॥

অনেক হইল ঝুঝা-পড়া দিনের হইল শেষ।
কন্যারে লইয়া কুমার যাইব আজি দেশ॥
কান্দিয়া মইষাল কয় "শুন মোর মাও।
অন্তকালে দিও মোরে রাঙ্গা দুটি পাও॥
বড় দুঃখ পাইছ মাগো থাকি মোর ঘরে।
মনেতে রাখিও মাগো এই অভাগারে॥
ধনরত্ন না চাই আমি না চাই জমীবাড়ী।
অন্তকালে দিও মাগো তোমার চরণতরী॥"
মইষালের চক্ষের জলে উলা বাথান[১] ভাসে।
কন্যারে লইয়া কুমার গেল নিজ দেশে॥

(১৩)

প্রদীপকুমার ও কমলা

সন্ধ্যাকালেতে কন্যার ঘরের দীপ জ্বলে।
মায়ের কথা স্মরণ কইরা ভাসে চক্ষের জলে॥
এন কালেতে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।
ধীরে ধীরে গেল কুমার কন্যার মন্দিরে॥
পালঙ্কে বসিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা।
এমন সময় কুমার গিয়া উপচিল তথা॥
"আজি কালি করি কন্যা কত বা ভারাও।
পরিচয়-কথা কও মোর মাথা খাও॥
দেখিয়া তোমার রূপ হইয়াছি পাগল।
দিবানিশি দেখি কন্যা তোমার চক্ষের জল॥
মুছিলে না মুছে আঁখি কান্দ কোন দুঃখে।
বিয়া কইরা কন্যা মোরে থাক মনের সুখে॥
যে দিন হইতে দেখছি তোমায় মইষালের ঘরে।
জীবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোমার করে॥
কোড়া শিকারে আর নাহি যাই আমি।
তোমার লাগিয়া উদাসী হইলাম আমি॥
বাগ-বাগীচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে।
পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে॥

১ উলা বাথান=উলুখড়ের বাথান।

তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতার।
তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার॥
তিলেক ছাড়িয়া তোমায় নাহি বাচে প্রাণ।
তোমায় না পাইলে কন্যা ত্যজিব পরাণ॥
তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি না ছাড়িব।
পায়ের গুঞ্জরী[১] হইয়া পায়েতে থাকিব॥"
দ্বিজ ঈশান ভনে এই মদনের বান।
বাজিছে উভের মনে তাতে নাহি আন॥

বিয়ানবেলা যায় কুমার সন্ধ্যাবেলা আসে।
দিনের মধ্যে তিনবার পরিচয় জিজ্ঞাসে॥
কন্যা বলে "পরিচয় এক দিন দিব।
যে দিন সুদিন মোর সম্মুখেতে পাব॥
সত্য কইরাছ তুমি মইষাল বন্ধুর কাছে।
তোমার সে সত্য কথা মনে কিনা আছে॥
বলে না করিবা তুমি মোর পরিচয়।
আমার যত কথা তোমায় জানতে উচিত হয়॥
সবুর করহ তুমি কিছু কাল রইয়া।
পরিচয়-কথা কইব সুদিন পাইয়া॥"

এইরূপে কুমার যে প্রতিদিন আসে।
বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে॥
অন্তরে মন্তর কলি নাহি ফুটে মুখ।
ভৃঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইয়া দুঃখ॥
এইরূপ করিয়া যে তিন মাস গেল।
একদিন রাজপুরে বাদ্য যে বাজিল॥

(১৪)

নরবলি

"কিসের বাদ্য বাজে আজি রাজার পুরীর মাঝে।"
"নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে॥"

১ গুঞ্জরী=পায়ের আভরণবিশেষ।

"কেবা নর কিসের পূজা কারে দিবে বলি।"
পরিচয়-কথা কন্যা শুনিল সকলি॥
বাপ-ভাই বলি হবে কান্দে চন্দ্রমুখী।
কমলার কান্দনে কান্দে পশুপাখী॥
হেন কালে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।
শীঘ্রগতি ধাইয়া যায় কন্যার মন্দিরে॥

"আজি কন্যা শুন এক আচরিত[১] কথা।
নরবলি দিয়া বাপে পূজে রক্ষাকালী মাতা॥
তুমি আমি দুই জনে যাব সেইখানে।
দেখিব সে নরবলি সানন্দিত মনে॥"

"কোথা হইতে আনল নর কত ধন দিয়া।"
জিজ্ঞাসা করিল কন্যা দুঃখ যত হিয়া॥

একে একে কহে কুমার পরিচয়-কথা।
মনের আগুন লুকায় কন্যা পাইয়া বড় ব্যথা॥
বাপ-ভাইয়ের কথা শুইন্যা কন্যার ঝরে আঁখি।
ঝরিল চক্ষের জল দেখি বা না দেখি॥

"আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয়।
একত নালিস মোর শুনতে উচিত হয়॥
গাহিব দুঃখের গান ধর্ম্মসভার কাছে।
কিন্তু এক কথা মোর শুনিবার আছে॥
হুলিয়া গ্রামেতে সেই চাকলাদারের বাড়ী।
তাহার কারকুনে তুমি আন শীঘ্র করি॥
আন্ধি সান্ধি দুই ভাই পালকী বইয়া যায়।
তাহারে ডাকিয়া আন পরিচয়ের দায়॥
সেই গ্রামে আছে এক চিকন গোয়ালিনী।
তাহারে আন হেথা সাক্ষী করি আমি॥
ইংগিতে আনিতে কন্যা বলয়ে মাতুলে।
পরিচয়-কথা কন্যা নাহি বলে খুলে॥
মামীরে আনিতে কন্যা কুমারে কহিল।
এহাতেও কন্যা নাহি পরিচয় দিল॥

১ আচরিত=আশ্চর্য।

মইষাল বন্ধুরে হেথা আন শীঘ্র করি।
আমারে পাইয়া ছিলে তুমি যার বাড়ী॥
সকলে হাজির কর ধর্ম্মসভার ঠাঁই।
পরিচয়-কথা মোর সভাতে জানাই॥

(১৫)

বারমাসী

"কৈয়াম কৈয়াম প্রাণের কথা সভাজনের কাছে।
অভাগী কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে॥
সাক্ষী আমার চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী দেবগণ।
সাক্ষী আমার তরুলতা সাক্ষী পশুগণ॥
মায়ের মন্দিরে আমি সাক্ষী করি তারে।
আগুন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সর্ব্ব দেবতারে॥
কার্ত্তিক-গণেশ সাক্ষী লক্ষ্মী-সরস্বতী।
জগতের মাতা সাক্ষী দেবী ভগবতী॥
ইন্দ্র-যম সাক্ষী মোর সাক্ষী বসুমাতা।
এই সকলে সাক্ষী কইরা কই মোর দুঃখের কথা॥
বনের সাক্ষী বনদুর্গা সদায় পূজা করি।
জমীনে সাক্ষী যত কহি সুবিস্তারি॥
পইলা সাক্ষী মাতা-পিতা দেবতার সমান।
দোহার চরণে করি সহস্র প্রণাম॥
গর্ভসোদর ভাই সাক্ষী সাক্ষী করি তারে।
আর সাক্ষী করি আমি এই কারকুনেরে॥
চিকন গোয়ালিনী সাক্ষী ভাংগা দন্ত যার।
মামা-মামী সাক্ষী করি সম্বন্ধে আমার॥
সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী সাক্ষী আঁখির পানি।
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখানি॥
গরুর গোষ্ঠি সাক্ষী আমার মৈশাল বন্ধু ছিল।
সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্রা[১] দিল॥
তার পরে সাক্ষী আমার রাজার কুমার।
যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার॥

১ আশ্রা=আশ্রয়।

প্রাণের পতি সে আমার প্রাণের দেবতা।
সবাই কহিব আমি মোর প্রাণদাতা॥

"জৈষ্টি মাসে ষষ্টি দিন শুক্রবার যায়।
কালামেঘে করে সাজ আসমানের গায়॥
রাত্রিশেষে জন্ম লয় এই অভাগিনী।
কমলা রাখিল নাম আদরে জননী॥

"এক দুই মাস করি তিন বছর গেল।
গর্ভসোদর ভাই জনম লইল॥
পুর্ণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে।
সর্ব্বদুঃখ দূর হইল জনমের কালে॥
কোলে করি কাকে করি করি দোলা-খেলা।
এইরূপে যায় দিন শৈশবের বেলা॥
ভাই আমার নয়ন-তারা মাও আদরিণী।
বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পরাণী॥

"এক দুই করি দেখ তের বছর যায়।
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ-মায়॥
এক দিনের কথা মোর শুন সভাজন।
কোন বিধি লিখিল আমার দুঃখের লিখন॥
ধর্ম্ম অবতার রাজা ধর্ম্মে তোমার মতি।
আমার দুঃখের কথা কর অবগতি॥
আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জ্বলে সোনা।
একেলা যাইতে জলে মায় করে মানা॥
বসনে ভূষণে মন ঘন কাপে হিয়া।
দীঘল চুল বান্ধি আমি চাম্পাফুল দিয়া॥
কেশে মাখি গন্ধতৈল সিনানের বেলা।
আবের কাকই[১] হাতে লইল কমলা॥
আচরি বিচরি চুল[২] সখীগণ-সঙ্গে।
জলের ঘাটেতে নিত্যি যাই মনের রঙ্গে॥
নিত্যি নিত্যি করি চান সানে বান্ধা ঘাটে।
কেও না আসিতে পারে তাহার নিকটে॥
আমি কি জানিরে ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল।
একত দিনের কথা কহিতে হইল॥

১ আবের কাকই=অভ্রের চিরুণী।
২ আচরি বিচরি চুল=চুল আঁচড়াইয়া।

"হাসিয়া খেলিয়া দেখ পৌষমাস যায়।
পোষমাসের পোষা আন্দি[1] সংসারে জানায়॥
সকলের ছোট বোন পোষ মাস হয়।
চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয়॥
ভোরেতে উঠিয়া করি বনদুর্গার পূজা।
দুপরিয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা॥
গন্ধতৈল মাখিলাম কেশের বাহার।
গলা হইতে খুলিলাম হীরামতির হার॥
সোনার কলসী কাঁকে সঙ্গে সখীগণ।
জলের ঘাটেতে যাই সানন্দিত মন॥
কোন সখী হাসে নাচে কোন সখী গায়।
রঙ্গে ঢঙ্গে সব সখী জলের ঘাটে যায়॥
চরণে ঠেকিল মাটি বাধা পড়ে পথে।
আজি কেন হিয়া মোর কাঁপিল চলিতে॥
আগে যদি জানি আমি পন্থে কাল সাপ।
বাহির হইয়া কেন পাইবাম এত তাপ॥
এইত স্থানেতে আমি কারকুনে সাক্ষী করি।
তার পরে হইল কিবা কহি সবিস্তারি॥

"পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বুক।
দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ॥
শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়।
এইরূপে আস্তেব্যস্তে মাঘ মাস যায়॥
একদিনের কথা বলি কি কাম হইল।
দধির পশরা লইয়া গোয়ালিনী আইল॥
এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ালিনী।
দধি বেচিতে দেখ আইল আপনি॥
হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে।
পরা-দন্ত[2] সাক্ষী করি সভার বিদ্যমানে॥
না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে॥

"আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার॥

১ আন্দি=কুয়াশা।
২ পরা-দন্ত=পড়া (পড়িয়া যাওয়া) দাঁত।

ধনু হাতে লইয়া মদন পুষ্পেতে লুকায়।
বেহুড়া[1] যুবতী ঘরে না দেখে উপায়॥
ভ্রমরা কোকিল কুঞ্জে গুঞ্জরী বেড়ায়।
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায়॥
আস্তেব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায়।
কমলার হইব বিয়া শব্দে শুনা যায়॥
শব্দে শুনা যায় কথা আড়াল থাক্যা শুনি।
এত দুঃখ ছিল মোর আমি অভাগিনী॥

"আইল রাজার চর বাপের আগে কয়।
রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়॥
হাতী সাজে ঘোড়া সাজে পাইক পহরী।
বাপ চলিল মোর পুরী আন্ধাইর করি॥
যাইবার বেলা বাপে দুঃখিনীরে কয়।
'কত দিনে আসি মাও না জানি নিশ্চয়॥
সাবধানে থাক্য মাগো দিবসরজনী।'
বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে বহে পানি॥
বাপ বিদেশে গেল পুরী অন্ধকার।
চারিদিগ দেখি যেন খোয়ার[2] আকার॥

"আইল চৈত্রিরে মাস আকাল দুর্গাপূজা।
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা॥
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়।
ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়॥
মণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর।
কারুয়া টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর॥
পাড়া-পড়সি সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি।
ঘরের কোনায় লুকাইয়া আমি কান্দ্যা মরি॥
মায়ে ঝিয়ে কান্দি ঘরে গলা ধরাধরি।
বৈদেশী হইল পিতা অন্ধকার পুরী॥
এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
রাজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আসিল॥
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
আমার বাপ হইল বন্দী কোন অপরাধে॥

১ বেহুড়া=পাগলিনী। ২ খোয়া=কুয়াশা।

"বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয়।
'বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়॥'
সরল অবুজ ভাই কিছু না জানে।
বৈদেশে চলিল ভাই বাপের সন্ধানে॥
মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধূলায় পড়িয়া।
কার পূজা কেবা করে না দেখি ভাবিয়া॥
গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধূলায়।
বাপ-ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায়॥

"বৈশাখ মাসেতে গাছে আমের কড়ি।
পুষ্প ফুটে পুষ্পডালে ভ্রমর গুঞ্জরি॥
ফুলদোলে পূজা আদি কহিতে বিস্তর।
আর বার পত্র আসে মায়ের গোচর॥
পিতাপুত্র দুইজন বন্দী পরবাসে।
মায়ের চক্ষের জলে বসুমাতা ভাসে॥
অভাগী কমলা কান্দে শয্যা ভাসাইয়া।
কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বান্ধা হিয়া॥
কোন বা দেবেরে পূজলে বাপ-ভাইয়ে পাব।
মায়ের ঝিয়ের দুঃখের কথা কার কাছে কইব॥
ঘরে আছে কাল সাপ যমের দোসর।
তার কাছে যাইতে দেখ মনে হইল ডর॥
মায় গিয়া ধন্বা দিলাম চণ্ডীর দুয়ারে।
তার পরের কথা কহি সভার গোচরে॥

"জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল।
রাত্রিদিবা না শুকায় নয়নের জল॥
মায়ে করে ষষ্ঠীপূজা পুত্রের লাগিয়া।
প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দুঃখে কান্দে হিয়া॥
মায়ের স্নেহের ডুঙ্গা[১] পড়িয়া রহিল।
পুত্রেরে ডাকিয়া মায় বিলাপ জুড়িল॥
এক হস্তে মোছি আমি চক্ষের যে পানি।
সান্ত্বনা করিয়া ঘরে লইত জননী॥

"এমন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল।
রাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢুকিল॥

১ ডুঙ্গা=ষষ্ঠীর পূজোপচারের সহিত কুলা, কদলীকাণ্ড।

এহিত সনদে আমি সাক্ষী করি যাই।
বিদেশে হইয়াছে বন্দী বাপ আর ভাই॥
নিজেরে বাসেতে বন্দী হইলাম পরবাসী।
মায়ে ঝিয়ে একেবারে হইলাম পরবাসী॥
দিন গোঞ্জারিয়া যায় সন্ধ্যা আসে বাসে।
মায়ের চক্ষের জলে বুক যায় ভেসে॥
পাল্কী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী।
সঙ্গেতে নাহি গেল এক কানার কড়ি॥

"আষাঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পানি।
মামার বাড়ীতে কান্দি দিবসরজনী॥
ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ আর ভাই।
আশায় বান্ধিয়া বুক রজনী গুয়াই॥
এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
বৈদেশে থাকিয়া মামা পত্র যে লিখিল॥

"দুঃখের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা।
কারে বা কহিব আমি এই দুঃখের কথা॥
আগুনের উপরে যেন জ্বলিল আগুনি।
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী॥
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
ছাড়িলাম মামার বাড়ী মনের বিরাগে॥

"সন্ধ্যা গোঞ্জারিয়া যায় না দেখি উপায়।
একেলা হাওরে পরি করি হায় হায়॥
মামার বাড়ীর অন্ন আর না খাইবাম আমি।
গলায় কলসী বান্ধ্যা ত্যজিব পরাণি॥
সাপে না খাইল মোরে বাঘে নাইসে খায়।
কোথায় যাইয়া লুকাই মুখ না দেখি উপায়॥
দেবেরে ডাকিয়া কই আশ্রা দিতে মোরে।
কেবা আশ্রা দিবে মোরে এই অন্ধকারে॥
চক্ষুর জলেতে মোর বুক ভাসি যায়।
আইঞ্চল ধরিয়া মোছি পানি না ফুরায়॥
না দেখি পন্থের কায়া জোর আঁখির জলে।
তরাইতে দরদী নাই বিপদের কালে॥

সাত জন্মের সুহৃদ মোর মৈষাল বন্ধু ছিল।
গোয়ালায় যাইবার কালে পন্থে দেখা হইল॥
জন্মের সুহৃদ মোর বাপের সমান।
তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান॥
মায়া-মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া।
এইখানে পাইলাম সুখের আছরা॥
এইত মইষাল বন্ধু বড় সাক্ষী মোর।
জাতিকুল বাচাইল দুঃখ করল দূর॥
একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথা।
এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা॥

"শ্রাবণ মাসেতে দেখ ঘন বরিষণ।
বিলের মাঝে কোড়া-কোড়ি করয়ে গর্জন॥
কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কুমার।
মৈষালের বাসে দেখা হইল তাহার॥
পরিচয় চাইল মোর রাজার কুমার।
একদিন পরিচয় দিবাম তাহার॥
সময় পাইলে কইবাম আমার পরিচয়-কথা।
আর কিছু কই আমি করমের কথা॥

"ভাণ্ড ভরিয়া দিলাম জল পরাণ শীতল।
অন্তরে ফুটিল মোর সোণার কমল॥
কার্ত্তিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া।
পরাণে মজিলাম আমি দগ্ধ হৈল হিয়া॥
মনে প্রাণে সঁপিলাম পরাণ তার পায়।
আমার পরাণ বন্ধু ঘরে লইয়া যায়॥
উপায় না দেখি কান্দি কই মনের কথা।
ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের ব্যথা॥

"চলিল সোণার পান্সি ভরা নদী দিয়া।
লিলুয়ারী[১] বাতাসে দেয় পাল উড়াইয়া॥
কতদিনে আসিলাম এইত রাজার পুরে।
দাসী হইয়া আসি আমি রাণীর দুয়ারে॥

১ লিলুয়ারী=ক্রীড়াশীল।

মনের আগুন মোর মনে জ্বলে নিবে।
আর কত দিন দুঃখ পরাণে সহিবে॥
মায়ের মতন রাণী আমারে ভুলায়।
সদাকাল আছি আমি ধইরা রাণীর পায়॥

"একদিন শুনি নগরের মধ্যি খানে।
ঢাক-ঢোল বাজে আর নাচে সর্ব্বজনে॥
দাস দাসীগণ যত আনন্দে অপার।
অংগেতে বসন পড়ে যা আছে যাহার॥

"কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ান্যা সংক্রান্তে[১] রাজা মনসারে পূজে॥
বাড়ীর কথা মনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা।
শক্তিশেলে হাণে বুকে নিদারুণ ব্যথা॥
বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শুন্যি কেবা পূজা করে।
অভাগিনী মাও মোর কান্দ্যা কান্দ্যা ফিরে॥
দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম অভাগিনী মায়।
আমার দুঃখের কথা কইতে না জুয়ায়॥
এক দণ্ড না দেখিলে হইত প্যাগলিনী।
সন্ধ্যা বেলা ছাইড়া আইলাম আমি অভাগিনী॥
ভাদ্রমাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে।
দরদি মায়ের মুখ সদা মনে জাগে॥
গাঙে দিয়া বাইয়া যায় দৌড় বাইছা নাও।
কোন্ বা দেশে রইলা মোর অভাগিনী মাও॥
দিনের বেলা ঝরে আখি রাইতের অন্ধকার।
ভাদ্রমাসের চান্নি[২] গেল রুসনাইর বাহার॥
ভাদ্রমাসের চান্নি দেখায় সমুদ্রের তলা।
সেও চান্নি আন্ধাইর দেখ্যা কান্দিছে কমলা॥

"ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে।
আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বসুমাতা হাসে॥
বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা পূজা করে।
বাপ ভাই মুক্ত হৌক দুর্গা মায়ের বরে॥

১ শায়ান্যা সংক্রান্তে=শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে। ২ চান্নি=চাঁদনী।

কার্ত্তিক মাসেতে দেখ কাত্তিকের পূজা।
পরদিনের ঘট আকি বাতির করে সাজা[১]॥
সারা রাত্রি হুলামেলা গীত বাদ্য বাজে।
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে সাজে॥
সেইত কার্ত্তিক গেল আগণ আইল।
পাকা ধানে সর্ব্ব শস্যে পৃথিবী ভরিল॥
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া॥
জয়াদি জুকার[২] পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে॥
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পারণ।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ॥
বাপ কোথায় মাও কোথায় কোথায় গুণের ভাই।
এই সংসারে অভাগিনীর নাহি দেখি ঠাই॥
কান্দিয়া কাটাই নিশি মোছি চক্ষের পানি।
এই খানে সাক্ষী করি এই রাজার রাণী॥

"এক দিন শিরে তৈল মাখিয়া রাণীরে।
কলসী লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে॥
ঢাক-ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে।
আজিগো কিসের পূজা দেবের মন্দিরে॥
কালীপূজা হয় আজি কালীর মন্দিরে।
নরবলি হৈব আজি মায়ের দুয়ারে॥
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া।
নরবলি হৈব শুনি স্থির নহে হিয়া॥
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি।
বাপ-ভাই দিবে বলি এই কথা শুনি॥

"সকাল ভরিয়া জল ফিরিলাম ঘরে।
শীঘ্র করিয়া স্নান করাই রাণীরে॥
রাণী করে সাজা পারা যাইব দেবের বাড়ী।
আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশ্বরী॥

১ বাতির করে সাজা=আলো সাজায়।
২ জুকার=জয়কার।

বিচার করয়ে রাজা ধর্ম্ম অধিপতি।
রোষিয়া কহিল রাজা কারকুনের প্রতি॥
"সত্য কথা দুষ্টমতি কও এইবার।
দিবাম উচিত দন্ড নাহিক নিস্তার॥"
কাডা[১] ভাঙ্গি ঠাডা[২] পড়ে কারকুনের শিরে।
কহিতে না পারে কারকুন ধর্ম্মরাজার ডরে॥
পত্র পড়িয়া রাজা সভারে জানায়।
চিকন গোয়ালিনী তবে ঠেকিল যে দায়॥
রাজা বলে দন্ত তোর ভাঙ্গিল কি মতে।
গোয়ালিনী কয় কথা আকারে ইঙ্গিতে॥
পরক্ষণে বাহানা ধরে চিকন গোয়ালিনী।
"সান্নিকে পড়িল দন্ত আর নাহি জানি॥"

রোষিয়া কোটালে রাজা হুকুম করিল।
গর্জ্জিয়া কোটাল আসি চুলেতে ধরিল॥
উপায় না দেখি তবে ভাবে গোয়ালিনী।
কারকুনেরে গালি পারে "আমি নাহি জানি॥
পত্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জানি তার।
দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করহ নিস্তার॥"

আন্দি-সান্দি সাক্ষী ছিল তারা দুইটি ভাই।
মায়ে ঝিয়ে পাল্‌কীতে করি মামার বাড়ী যাই॥
মামা সাক্ষী মামী সাক্ষী কহে সকল কথা।
মৈষাল বন্ধু সাক্ষী দিল সত্যিকার কথা॥
রাজার কুমার সাক্ষী দিল "শিকারেতে যাই।
গোয়ালায় যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই॥"
সকল সাক্ষী শেষ হইল বিচার হইল দড়।
হুকুম শুনিয়া কারকুন হইল ফাফর॥

হাতে গলে বান্ধ্যা লয়া দারুণ কোটালে।
রাজা কয় কারকুনেরে নাহি দিবাম শূলে॥
করিয়া মায়ের পূজা রাত্রি নিশা কালি।
কারকুনে দিলেন রাজা পূজার নরবলি॥
দ্বিজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ বিধিমতে।
জয়ধ্বনি কর সবে কালীর পীরিতে॥

১ কাডা=বজ্র। ২ ঠাডা=বিদ্যুৎ।

কমলার বিবাহ

কারকুনের বলিয়া[১] কথা নিরবধি থইয়া।
কমলার বিবাহ-কথা শুন মন দিয়া॥
বামুন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া।
বিয়ার যে শুভ দিন দিল দেখিয়া॥
সোনার কালিতে পত্র সকলি লিখিল।
সিন্দুরের সাত ফোটা তার মাঝে দিল॥
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করি বিতরণ।
ইষ্ট কুটুম্বে সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥

ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে সানাই।
নাইচ গান হয় কত জুড়িয়া আঙিনায়॥
জয়াদি জুকার গীত হয় ঘরে ঘরে।
বাড়ী ভরিয়া পাছে লোক আথারে পাথারে॥
চারি ভইরা[২] ময়রা মিঠাই বানায়।
হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায়॥
সাজাইল পুরীখানি ঝলমল করে।
এরে দেখ্যা চান্দ যেমন লুকায় অন্ধকারে॥
ইষ্ট কুটুম্ব আইল তার সীমা নাই।
রাইয়ত বিলাত[৩] কত গণা বাছা নাই॥
গুরু পুরুইত পণ্ডিত আইল সকলে।
নায়রীর[৪] বাজার যেমন অন্দর মহলে॥
বিধিমত হইল কত দেবতাপূজন।
বনদুর্গা একাচুরা খেলা কীর্ত্তন॥
জোর পাঠা দিয়া বলি শ্যামাপূজা করে।
মইষ দিয়া পূজা দিল দেবী ডরাইরে[৫]॥

বিয়ার দিনেতে রাজা হইয়া উতজুগ।
মণ্ডপে বসিয়া তবে করে নান্দিমুখ॥

১ স্পষ্টতই এখানে "বলিয়া"র স্থানে "বলির" হইবে।
২ চারি ভইরা=মাটির বৃহৎ পাত্র ভরিয়া।
৩ রাইয়ত বিলাত=দেশী বিদেশী।
৪ নায়রী=কুটুম্বিনী।
৫ ডরাই=গ্রাম্য দেবী বিশেষ।

নান্দিমুখের মাটী কাটে যত নারীগণ।
তার গীতেতে যেমন ছাইল গগন॥
তার পরে সোহাগের ডালা মাথায় করিয়া।
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জুড়িয়া॥
আগে চলে কন্যার মাগো পাছে যায় মামী।
গীত-জুকারে নারী চলে গজগামী॥
তার পাছে চলে ঢুলি বাদ্যভাণ্ড লইয়া।
এই মতে আইল সবে সোহাগ মাগিয়া॥
কাকেতে কলসী লইয়া যতেক যুবতী।
জল ভরিতে যায় সবে পাছে বাদ্য-গীতি॥
নদীর ঘাটে জল ভরিয়া পন্থে মেলা দিয়া।
গীত-জুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া॥
সম্মুখে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি।
বরকন্যা বসিল যে হইতে খোঁরী॥
নবদ্বীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে।
সেই নাপিত কামায় সোনার নরুন-ক্ষুরেতে॥
জয়া জুকারে দেখ যতেক যুবতী।
হরষ অন্তরে গায় কামানির গীতি॥

তার পরে যে গেল তারা সিনান করিবারে।
সব সখী মিল্যা গাষ্ট ঘিলা[১] মাজন করে॥
হলুদ মাখিয়া গায়ে যতেক সুন্দরী।
ভরা কলসীর জল ঢালে ত্বরা করি॥
সিনানের গীত হইল যত জানা ছিল।
ছান করি বরকন্যা ঘরেতে আসিল॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত তার সীমা নাই।
সাজন করে বরকন্যায় সখীগণ সবাই॥
রতন মুকুট দিল বরের যে শিরে।
আরশি হস্তেতে তুলি দিল যত্ন করে॥
নানান জাতি কাপড়েতে হইল সাজন।
রূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন॥
গলেতে ফুলের মালা সুগন্ধি চন্দনে।
সদরে বসিল যত ভাইস্তা[২] ভাগিনা সনে॥

১ গাষ্ট ঘিলা=ঘাঁট ঘিলা, উদ্বর্তনভেদ।
২ ভাইস্তা=ভ্রাতুষ্পুত্র।

কন্যারে বেড়িয়া আর যত সখীগণ।
মনের মতন করে অঙ্গের সাজন॥
আছুড়িয়া চিকন কেশ মাথায় বান্ধে খোপা।
কাটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা॥
তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তারা।
ভূমিতে থইলে যেমন ভূয়ে আসমান পরা॥
হস্তেতে লইলে সাড়ী ঝলমল করে।
শূন্যেতে থইলে সাড়ী শূন্যে উড়া করে॥
কানেতে পড়াইল দুল চম্পক ঝুমকা।
নাকেতে সোণার বেসর আর বলাকা॥
গলাতে পড়াইল এক হীরার হাসুলি।
পায়েতে পড়াইল খারু গুজরী আর পাচুলী॥
হস্তেতে সোণার বাজু সোণার বাতেনা।
মস্তকেতে সিঁথিপাটী সুবর্ণের দানা॥
এই মতে সখীগণে করিলে সাজন।
বিধিমত কলাতলে হইল বরণ॥
সাত পাক ঘুরে কন্যা বরের চৌদিকে।
শুভযোগ হইল দুহার মুখচান্দিকে[১]॥
ঢাক-ঢোল বাজে কত গীতবাদ্য-ধ্বনি।
বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাপয়ে ধরণী॥
তুরমী ছাড়িল যেমন আগুনের গাছ খারা।
হাউই পানাস[২] ছুটে আসমানের তারা॥
মহা আনন্দেতে হইল বিয়া সমাপন।
কমলারে পাইয়া কুমার আনন্দিত মন॥
এই মতে বিয়া-কার্য্য হইয়া গেল শেষ।
পুত্রসহ চাকলাদার ফিরিল নিজ দেশ॥*

এই খানে করিলাম শেষ বারমাসী গান।
বাটা ভইরা জামাইর মা দেও গোয়া পান॥
আমরা সবে দিয়া যাই ধনে পুত্রে বর।
ধন দৌলত যত বারুক বিস্তর॥

১ মুখচান্দিকে=মুখচান্দ্রিকা, শুভদৃষ্টি। ২ পানাস=ফানুস।

* 'কমলা' পালার এইখানেই সমাপ্ত।—সুখময় মুখোপাধ্যায়

বনদুর্গা মায়ের পাও শতেক প্রণাম।
কর্ম্মকর্ত্তা করুন নাপ বিপদে আছান[1] ॥

কমলার স্বগত সঙ্গীত

"যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তোমায় মৈষালের বাড়ী।
সেই দিন হইতে বন্ধু আমি পাগল হৈয়া ফিরি॥
আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্রসূর্য্যতারা।
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন-হারা॥
কপালের দোষে বন্ধু আরে বন্ধু বন্দী বাপ-ভাই।
দোসর দরদি বন্ধু আরে বন্ধু তুমি ছাড়া নাই॥
বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাও নিজ ঘরে।
একেলা শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে॥
বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধ্বনি।
ঘুম হইতে জাইগা উঠি আমি অভাগিনী॥
বুক ফুটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি।
অন্তরের আগুনে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি॥
পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্‌পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে॥
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি।
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরালায় বসি॥
একদিনের দেখারে বন্ধু মৈষালের বাথানে।
চান্দ মুখ দেইখারে বন্ধু মজিছে পরাণে॥
বাটা ভরি বানাইয়া পানরে বন্ধু তরে দিতে লাজ বাসি।
আপনার চক্ষের জলে আরে বন্ধু আপনি যাই ভাসি॥
কতক দিনের বন্ধুরে আমার আওব সুখের দিন।
তোমার লাগ্যা ভাবিয়া আমার যৌবন হইল ক্ষীণ॥"

দ্বিজ ঈশান কয় কন্যা আরে না কর ক্রন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ থাকলে কন্যা আরে অবশ্য মিলন॥*

—০—

১ আছান=আশান।

* ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই স্বগত সঙ্গীতটিকে পালার শেষে কেন স্থান দিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। এই সঙ্গীতটি কমলার অবিবাহিত অবস্থার উক্তি—ভনিতা হইতে তাহা জানা যায়। সুতরাং ইহার স্থান হওয়া উচিত 'কমলা' পালার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে।

—সুখময় মুখোপাধ্যায়

দেওয়ান ভাবনা

(১)

ছয়না বচ্ছরের সুনাইগো ইরামতী[১] জবলে।
হাসিয়া খেলিয়া উঠে সুনাইগো আপন মায়ের কোলে॥
সাতনা বচ্ছরের সুনাইগো মুখে মধুর হাসি।
মায়ের কোলে উঠে সুনাইগো পুন্নিমার শশী॥
আটনা বচ্ছরের সুনাইগো ঝাইরা বান্ধে চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক পদ্মফুল॥
নয়না বচ্ছরের সুনাইগো নবীন কিশোরী।
গিরের[২] পরদীপ্ সুনাই সুনাইগো আঙ্গিনা পশরি॥
দশনা বচ্ছরের সুনাইগো দশে শুন্য পড়ে।
বিধাতা হইল বাদীগো পড়ল বিষম ফেরে॥

শুন শুন পূর্ব্বকথাগো দুঃখের বিবরণ।
দশ বচ্ছর কালেগো বাপের অকাল মরণ॥
বাপ নাই ভাই নাইগো একেলা জননী।
কর্ম্মদোষে হইলা সুনাইগো জনম-দুঃখিনী॥
পারাত নাই পর্রাতবাসীরে একলা থাকে ঘরে।
অভাগী মায়ের দুঃখুগো জবল্যা পুড়্যা মরে॥
বিরক্ষ মইরা গেলে যেমুন গো ঝুইরা পড়ে লতা।
লতা যদি শুক্যা গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা॥
অভাগী মায়ের দুক্ষু গো সুনাই অন্তরে বুঝিল।
চক্ষের জলেতে সুনাইরগো বুক ভিজ্যা গেল॥
অঙ্গেতে বসন নাইগো সুনাইর দুক্ষের নাই সীমা।
দীঘলাটী[৩] আছে সুনাইরগো মায়ের ভাই মামা॥
কারে লইয়া থাকবাম মাওগো একলা শূন্য ঘরে।
তাহেত সুন্দর কন্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে॥

দশ বচ্ছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে।
কন্যার যৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে॥

১ ইরামতী=হীরামতি।
২ গিরের=গৃহের।
৩ দীঘলাটী=দীঘল হাটি (গ্রামের নাম)।

এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়েগো কোন কাম করে।
আশ্রয় মাগিতে গেলগো ভাইয়ের গোচরে॥

(২)

গেরাম ভাড়ুক ঠাকুরগো যজমানি বাউন[১]।
এইখানে কইবাম আমিগো তাহার বিবারণ॥
ঘরে নাই পুত্র কন্যাগো কেবল সুনাইর মামী।
ভাটুক ঠাকুরের বেবসা গো কেবল যজমানি॥
সন্ধ্যাবেলা সুনাইর মাওগো সুনাইরে লইয়া।
আপন ভাইয়ের বাড়ীত দাখিল হইল গিয়া॥
"শুন শুন পরাণের ভাইওরে কি কইবাম তোমারে।
দৈবের দুর্গতি আমারগো কপালের ফেরে॥
কে দেয় সুনাইর বিয়াগো কন্যা হইল বড়।
ভাব্যা চিন্ত্যা আইলাম দাদাগো এইযে তোমার ঘর॥"

পুত্রকন্যা নাই ঠাকুরগো একলা মদন[২]।
সুনাইরে পাইয়া হইলগো সানন্দিত মন॥
মামার বাড়ীত থাকে সুনাইরে মায়ের সঙ্গেতে।
ভাইয়ে বইনে যুক্তি করেগো সুনাইর বিয়া দিতে॥
পরম সুন্দরী সুনাইগো দীঘল মাথার চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইরগো শতেক চম্পার ফুল॥
মামায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা নীলাম্বরী।
জল ভরিতে যায় সুনাইগো কাঙ্কেতে গাগরী॥
নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটল কেওয়া ফুল।
তার গন্ধে উইরা করে ভমরারা রুল[৩]॥
কাঙ্কেতে গাগরী সুনাইরগো পৈরনে নীলাম্বরী।
পন্থেতে মানুষ চাইয়া থাকেগো সুনাইরে না হেরি॥

১ বাউন=বামুন।
২ একলা মদন=স্বাধীন।
৩ ভমরারা রুল=ভ্রমরের রোল।

অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে।
বার বচ্ছরের কন্যাগো পইড়াছে যৈবনে॥
আষাঢ়মাসে দীঘলা পান্সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সুনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে॥
কোথাতনে আইছে কন্যাগো পরম সুন্দরী।
পাড়ায় লোকে কানাকানিগো সোনাইরে না হেরি॥
কাজল মেঘে সাজল হাসিরে বিজুলীর ঝলা।
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাইগো আন্ধাইর ঘর উজালা॥

* * * *
* * * *

(৩)

গাঁথ গাঁথ সুন্দর কন্যালো মালতীর মালা।
ঝইরা পড়ছে সোনার বকুল গো ঐনা গাছের তলা॥
তোমার বিয়ার ঘটক আইছে লো কালুকা বিহানে[১]।
কেমন করে দিব বিয়াগো ভাবে মনে মনে॥
বর্ম্মা যে লেখ্যাছে কলমরে কপালে তোমার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায় দেখে অন্ধকার॥
এইতনা ঘটক ফির‍্যা গেলগো পছন্দ না হয়।
চান্দের সমান কন্যাগো বর যে কালা হয়॥

এই ঘটক ফির‍্যা গেলরে আর ঘটক আইল।
সোনাইর বিয়া দিতে মায়ের গো মন না উঠিল॥
যেমন সুন্দর কইন্যা গো তেমন না আইল বর।
তার মধ্যে থাকব জামাইর বারবাংলার ঘর॥
সোনার কার্ত্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা।
কুলে শীলে বংশে ভালা গো জমিদারের বেটা॥
যতেক সম্বন্ধ আইল গো সোনাইর মায়ে নাই সে বাসে।
এহি মতে আইল ঘটক পরতি মাসে মাসে॥

১ কালুকা বিহানে=গতকাল প্রভাতে।

ইকরের করমর[১] মাকড়ের রে আঁশ।
এইনা বির্ক্ষে সোনার ফুল গো ফুটে বারমাস॥
বার মাসের বার ফুলরে ফুট্যা থাকে ডালে।
এই পন্থে আইসে নাগর পরাত সন্ধ্যাকালে॥
হাতেতে খাগরের শর জুলুংগা লইয়া।
পালা ঢুপি[২] সংগে নাগর আইসে পন্থ দিয়া॥
দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবান॥
ওইনা পন্থ দিয়া নাগর গো আনাগোনা করে।
সোনাইরে দেখিল নাগর অইনা গাংগের ধারে॥

গাংগের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হাইল।
মাধবের সংগে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল॥
"কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাড়ীঘর।
মনের কথা কই বা কারে কে দেয় উত্তর॥
চারি চক্ষু এক অইলরে পরাণ কাইড়া লইল।
কোন্ দৈবে মনের মানুষরে আন্যা দেখাইল॥
কোন্ বা দেশে থাকে ভমরারে কোন্ বাগানে বৈসে।
কোন্ বা ফুলের মধু খাইতেরে ভমরা উইড়া আইসে॥
উইড়া উইড়া আইসে ভমররে ফিরা্যা ফিরা্যা যায়।
কোন্ বা ফুলের মধুর আশায়রে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
ধরতাম যদি পারতাম ভমরারে রাইতের নিশাকালে।
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোপার ফুলে॥
খাইতে দিতাম ফুলের মধু বইতে দিতাম পিড়ি।
শুইতে দিতাম শীতল পাটী সংগে যাইতাম উড়ি॥
পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে॥
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান ভরিয়া।
তোমার সংগে যাইতাম বন্ধুরে দেশান্তরী হইয়া॥

* * * *

১ ইকরের করমর=ইকর গাছের (এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ) কড়মড় শব্দ (বাতাসে)।
২ পালা ঢুপি=পোষা ঘুঘু (বন্য ঘুঘুকে শিকারের সহায়ক)।

"কি কর সুন্দর কন্যাগো একেলা নিরালা।
কার লাগিয়া গাথ কন্যা আইজের পুষ্পমালা॥
কালি দিছলাম পত্রলো ঐ না পদ্মের পাতে।
কোন্ জনে লেখ্যাছে পত্রলো কিবা লেখা তাতে॥"

পত্র পাইয়া কন্যাগো পড়ে সাবধানে।
মাধবে লেখ্যাছে পত্রগো পড়ে মনে মনে॥
একবার দুইবার তিনবার পড়ে।
পত্র না পড়িতে কন্যারগো দুই আঁখি ঝরে॥

পরথমে লেখ্যাছে পত্রেগো মাধব সুন্দর।
"দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর॥
গাঙ্গের পারে হিজল গাছ লো চিড়ল চিড়ল পাতা।
জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কইবাম মনের কথা॥
গাঙ্গের পারে আছে কন্যা কেওয়া পুষ্পের বন।
নিরালা বসিয়া করবাম গো প্রেম আলাপন॥
তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা।
তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা॥
বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী।
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী॥
বাড়ীর আগে ফুল-বাগিচা লাল আর নীলা[১]।
ফুল তুইলা দিবাম কন্যাগো তুমি গাঁইথ্যো মালা॥
বাড়ীর পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্করিণী।
তুমি কন্যা জলে যাইতেগো সঙ্গে যাইবাম আমি॥
ভরিতে না পার কন্যা ভইরা দিবাম কোলে।
তোমারে লইয়া কন্যা সাঁতার দিবাম জলে॥
বাহুতে পরাইয়া দিবাম বাজুবন্ধ তার।
হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার॥
বাপের বাড়ীতে আছেগো জলটুঙ্গীর ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর॥
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা॥
গলায় গাঁথিয়া দিবাম জোনাকীর মালা।
বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতিকলা॥

১ লাল আর নীলা=লাল ও নীল রঙের ফুলবিশিষ্ট।

বাগানের বাছা ফুলে বান্ধ্যা দিবাম চুল।
টোনা ভর্‌য়া তুইলা আনবাম মালতীর ফুল॥
ধন দিবাম দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাণ।
খুসী মনে করলো কন্যা মোরে যৌবন দান॥

উত্তর

"শুনরে পরাণের বন্ধু শুন দিয়া মন।
বিয়া নাই সে হইল মোর পরথম যৈবন॥
মা ও মাতুল মোর আছে আছে তারা ঘরে।
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভালা বরে॥
ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়াবনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান।
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি॥
একেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই॥
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে॥
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথ্যা॥
কইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা।
কতদিনে পুরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা॥
কতদিনে তোমার সঙ্গে হইব মিলন।
দূরের পানে চাইয়া কন্যা লিখিল লিখন॥"
চন্দন ফুলের মালা তার পত্রখানি।
দূতীর অঞ্চলে বান্ধ্যা কন্যা দিল যে মেলানি[১]॥
পত্র না লইয়া সল্লা হইল বিদায়।
পরথম যৈবন লইয়া কন্যা করে হায় হায়॥

১ মেলানি=ভেট।

দারুণ দুর্জন্যা বাঘরারে কোন কাম করে।
খবর কইল গিয়া ভাবনার গোচরে॥
বইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলার ঘরে।
এমন সময় বাঘরা গিয়া জানাইল তারে॥
"পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী।
ভাটুক বামুনের কন্যা যেমন হুর[১] পরী॥
বার বচ্ছরের কন্যা তেরতে উতরে।
এমন সুন্দর কন্যা নাই কার ঘরে॥
বিয়া না হইয়াছে কন্যার বিয়ার বাকি আছে।
তুমি যদি কর সাদি আন্যা দিবাম পাছে॥"
কথা শুন্যা দেওয়ান ভাবনা কোন্ কাম করিল।
বাঘরারে মাপিয়া কাঠায় যত ধন দিল॥

* * *

* * *

"শুন শুন ভাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে।
এক যে সুন্দরী কন্যা আছে তোমার ঘরে॥
জল বাইছেতে দেওয়ান ভাবনা দেখ্যাছে তাহারে।
সেই দিন হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগল হইয়া ঘুরে॥
তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেওগো সাদী।
ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইবে বাঁদী॥
বাড়ীর আগে দিয়া দিব চৌকোণ পুষ্কণী।
সানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটের সিঁড়ি খানি॥
বাউন্ন[২] পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ।
দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ॥"

একেত ভাটুক ঠাকুর যজমান্যা বামুন।
সেইত আবার পাইল জমির লোভন॥
সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্জন্যা বাঘরায়।
জাতি মাইরা বিয়া দিব মনেতে গুছায়॥
মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়।
কানাকানি হানাহানি শব্দে শুনা যায়॥

১ হুর=পরী।
২ বাউন্ন=বাহান্ন।

"শুন শুন সল্লা দূতী কহিরে তোমারে।
পত্র লইয়া যাও তুমি বন্ধুর গোচরে॥
আজি সন্ধ্যাকালে দূতী মোরে লইয়া যায়।
সন্ধ্যার তারা নিব্যা গেলে না দেখি উপায়॥
দুর্জন দুস্মন মামা দুষমনি করিয়া।
দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আজি বিয়া॥
এই কথা বাহিয়া আইস বন্ধুর গোচরে।
সন্ধ্যাবেলা এথা হইতে লইয়া যায় মোরে॥"

পত্র লইয়া দূতী তরিত করিল গমন।
মাধবের নগরে গিয়া দিল দরশন॥
পত্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়া।
আর বার ফিরে দূতী কিবা পত্র লইয়া॥

"কালি যে দেখ্যাছি আমি অতি দুঃস্বপন।
জলের ঘাটে যাইতে দূতী নাহি চলে মন॥
বাঁও আঁখি ঝরে মোর তরাসে কাঁপে বুক।
আজি কেন ঘন ঘন শুকাইছে মুখ॥
খাল্যা[১] কলসী কাখে তুলিতে না পারি।
কিবা জানি হইল মোরে কহ শীঘ্র করি॥
যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাও।
শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও॥
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ।
হাঁচি টিক্‌টিকি আর যত অলক্ষণ॥
জলে না যাইবাম আমি থাকি মায়ের কাছে।
কি জানি কপালে মোর কত দুঃখু আছে॥"

"শুন শুন দূতী আরে শুন কই তোমারে।
জলের ঘাটে না গেলে না পাইবাম প্রাণ বন্ধুরে॥
কি জানি পরাণের বন্ধু যাইব চলিয়া।
আর না পরাণের বন্ধু আসিব ফিরিয়া॥"

এই না ভাবিয়া কন্যা যা থাকে কপালে।
খাল্যা কলসী কন্যা তুলিল কাঁকালে॥

১ খাল্যা=খালি।

আগে যায় সল্লা দুতী পাছেতে সোনাই।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা সভারে জানাই ॥
বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে।
সোনাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চরে ॥

"কইও কইও কইও দুতী কইও মায়ের আগে।
আমারে যে লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার চরে ॥
(ভাবনায় লইয়া যায়রে।)
"কইও কইও কইও দুতী কইও মামীর আগে।
আমার কাঁখের কলসী গইড়া (রৈলা) অইনা নদীর ঘাটে ॥
(ভাবনায় লইয়া যায়রে ॥)
"কইও কইও কইও দুতী দুস্মন মামার ঠায়।
বাউন্ন পুরা জমি লইয়া সুখে বস্যা খায় ॥
কইও কইও কইও দুতী প্রাণ-বন্ধুর আগে।
বন্ধুরে জানাইও সুনাইরে খাইছে ভাবনা-বাঘে ॥
সাক্ষী হইয়ো চান্দ-সুরুয দিবস-রজনী।
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী ॥
উইড়া যাওরে বনের পংখী নজর বহু দূরে।
বন্দেরে[1] কহিয়ো সুনাই লইয়া গেছে চোরে ॥
গাঙ্গের পারের হিজল গাছ শুন আমার কথা।
প্রাণ-বন্ধুরে লাগাল পাইলে কইও যত কথা ॥
গাঙ্গের পারে কেওয়া ফুল ফুট্যা রইছে ডালে।
দুক্ষের কথা কইও মোর বন্ধুর লাগাল পাইলে ॥
সাক্ষী হইয়ো নদী নালা আর পশুপংখী।
অভাগী সুনাইরে দিল কাল বিধাতা ফাঁকি ॥
সত্যযুগের বায়ু সাক্ষী আরত সাক্ষী নাই।
বন্ধুর আগে কইও তোমার মইরাছে সুনাই ॥
কি করিলাম দুক্ষের কপাল কেন বা আইলাম জলে।
সেই কারণে যজ্ঞের ঘিরত খাইল চণ্ডালে ॥
আগে যদি জানতাম দুক্ষুরে এই ছিল কপালে।
কাঙ্খের কলসী গলাত বান্ধ্যা ডুব্যা মরতাম জলে ॥"
(ভাবনায় লইয়া যায়রে।)
"আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেরে।
না জানি পরাণের বন্ধু পড়িল কি ফেরে ॥

১ বন্দেরে=বন্ধুকে

না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে।
না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে॥
বিষন নদীর ঢেউরে অলছতলছ[১] পানি।
কি জানি পন্থেতে বন্ধুর ডুবছে নাও খানি॥
উইড়া যাওরে বনের পাংখী খবর দিও তারে।
তোমার সুনাই লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার ঘরে॥
(ভাবনায় লইয়া যায়রে।)
সুন্দর দেখিয়া ভাবনায় লইয়া যায়রে।
লইয়া যায় লইয়া যায় লইয়া যায়রে॥"

"কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও।
কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও॥
কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পান্সীতে বসিয়া।"
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া॥
মাধবের ডাক যখন সুনাই শুনিল।
ডাক ছারিয়া কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল॥
জলের উপর হইল রণ নিশির আমলে[২]।
কোথা রইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে জলে॥

(৬)

কিসের বাদ্য বাজে আজি নগরে নগরে।
আইল আনন্দে গেরাম খানি তোলপাড় করে॥
তুল্যা আন বনের ফুল আঞ্চল ভরিয়া।
মাধবের সাথে আইজ সুনাইর বিয়া॥
পুরবাসী নারী দেয় মঙ্গল জুকার।
বাসর সাজাইতে কেউ গাঁথে পুষ্পহার॥
জল ভরে পুরবাসী নদীর ঘাটে গিয়া।
সুনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়া॥

(৭)

"কি কর মাধব তুমি গিরেতে বসিয়া।
তোমার বাপে দেওয়ান ভাবনায় নিয়াছে বান্ধিয়া॥

১ অলছতলছ=উচ্ছল। ২ নিশির আমলে=রাত্রিকালে।

এই কথা শুনিয়া মাধব কোন কাম করে।
ভাওল্যা[১] সাজাইয়া গেল দেওয়ান ভাবনার ঘরে॥
একেলা ঘরেতে সুনাই কেবল সঙ্গে দাসী।
এইখানে শুনিয়ো সুনাইর বারমাসী॥

আষাঢ় মাসেতে নদীর কূলে কূলে পানি।
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পান্সী খানি॥
একেলা ঘরেতে রইল সুনাই যুবতী।
সুনাই কান্দিয়া কয় শুন সল্যা দূতী॥

(৮)

আষাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে।
কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধু রইলা বৈদেশে॥
শায়ন মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা॥
ভাদ্র মাসেতে দূতী গাছে পাকন তাল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দূতীরে (সুনাইর) গেল যৈবন কাল॥
আশ্বিন মাসেতে দূতী দুর্গাপূজা দেশে।
না আইল প্রাণের বন্ধু দুর্গামায় পূজিতে॥
কার্ত্তিক মাসেতে দূতী শুকায় নদীর পানি।
আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি॥
আইলনারে পরাণের বন্ধু কার্ত্তিক মাস যায়।
বাইরে কান্দে দাস দাসী ঘরে কান্দে মায়॥
আঘন মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা।
পরাণ-বন্ধু বৈদেশে রইল না মিটিল আশা॥
পৌষ মাসে পোষা আন্ধি অঙ্গকাপে শীতে।
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে॥
পৌষ গেল মাঘরে গেল ফাল্গুন আইল।
বসন্তে যৌবন-জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল॥
কি বুঝিবা আরে দূতী কাল বসন্তের জ্বালা।
যার ঘরেতে নাই সে পতি যৈবতী একেলা॥

১ ভাওল্যা=ভাওয়ালিয়া (এক ধরনের বড় শখের নৌকা)।

চৈত মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালী।
দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী॥
চৈত মাস যায় দূতী বচ্ছর হইল শেষ।
একদিন না বান্ধিলাম আভাগীর চিকন কেশ॥
একদিন বাগিচায় ফুল না লইলাম তুলিয়া।
মধুর যৌবন গত হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
গায়েতে পড়িল.........যৌবন হইল কালি।
কোন কুঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম।
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্যৈষ্ঠমাস্যা ঘাম॥
তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী।
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী॥

(৯)

সুনাইর শ্বশুর দেশে আইল ফিরিয়া।
বধূর কাছে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া॥
"তুমিত প্রাণের বধূ কহিযে তোমারে।
এক পুত্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে॥
সেও পুত্র হারা হইলাম কপালের দোষে।
তোমার লাগ্যা দেওয়ান ভাবনা মোরে অপযশে॥
আমারে বান্ধিয়া নিল ভাবনার সহরে।
মাধবে পাইয়া দেওয়ান ছাইরা দিল মোরে॥
শুন বধূ তুমি যদি কিরপা নাইসে কর।
অকালেতে পুত্র আমার যাইব যম ঘর॥
দুরন্ত দুর্জন ভাবনা পরতিজ্ঞা যে করে।
তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাধবেরে॥
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে নাই।
তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই॥"

এই কথা শুনিয়া সুনাইর চউখে আইসে পানি।
আউল কেশ বান্ধ্যা কন্যা মুছে চউখের পানি॥
ভাওয়ালিয়া সাজাইতে কইল আপন শ্বশুরে।
পতি উদ্ধারিতে কন্যা যায় ভাবনার সরে[১]॥

১ সরে=শহরে।

সঙ্গে লইল জড়ের[1] লাড়ু কটরায় ভরিয়া।
দেওয়ান ভাবনার সরে কন্যা দাখিল হইল গিয়া॥
খবর পাইয়া দেওয়ান ভাবনা কোন কাম করে।
সুনাইরে দেখিতে আইল ভাওল্যার উপরে॥
সুনাইরে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান।
দেখিতে যৈবতী কন্যা পূর্ণিমার চান॥

"শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কহিযে তোমারে।
প্রাণের বন্ধু বন্দী কইরা রাখছ তোমার ঘরে॥
আমি যে আইছিগো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে।
এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে॥
শুন শুন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার কিরা।
না কয় যেন আমার কথা যতেক খবইরা[2]॥
আমার বন্ধুরে আগে করিবা খালাস।
তবে সে মিটাইবাম আমি তোমার মনের আশ॥"

বন্দী খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর।
হাতে পায়ে আছে তার লোহার শিকল॥
যেই ভাওয়ালিয়া লইয়া সুনাই আসিল।
সেই ভাওয়ালিয়ায় দেওয়ান মাধবেরে দিল॥
মুক্তি পাইয়া মাধব আরে যায় নিজ দেশে।
সুনাইর কি হইল দশা শুন অবশেষে॥

নিশি রাইত মেঘে আন্ধা[3] আসমানে নাই তারা।
বারবাংলার ঘরে সুনাই চৌদিকে পাহাড়া।
মায়ের পায়ে করে সুনাই কোটি নমস্কার।
উদ্দিশে বিদায় মাগে করি হাহাকার॥
তার পরে স্মরিল কন্যা মাধবের মুখ।
আন্ধাইরে পাইল কন্যা মনে বড় সুখ॥
সোয়ামির পদে জানায় শতেক ভকতি।
তার পরে স্মরে কন্যা দুর্গা ভগবতী॥

১ জড়ের=বিষের।
২ খবইরা=সংবাদদাতা।
৩ আন্ধা=অন্ধকার।

আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী।
বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী॥
শিশুকালে বাপ মইল এতেক নাইরে মনে।
সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে॥
নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে।
আইসা দেখে পইড়া সুনাই পালঙ্ক উপরে॥
বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কালা।
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরলের জ্বালা॥

না দেখিল অভাগী মাওরে আপন বন্ধুজনে।
কোথায় রইল প্রাণের বন্ধু আইজ এই নিদানে॥
কোথায় রইল শাউরী[১] কোথায় সল্যাদুতী।
নিদান কালে কাছে নাইসে রইল প্রাণের পতি॥
দুর্জন দুষমন ভাবনার আশা না পুরিল।
প্রাণ বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল॥

—o—

১ শাউরী=শাশুড়ি।

দস্যু কেনারামের পালা

বন্দনা

(১)

স্বপ্ন-দর্শন ও দেবী-পূজা

জালিয়া বন্দের[১] পারে বাকুলিয়া গ্রাম।
তার মধ্যে বাস করে দ্বিজ খেলারাম॥
তিনকাল গেলরে তার অপুত্রক হৈয়া।
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর[২] বলিয়া॥
ঘরে বৈসে যশোধারা কান্দে খেলারাম।
কি পাপ কইরাছি তাইতে বিধি হৈলা বাম॥
মনেতে করছিলা যদি করবা আটকুড়িয়া।
কেন দিছিলা জন্ম আর কেন হইল বিয়া॥
ভাত নাই সে খাইব আর না ছুঁইব পানি।
দুয়ার বান্ধিয়া ঘরে ত্যজিব পরাণী॥
অনাহারে মরব আর নাহি সহে দুঃখ।
আর না দেখিব উঠিয়া পাড়াপড়শির মুখ॥
আর না দেখিব সূর্য্য না জ্বালাইব বাতি।
আন্ধাইরে পড়িয়া মোরা কাটাইবাম দিবারাতি॥

এহি মত এক দিন দুই দিন গেল।
তিন না দিনের কালে কোন কার্য্য হৈল॥
রাত্তি না নিশার কালে ঘোমে অচেতন।
যশোধারা দেখিল এক অপূর্ব্ব স্বপন॥
দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান।
চতুর্ভূজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্ত্তিমান॥

১ জালিয়া বন্দের=জালিয়ার হাওর।
২ আটখুর=নিঃসন্তান।

দেবী আগমনে ঘর হইল উজালা।
সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সর্বরিকলা॥
অষ্ট নাগ অঙ্গে তার হেলায় দুলায়।
পদ্মের উপরে বৈসা ধীরে ধীরে কয়॥

"শুন ওগো যশোধারা চাও ফিরে মুখ।
শুনলো কেমনে তোমার যাইবে মনের দুঃখ॥
হইবেলো পুত্র তোমার আরে চিন্তা নাইসে কর।
ভক্তিযুত হইয়ালো তুমি মোর পূজা কর॥
আষাঢ়-সংক্রান্তি দিনেলো শুন দিয়া মন।
উপাস থাকিয়া করলো ঘট-সংস্থাপন॥
মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধূপ-বাতি।
স্মরণে রাখিও মোরে প্রতি দিবারাতি॥
এহি মতে এক মাস করিয়া পালন।
শ্রাবণ-সংক্রান্তি দিনে করহ পূজন॥"
এতেক বলিয়া দেব হইলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিয়াত যশোধারা চারিদিকে চান॥
আচম্বিত[১] হৈয়া পরে কয় পতির স্থানে।
পূর্ব্বাপর যত কিছু দেখিলা স্বপনে॥
খেলারাম কয় যদি পাই পুত্র ধন।
লও মোরা করি তবে দেবীর পূজন॥"
আষাঢ়-সংক্রান্তিতে ঘট করিয়া স্থাপন।
দেবীর আদেশ করি মাসেক পালন॥
সংক্রান্তি দিবসে করে পূজা আয়োজন।
ইষ্ট কুটুম্ব জনে করে নিমন্ত্রণ॥
যোড়া পাঁঠা দিয়া বলি পূজা যে করিয়া।
নির্ম্মাল্য ধরিল শিরে ভক্তিযুথ হইয়া॥

(২)

কেনারামের জন্ম ও নানা কষ্ট

তার পরে যশোধারা শুন দিয়া মন।
মাসেকের মধ্যে হৈল গর্ভের লক্ষণ॥

১ আচম্বিত=আশ্চর্য।

সুগোল সুন্দর তনুখানা লাবণি জড়িত।
সর্ব্ব অঙ্গ দিনে দিনে হইল পূরিত॥
অজীর্ণ অরুচী আর মাথাঘোরা আদি।
আলস্য জড়তা হৈল আছে যত ব্যাধি॥
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা মাথা তুলিতে না পারে।
আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি করে॥
রুচী হৈল চুকা[১] আর ছিকর[২] মাটিতে।
বিছানা ছাড়িয়া শুয়ে কেবল ভূমিতে॥
এহি মতে দশ মাস দশ দিন গেল।
পরেত গর্ভেত এক ছাওয়াল জন্মিল॥

চন্দ্রাবতী কয় শুনগো অপুত্রার ঘরে।
সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে॥

মায়ের অঞ্চলের নিধিগো মায়ের পরাণী।
দিন দিন বাড়ে যেমন চাঁদের লাবণী॥
ছয় না মাসের শিশুগো হইল যখন।
মহা আয়োজনে করে অন্ন পরশন॥
বাছিয়া রাখিল মায়ে গো শুন কিবা নাম।
দেবীর পূজার কিনা[৩] তাই "কেনারাম॥"

হায়রে দারুণ বিধি কি লিখিলা ভালে।
মরিলা জননী হায়রে সাত মাসের কালে॥

কোলেতে লইয়া পুত্র কান্দে খেলারাম।
"কি হেতু হৈলা মোর প্রতি বাম॥
মাও ভিন্ন কেবা জানেরে পুত্রের বেদন।
যাহার স্তনেতে হয় শরীর পালন॥
সেই মায়েরে নিলা কারি কিসের কারণে।
কি মতে বাঁচাইয়া পুত্র রাখিব জীবনে॥
অপুত্রা ছিলামগো মোরা সেই ছিল ভাল।
ভুলাইয়া মায়ায় পরে কেন দেও শেল॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম।
পুত্র কোলে উপনীত দেবপুর গ্রাম॥

১ চুকা=অম্ল দ্রব্য।
২ ছিকর=শিকড়।
৩ কিনা=কেনা।

সেহিত গ্রামেতে হয় মাতুল আলয়।
মামার বাড়ীতে কেনা কিছুদিন রয়॥

দুগ্ধ দিয়া মামী তার পালয়ে কুমারে।
দিনে দিনে বাড়েগো শিশু দেবতার বরে॥
এক না বছরের শিশু হইল যখন।
খেলারাম গেল তীর্থ করিতে ভ্রমণ॥
এক দুই করি পার তিন বছর গেল।
খেলারাম ফিরিয়া আর ঘরে না আসিল॥

এমত সময়ে পরে শুন সভাজন।
আকাল হইলোগো অনাবৃষ্টির কারণ॥
একমুষ্টি ধান্য নাহি গৃহস্থের ঘরে।
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে॥
আগেত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন।
তাহার পরে গাছের পাতা করিল ভক্ষণ॥
পরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলান।
ক্ষুধায় কাতর হইল যত লোকজন॥
গরুবাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালিধান[1]।
স্ত্রীপুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমান॥
পরমাদ ভাবিল মাতুল কেমনে বাচে প্রাণ।
কেনারামে বেচল লইয়া পাঁচ কাঠা ধান॥

(৩)

দস্যুদলে প্রবেশ

হালুয়া কিনিয়া পরে গো লইয়া কেনারামে।
হরষ অন্তরে গেলা আপন মোকামে॥
হালুয়ার সাত পুত্র গো ডাকাইতের সর্দার।
ডাকাতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তর॥
গারুয়া পাহাড়[2] হৈতে দক্ষিণ সাগর।
ঘরবাড়ী নাহি কেবল নল খাগড়ার গড়॥
বনেতে লুকাইয়া যত ডাকাতিয়াগণ।
পথিক ধরিয়া মারে ধনের কারণ॥

১ হালিধান=বীজধান। ২ গারুয়া পাহাড়=গারো পাহাড়।

টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুঁতিয়া।
ডাকাতে কাড়িয়া লয় গামছা মুড়া দিয়া॥
ডাকাতে দেশের রাজা বাদশায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজীর শাসনে॥
হালুয়ার পুত্রগণ ডাকাত এমন।
আদেখা থাকিয়া বনে করয়ে ভ্রমণ॥
পথিক পাইলে পরেগো সকলে ধরিয়া।
তিন খণ্ড করে আগে খান্ডার[১] বাড়ী দিয়া॥
পয়সা কড়ি যাহা পায় সকলি লইয়া।
খাগড়া বনেতে পরে রাখে লুকাইয়া॥
ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন।
তবু না ছাড়য়ে পাপ অভ্যাস কারণ॥

থাকিয়াত কেনারাম তাদের সহিত।
অল্পেতে হইল এক মস্ত ডাকাত॥
হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বতপ্রমাণ।
রাবণের মত হইল অতি বলবান॥
শিশুকাল হৈতে সে না জানে দেবতায়।
ভালমন্দ ভেদ নাই তার সীমানায়॥
পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম।
স্ত্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম॥
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন।
হরষ অন্তরে মারে ধনের কারণ॥
বাঘ যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খেলিয়া।
এহি মতে মারে দুষ্ট মানুষ ধরিয়া॥
লইয়া পরের ধন লুকায় বনের মাঝে।
মাটীতে পুঁতিয়া রাখে না লাগায় কাজে॥
দলবল সঙ্গে কেনা বনে বনে ঘুরে।
জঙ্গলে পড়িয়া থাকে নাহি যায় ঘরে॥
বাতানে মহিষ আর পালে যত গাই।
কত যে চরিত তার লেখাজুখা নাই॥

১ খান্ডার=খাঁড়ার।

পরাণ ভরিয়া কেনা করে দুগ্ধ পান।
তাইতে হইল দুষ্ট এত বলীয়ান॥
পথের পথিকের যদি ক্ষুধাতৃষ্ণা পায়।
পরাণ ভরিয়া সবে গাইয়ের দুধ খায়॥

হইল ডাকাত কেনা দুর্দান্ত এমন।
তাহার তরাসে কাঁপে নল খাগরা বন॥
সুশৃঙ্গ হইতে সেই জালিয়া হাওর।
ঘুরিয়া বেড়ায় কেনারাম নিরন্তর॥
নৌকা বহিয়া সাধু ভাটী গাঙ্গে যায়।
ধনরত্ন কাড়ি লইয়া সায়রে ডুবায়॥
কত পুত্র হারাইয়া কান্দেত জননী।
ঘরেতে থাকিয়া তবু স্থির নহে প্রাণী॥
এক ডাকে চিনে তারে দস্যু কেনারাম।
উজান ভাটীয়াল জুড়িয়া হইল বদ্‌নাম॥
যে পড়ে তাহার হাতে নাহি ফিরে দেশে।
মা বাপে দেখল না হায় মরিলা বৈদেশে॥
কেনার নামেতে সবে ভয়ে কম্পমান।
তাহার ভয়েতে কেউ না যান দূরস্থান॥
সন্ধ্যাকালে কেউ না হয় ঘরের বাহির।
আন্ধাইরে করয়ে বাস ভয়েতে অস্থির॥

(৪)

বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ

জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভুবন।
দিনেকের পথ জুড়ি নল খাগড় বন॥
ভাসান গাইতে পিতা যান দেশান্তরে।
পথে পাইয়া কেনারাম আগুলিল তারে॥

খোল বাজে করতাল বাজে বাজে একতারা।
পিতার সহিতে গায় শিষ্য সঙ্গে যারা॥
শ্রী অঙ্গেতে নামাবলী সন্ন্যাসীর বেশ।
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ॥

ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়।
আগে আগে যান পিতা পাছে শিষ্যচয়॥
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গলা ধরে।
কেহ বা অশ্রুতে ভাসি পড়ে ধরা পরে॥
না জানে কোথায় তারা গান গাইয়া যায়।
কোথায় আইল নাহি চক্ষু তুলে চায়॥

গাইতে গাইতে আইলা জালিয়া হাওরে।
চারিদিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে॥
মানুষের নাই নামগন্ধ অষ্টপ্রহর জুড়ি।
নল আর খাগরে সব রহিয়াছে বেড়ি॥

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয় কালী' নাম।
সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম॥
পাছু হইয়া খাড়া রয় দস্যুগণ যত।
কমরবান্ধা মালকোচা খাণ্ডা লইয়া হাত॥
পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ॥
আগুলিয়া কেনারাম জিজ্ঞাসে পিতারে।
"কেমন ঠাকুর তুমি চেন কি আমরারে॥"

হাসিয়া কহেন পিতা ডাকাইতের স্থানে।
"পাপেরে দেখিয়া বল কেবা নাহি চিনে॥"

"দেহ যাহা আছে" দস্যু কহে উচ্চৈস্বরে।
ঝুলি ঝাড়িয়া পিতা দেখান সবারে॥
"কয় খানা ছেড়া বস্ত্র আছে সঙ্গে মোর।
এ সব লইয়া বল লভ্য কিবা তোর॥"

কেনা কহে "গান গাইয়া ফির বাড়ী বাড়ী।
তাতেও কি নাহি জুটে কিছু পয়সা-কড়ি॥"

"গাহানা শুনিয়া পয়সা দিবে কোন জন।
এমন মনুষ্য নাহি দেখি এই বন॥
দেবতার লীলা গাই দুয়ারে দুয়ারে।
গান গাইয়া পাপীর মন চাই গলাবারে॥"

"পাই বা না পাই কিছু ইতে[১] নাহি দুখ।
মানুষ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ॥"
হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক বলিয়া।
খাণ্ডা তুলিয়া লইল 'জয় কালী' বলিয়া॥

ঠাকুর বলেন "দস্যু নরহত্যা পাপ।
নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ॥
বিধাতার কাছে তোমার হইবে বিচার।
যাচিয়া নরক-ভোগ কর পরিহার॥
মানুষ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন।
টাকাকড়ি এ সকল নহে কোন ধন॥
মনসাচরণ দেখ সর্ব্বধনসার।
সে ধন পাইলে হবে ভবনদী পার॥"

হাসিয়া হাসিয়া তবে কহে দস্যুপতি।
"সাত পাচে ভুলাইতে চাহ অল্পমতি॥
মানুষ মারিয়া মোর গেল তিনকাল।
শুনিব তোমার কাছে ধর্ম্মের আলাপ॥
মানুষে মারিয়া মোর মনে নাহি দুখ।
যত মারি তত যেন পাই মনের সুখ॥
পাপপুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব।
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম্ম না শিখিব॥"

ঠাকুর কহেন "দস্যু কিবা তোমার নাম।"
দস্যু কহে "চিনিলে না আমি কেনারাম॥"
যার নাম শুনি লোক কাঁপে থরথরি।
শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরঝরি॥
শুনিয়া কেনার নাম কাঁপে শিষ্যগণ।
অটল অচল পিতা হাসিমুখে কন॥

"গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ঘুরি।
দুঃখ মোর নাই তোমার হাতে মরি॥
তোমার পাপের বোঝা ভারি হইল বড়।
পরপারে বইয়া নিতে হইবে কাতর॥

১ ইতে=ইহাতে।

৫

সঙ্গেতে না যাবে কেউ একা যেতে হবে।
কি কার্য্য করিতে কেনা আসিলে এ ভবে॥
দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত।
উড়িয়া যাইবে যখন তেউর[১] পক্ষীর মত॥
যাইতে দেখিবে পথে ঘোর অন্ধকার।
পাষাণে ভাঙ্গিয়া মাথা করবে হায় হায়॥"
ঠাকুর বলেন "কেনা, কি কাম করিলে।
অন্তিমে সম্বল কিছু সঙ্গে না লইলে॥"
চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্ম্মের কাহিনী।
পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি॥

কেনা কহে "ঠাকুর মোরে দেখিলা নয়নে।
আমারে যে না ডরায় নাহি এ ভুবনে॥
ভয় নাই সে কর তুমি কে হও ঠাকুর।
খাণ্ডায় তোমায় পাঠাইব যমের পুর॥
এহিত আমার খাণ্ডা অতি খরশাণ।
এক কুবেতে[২] তোমার লইবাম প্রাণ॥"
ঠাকুর কহিলা "আমি দরিদ্র বামন।
আমার নামেতে তোমার কোন প্রয়োজন॥"

কেনা কয় "শীঘ্র করি নাম নাহি বল।
সময় করিয়া নষ্ট আছে কিবা ফল॥"

ঠাকুর কহিলা "মোর দ্বিজবংশী নাম।"
শুনিয়া চমকিয়া উঠে দস্যু কেনারাম॥

"তুমি ঠাকুর দ্বিজবংশী যার নাম শনি।
পাগলা ভাটীয়াল নদী বহে যে উজানি॥
পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গানে।
সেই দ্বিজবংশী তুমি খাগরের বনে॥
পশুপক্ষী উড়িয়া আসে যার গান শুনিয়া।
ভুজঙ্গ চলিয়া যায় শির নোয়াইয়া॥"

১ তেউর=চড়াই পাখি।
২ কুবেতে=কোপেতে।

কহেন ঠাকুর শুনি এতেক বচন।
"আমার গানেতে গলে কঠিন পাষাণ॥
পাষাণ গলাইতে আমি পারি শতবার।
কিন্তু মানষের মন গলাইতে ভার॥
বনের পশুপক্ষী মোগ্ধ আমার গান শুনি।
না পারিলাম গলাইতে মানুষের প্রাণী॥
লোহের বাড়াই দেখ মানুষের প্রাণ।
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাষাণ॥"

এতেক শুনিয়া কেনা নীরব হইলা।
কেনারে ডাকিয়া পিতা কহিতে লাগিলা॥
"লইয়া পরের ধন কোন কর্ম্ম কর।
পাপেতে মজিয়া কেন ভরা বুঝাই কর॥
এ ভরা ডুবিবে তোমার মাইঝ গাঙ্গের জলে।
বন্ধু না খারাইবে[১] কেউ তোমায় ধইরা তুলে॥
এ ধন লইয়া তুমি কোন কর্ম্ম কর।
ধনের লাগিয়া কেন পাগল হইয়া মর॥
দারাপুত্র কেউ নয় তোমার পাপের ভাগী।
পাপেতে মজিয়া হইলে ধর্ম্মেতে বিরাগী॥"

কেনা বলে "দারাপুত্র কিছু মোর নাই।
মানুষ মারিয়া আমি বড় সুখ পাই॥
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকায় নাহি কাম।
মানুষ মারিয়া মোর হইল সুনাম॥"

ঠাকুর বলেন "কেনা, এই ধন লইয়া।
কোথায় রাখিছ তুমি বল ভারাইয়া[২]॥
কারে দেও টাকাকড়ি কেন হেন কর।
ধরম ছাড়িয়া কেন পাপ কইরা মর॥
দরিদ্রে বিলাও কিম্বা নিজে ভোগ কর।"
কেনারাম কহে "ঠাকুর, মনে হইল দর[৩]॥
দরিদ্রেরে করি যদি এই ধন দান।
ধনলোভে হবে সেই আমার সমান॥

১ খারাইবে=খাড়া হইবে। ২ ভারাইয়া=লুকাইয়া। ৩ দর=দড়।

ধনলোভে মত্ত হইয়া করিবে কুকাজ।
হাজার কলঙ্কে তার নাহি হবে লাজ॥
পড়িলে একটী বার লোভের বিপাকে।
মানুষ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাহি থাকে॥
যত ধন করিয়াছি ডাকাইতি করিয়া।
ফুরাইতে না পারিবে সাত পুরুষ খাইয়া॥
তবুও প্রাণের টান দস্যু বৃত্তি করি।
বৈসা না খাইতে পারি দণ্ড দুই চারি॥"

ঠাকুর কহেন "তবে ধনরত্ন লইয়া।
কোন কার্য্য কর তুমি ডাকাতি করিয়া॥"
"না দেখে মানুষ জন বনের পশুপাখী।
যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি॥"

"কার ধন কার কাছে রাখ লুকাইয়া।"
অবাক্যি[1] হইলা ঠাকুর একথা শুনিয়া॥

কেনা কহে "এ ধন সকলি মাটীর।
মাটীতে লুকাইয়া রাখি যুক্তি করি স্থির॥
মাটীতে মিশিয়া ধন যাউক মাটী হইয়া।
মানুষ যে নাহি পায় সে ধন খুজিয়া॥
ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাকাকড়ি।
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী॥"

ঠাকুর কহেন "বল কি লাভ তাহায়।
ধন লইয়া কোন জন মাটীতে লুকায়॥
ভোগ নাহি কর ধন রাখ লুকাইয়া।
এ ধনে কি ফল আছে অর্জন করিয়া॥"

কেনারাম বলে "ঠাকুর ভোগের লাগিয়া।
ধন নাহি লই আমি পথিকে ভারাইয়া॥
দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে।
ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে॥

১ অবাক্যি=অবাক্।

থাকিয়া ভাণ্ডারের ধন ভাণ্ডারেতে ক্ষয়।
এ ধনেতে সংসারের কোন কার্য্য হয়॥
কথায় কথায় ঠাকুর অনেকক্ষণ গেল।
বেলা ফুরাইয়া দেখ সন্ধ্যা যে হইল॥"
খাণ্ডা তুলিয়া ধরে কেনারাম কয়।
"শীঘ্র করি মারি সবে দেরী নাহি সয়॥"

(৫)

ভাসান সংগীত

ঠাকুর কহেন তবে শুন কেনারাম।
"এইখানে গাইব আমি জন্মের শেষ গান॥"
দুই চক্ষে অশ্রু বহে মনসা স্মরিয়া।
"জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া॥
তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধার।
গান শেষে কর তুমি কার্য্য আপনার॥"

কি জানি ভাবিয়া কেনা কয় ঠাকুরের স্থানে।
"গাও খাণ্ডা পুনঃ নাহি ধরি যতক্ষণে॥"
আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশুপাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি॥
উড়িয়া যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে।
মনসা ভাসান গায় অজনার সুতে॥
বিস্তার প্রান্তরে কেনা দূর্ব্বার বিছানে।
গাহান[১] শুনিতে বসল দলবল সনে॥
প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্মহারা।
কথায় কথায় চক্ষে বহে অশ্রুধারা॥
গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে।[৮]
সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে॥
গাহিতে গাহিতে পরে সন্ধ্যা গুজরিল।
কেনার হুকুমে গান চলিতে লাগিল॥

১ গাহান=গান। ২ পশরে=প্রভায়।

কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল।
আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জ্বালিল॥
মশালের তেজে হইল বন যে উজালা।
সূর্য্যের পশরে[২] যেমন দিন হইল আলা॥[৩]

মনসা-মঙ্গল

বন্দনা

জয় বন্দ ভবানি ভবদুঃখ-বিনাশিনী
সিংহবাহিনী মহামায়া।
কার্ত্তিক-গণের মাতা হিমগিরিরাজ-সুতা
ঈশ্বরঘরণী অর্দ্ধকায়া॥
মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা ত্রিনয়নী
পূর্ণচন্দ্রমুখ মনোহার।
শিরে রত্নমুকুট পিঙ্গল জটাজুট
অর্দ্ধ-ইন্দুভূষিত শিখর॥
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা বর পীনোন্নত পয়োধর
প্রথম যৌবন কলেবর।
অতসী কুসুম আভা নানা রত্ন মণি শোভা
সিত শ্বেত সুরঙ্গ অধর॥
খর্গ চক্র ধনুর্ব্বাণ হাতে খাণ্ডা খরশান
বজ্রাঙ্কুশ ঘণ্টা যে কুঠার।
পূর্ণ অস্ত্র দশভুজে অদ্ভুত বনমাঝে
বিরাজিত সর্ব্ব অলঙ্কার॥
দক্ষিণ-চরণমূল রক্তপদ্ম সমতুল
সমলগ্নে সিংহ আরোহণ।
কিঞ্চিদূর্দ্ধে বামাঙ্গুষ্ঠে লাগিছে মহিষপৃষ্ঠে
দ্বিজ বংশীদাসের রচন॥

প্রথমে বন্দিনু দেব অনাদি চরণ।
দ্বিতীয় বন্দিনু ব্রহ্মা পরম কারণ॥

৩ ইহার পর যে 'মনসামঙ্গল'টি আছে, তাহা প্রধানত বংশীদাসের রচনা হইলেও স্থানে স্থানে অন্য কবির ভনিতা মিলে।

তৃতীয়ে বন্দিনু বিষ্ণু জগতের পতি।
তার দুই ভার্য্যা বন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী॥
চতুর্থে বন্দিনু শিব গণেশ সহিতে।
অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরী শোভে গঙ্গা শোভে মাথে॥
পূর্ব্বে বন্দ ভানুরে পশ্চিমে যায় অস্ত।
উড়িষ্যা দেশেতে বন্দ প্রভু জগন্নাথ॥
পুষ্পমধ্যে বন্দি গাই আদ্যের তুলসী।
ব্রতমধ্যে বন্দি গাই ভীম একাদশী॥
পাতালে বাসুকী আদি বন্দ নাগগণ।
নারদ আদি বন্দিনু যতেক দেবগণ॥
মায়ের দুটী স্তন বন্দ অক্ষয় ভাণ্ডার।
গয়া কাশী গিয়া যার শোধিতে নারি ধার॥
এক স্তনের দুগ্ধে হবে লক্ষ কড়ি মূল।
আমি পুত্রে বেচিলে না হবে সমতুল॥
এহি মতে বন্দনা-গীতি নিরবধি থৈয়া[১]।
পদ্মার জনম-কথা শুন মন দিয়া॥

এক দিন ঘরে চণ্ডী না দেখি শঙ্করে।
ডাক দিয়া নারদেরে আনিল সত্বরে॥
"তুমিত নারদ ভাগিনা আমি তোমার মামী।
মামা তোমার কোথায় গেছে নিশ্চয় না জানি॥"
নারদ বলেন "শুন গণেশজননী।
পদ্মবনে শুনিয়াছি জন্মেছে পদ্মিনী॥
তাহার যে রূপ মামী নাহি তব ঠাই।
বিবাহ করিতে তারে গিয়াছে গোসাঞী॥"
ক্রোধিত হইল চণ্ডী নারদ-বচনে।
শঙ্কর মোহিতে কাজে চলিলা আপনে॥

ত্বরিত গমনে গেল নদীর নিকটে।
আসিয়া শিবেরে চণ্ডী না দেখিলা ঘাটে॥
চণ্ডী বলে "শুন সরুয়া[২] আমার উত্তর।
তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর॥
তব কাংসাপিত্তলের দেহ অলঙ্কার।
তুমি নিয়া যাহ মোর রত্ন অলঙ্কার॥

১ থৈয়া=রাখিয়া। ২ সরুয়া=পাটনী বালিকা।

খেয়াঘাটের নৌকাখানা মোর ঠাই দিয়া।
আপনার ঘরে তুমি সুখে রহ গিয়া॥"

এত শুনি ডুমুনী যে গেলেন হরিষে।
নৌকার উপরে চন্ডী ডুমুনীর বেশে॥
দেড় প্রহর বেলা আছে আড়াই প্রহর বাদে।
আসিয়া মিলিল শিব চন্ডিকার ফাঁদে॥
দেখিল অদ্ভুত নদী অতি খরস্রোত।
নৌকার উপরে দেখে কামিনী অদ্ভুত॥
ডাকিয়া শঙ্কর বলে "নৌকা আন ঘাটে।
দূরেত যাইবারে চাহি পার কর ঝাটে॥"
সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাচালী।
পয়ার প্রবন্ধে বলি এক যে লাচারী[৩]॥

খেয়াঘাটে বসিয়া শঙ্কর।
"ডুমুনী ডুমুনী করি ডাক ছাড়ে অধিকারী
"নৌকা লইয়া আসহ সত্বর॥"
ডাক দিয়া বলে শিব "পার হৈলে কিছু দিব
কেন পার না কর আমারে।
বেলা হৈল অতিশয় বিলম্ব উচিত নয়
যাব আমি পদ্ম তুলিবারে॥"
কৌতুকেতে মায়া করি বলিল ডুমের নারী
"শুন শুন দেব শূলপাণি।
মোর ডোম নাহি ঘরে এত ডাক ডাক কারে
ঘাটেতে নাহিক নৌকা আনি॥
যেই আছে নৌকাখানি বাগে বাগে বহে পানি
কেমন করিয়া হৈবা পার।
ভাংগা কেরুয়াল খান না ধরে জলের টান
শিচিয়া না পারি রাখিবার॥
এই ঘাটে খেয়া করি দেন প্রতি নয় খুরী[১]
দিবেত উচিত খেয়া করি।"
ডাক দিয়া বলে শিব "পার হৈলে কি কি দিব
শুন শুন সরুয়া ডুমুনী॥

৩ লাচারী=ত্রিপদী।

১ খুরী=ওজনবিশেষ।

ঝুলিতে আছে ইন্দ্রাসন সংসারের সার ধন
পার হৈলে কিছু দিতে পারি॥"
বুকেতে চাপর মারি করিছে ডুমের নারী
"আমারে ভারিয়া যাইতে আশা।
খেয়া দিতে ভাঙের গুড়া পার হৈতে চাহ বুড়া
দূর হওরে ভাঙর মুনছা[২]॥"
"ডুমুনীরে না নিন্দা কর যদি কিছু খাইতে পার
ত্রিভুবন নয়নগোচর॥
যুগ পথে মন দর ঝিমাইতে সুখ বড়
সদাই আনন্দ কলেবর।"
হাসি বলে ডুমের নারী "নায়ে উঠে ত্বরা করি
মনে কিছু না করিও দ্বিধা॥
একবার করিব পার ত্রিভুবনে জানাবার
ঝুলি কাথা থুইয়া যাহ বান্ধা।"
সংসার মোহিত করে হেন রূপ চণ্ডী ধরে
দেখি শিবের সাত পাঁচ মন॥
রমণ করিতে আশ শিবের মনে অভিলাষ
নারায়ণ দেবের সুরচন॥

দিশা :— বিনোদিনী রাই গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে

ডোমনীর বচন শুনিয়া মহেশ্বর।
ঘাটীতে উঠিল গিয়া নায়ের উপর॥
খেয়া দেয় ডুমুনী যে ধরিয়া কাঁড়ার।
সাতারিয়া বৃষ গোটা নদী হৈল পার॥

ডুমুনীর রূপ দেখি অতি সুলক্ষণ।
কামেতে পাগল ভোলা স্থির নহে মন॥
শিব বলে "শুনলো ডুমুনী তুমি আমার সই।
তোমার কাছেতে কিছু দুঃখের কথা কই॥
এমন যৌবন তোমার বৃথা বৈয়া যায়।
তোমারে ছাড়িয়া ডুমনা গিয়াছে কোথায়॥"

২ ভাঙর মুনছা=ভাঙ-খোর মিন্‌সে।

ডুমুনী বলে "মোর ডোম গিয়াছে গাওয়ালে[১]।
একাকিনী খেয়া দেই এই ঘাট কূলে॥"
ডুমুনীর বোলে শিব পরম কৌতুক।
চোরে ধন পাইলে যেমন মনে হয় সুখ॥

কাঁড়াল[২] ধরিয়া ডুমুনী বৈঠা বায় নাসে।
ক্ষণেতে ডুমুনীর গায়ের কাপড় খসে॥
শিব বলে "শুন কই সরুয়া[৩] ডুমুনী।
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যেন সাক্ষাৎ ভবানী॥
তোর রূপ দেখি মোর স্থির নহে প্রাণ।
প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া রতিদান॥"

ডুমুনী বলে "দাড়ী-চুল পাকাইয়া কেনে।
আপনার কথা বুড়া না বুঝ আপনে॥
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকাবেল॥
আমিত যুবতী নারী তুমি বৃদ্ধ বুড়া।
দন্তহীন বাঘে যেন কামড়ায় মরা॥

বয়স কালে যা করেছ সেই লয় মনে।
পূর্ব্ব কথা কহ বুড়া নির্লজ্জ কারণে॥"

শিব বলে "বুড়া কথা না কহ ডুমুনী।
* * * *
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।
আমি ভাবি এহিত মোর যৌবনের কাল॥"

ডুমুনী বলয়ে "তুমি কড়ার ভিখারী।
কি দিয়া করিবে বশ পরের সুন্দরী॥"

শিব বলে "খেয়া দিয়া পাও যত কড়ি।
তাহার দ্বিগুণ কড়ি লহ লেখা করি॥

১ গাওয়ালে=গ্রামে কাজ করিতে। ২ কাঁড়াল=কান্ডার, হাল।
৩ সরুয়া=পাটনী।

কালি প্রাতে যাব আমি কুবের-নগরে।
ভিক্ষা করি যাহা পাই দিব আমি তোরে॥"

ডুমুনী বলে ত "মোর হইল ভরসা।
ভিক্ষা করি ধন আনি পুরাইবে আশা॥
এমন ভাংগর তুমি নাহি কিছু জ্ঞান।
মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান্॥"

শিব বলে "কেন তুমি বল এমন কথা।
শুনিয়া তোমার কথা শেল হৃদে গাঁথা॥"
হাসিয়ে ডুমুনী শুনি শিবের বচন।
আস্তে ব্যস্তে ঘাটে নৌকা লাগায় তখন॥
লড় দিয়া ডুমুনী যে চলে নিজ ঘরে।
পশ্চাতে সামায়[১] শিব ডুমুনীর ঘরে॥

চীৎকার করিয়া ডুমুনী ডাকে সর্ব্বজনে।
প্রমাদ পাড়িল হেতা সাক্ষী কারে মানে॥
"যদি মোর ডোম আসে লাগ পায় তোর।
দিবে সে উচিত শাস্তি চুলে ধরি তোর॥
তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি।
বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়ার কড়ি॥"

* * * *

আপনার নিজ মূর্ত্তি ধরিল ভবানী।
লজ্জিত হৈলা দেখি দেব শূলে পাণী॥
"ভাগ্যে যে আসিনু আমি ডুমুনীর রূপ ধরি।
তে কারণে জাতি রক্ষা হৈল ত্রিপুরারি॥"
* এত দূরে গিয়া যখন মৃদংগে মারল তালী।
* দলবলে কেনারাম হাসে খল খলি॥
"সংগে না লইও তারে মোর মাথা খাও॥
এহি কন্যা অষ্ট কোটি নাগের জননী।
বিষহরি নামে কন্যা হবে ত্রিলোচনী॥
দেব নর যক্ষ রক্ষ ডরিবে তাহারে।
কন্যারে রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে॥

১ সামায়=সান্ধায়, প্রবেশ করে।

* চিহ্নিত চরণগুলি চন্দ্রাবতীর রচনা।

এহি কথা শুনে চন্ডী গেলা পদ্মবনে।
পদ্মবন দেখে চন্ডী হরসিত মনে॥
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল।
দারুণ বিষের জ্বালা অংগে প্রবেশিল॥
দিবাশেষে কন্যা এক লভিল জনম।
কন্যার রূপেতে উজলা পদ্মবন॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিল ধরায়।
কন্যারে দেখিয়া চন্ডী করে হায় হায়॥
এমন কন্যারে রাখি কেমনে যাব ঘরে।
শিবের বচন চন্ডী ক্ষণে ক্ষণে স্মরে॥
হেন রূপে কৈলাসেতে যায় জগতের মাতা।
রাবণ পন্ডিতে গায় পদ্মার জন্ম কথা॥
* বিষহরির জন্ম কথা শুনে কেনারাম।
* উদ্দেশে জানায় পদে শতেক প্রণাম॥
পদ্মার জনম কথা নিরবধি থৈয়া।
নেতার জনম কথা শুন মন দিয়া॥

নেতার জনম কথা এইখানে থৈয়া।
সমুদ্র মন্থন কথা শুন মন দিয়া॥
ভক্তি কথা এক চিত্তে শুন মন দিয়া।
তুন্ডক নামেতে ছিল এক দানবীয়া॥
মনেতে ভাবিয়া তুন্ডক সংসার অসার।
ধর্ম্মভাব জাগরিল হৃদয়ে তাহার॥
"কেবা আছে পৃথিবীতে হেন গুরুজন।
যাহার দয়াতে হবে পাপ বিমোচন॥
গুরুবিনা কেমনে হবে ভবনদী পার।
কেবা মন্ত্র দিবে মোরে আমি দুরাচার॥"
এহি কথা ভাবি মনে তুন্ডক দানবীয়া[১]।
শুক্রাচার্য্যের কাছে বলে উপনীত হৈয়া॥

"শুন মোর কথা দেব দয়া যে করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদে স্থান দিয়া॥
তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন।
অধম বলিয়া নাহি ঠেলো গুরুধন॥

১ দাবনীয়া=দানব।

পাপ কার্য্যে রত আমি পাপী মোর হিয়া।
আমায় করহ পার পদতরী দিয়া॥
আর না যাইব তব চরণ ছাড়িয়া।
মার কাট কিংবা রাখ পদে স্থান দিয়া॥"

এহি কথা শুনে শুক্রের দয়া উপজিল।
দীক্ষিত করিয়া তারে শিষ্য বানাইল॥
সেহি দিন হইতে তুণ্ডক শুক্রাচার্য্যের স্থানে।
মন দিয়া শুনে যাহা গুরুদেব ভণে॥

একেত তুণ্ডক হয় অসুরের সুত।
পাপ পুণ্য বোধ হীন সদা হিংসা রত॥
তার পরে ক্রোধ তার ছিল অতিশয়।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে নাহি মনে ভয়॥
একদিন কিবা জানি উচ্ছিল্লা[২] করিয়া।
গুরুর পূজার ফুল দিল ফালাইয়া॥

রাগিয়া কহিলা গুরু তুণ্ডকের স্থানে।
"আর না রাখিব দুষ্ট আমার ভবনে॥"
পরেত তুণ্ডক গুরুর চরণ ধরিয়া।
আরও কিছুদিন থাকে ক্ষমা ভিক্ষা পাইয়া॥
তার পর কিবা হৈল শুন দিয়া মন।
তুণ্ডক ত্যজিতে নারে স্বভাব আপন॥
অসুরের বুদ্ধি তার অসুরিয়া মন।
রাত্র দিনে শুক্রাচার্য্যে করে বিড়ম্বণ॥
একদিন দানব দুষ্ট কি কাম করিল।
আছাড় মারিয়া ভাঙ্গে গুরুর কমণ্ডল॥

ক্রোধিত হইয়া গুরু কহিলা তাহারে।
"আজি হতে দুরাচার যাও দেশান্তরে॥
মন্ত্র তন্ত্র যাহা দিনু সব বৃথা গেল।
আজি হতে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ঘুচিল॥"

তুণ্ডক কহিছে গুরু "শুন নিবেদন।
আরও কিছুকাল পূজি তোমার চরণ॥"

২ উচ্ছিল্লা=ছুতা।

পায়ে ধরি ক্ষমা চায় দুরন্ত অসুরে।
পুনঃ স্থান দিলেন গুরু দয়া করি তারে॥
নিদ্রা যায় শুক্রাচার্য্য আজিন আসনে।
দুরন্ত অসুর তাহা দেখে সংগোপনে॥
জটা চুল ধরি গুরুর নিদ্রা যে ভাঙ্গিল।
ক্রোধিত হইয়া মুনি পদাঘাত কৈল॥

দিব্য দেহ ধরি তুণ্ডক কহে গুরুর স্থানে।
"পাইয়াছি যাহা চাই তোমার সদনে॥
চিত্রক গন্ধর্ব্ব আমি পূর্ব্বে জন্মেছিনু।
শাপেতে অসুর কুলে জনম লভিনু॥
"তোমার চরণ স্পর্শে মুক্ত হয়ে যাই।
আশীর্ব্বাদ কর গুরু এহি ভিক্ষা চাই॥
মন্ত্র তন্ত্র নাহি জানি এহি মোর ভাল।
আসিলাম হয়ে শুধু পদের কাঙ্গাল॥"

রাবণ পণ্ডিত[১] কয় শুন দিয়া মন।
পাপীর ভরসা কেবল শ্রীগুরুর চরণ॥
এক ফোটা পায়ের ধূলায় নাহি পরিমাণ।
গয়া কাশী বৃন্দাবন তীর্থের সমান॥

* তুণ্ডকের কথা কেনা যখন শুনিল।
* পায়েতে ধরিয়া ঠাকুরে প্রণাম করিল॥
* চামর দুলাইয়া পিতা গান উচ্চৈস্বরে।
* আকাশে থাকিয়া শুনে গন্ধর্ব্ব অমরে॥

ততক্ষণে অন্য কথা করি সমাপন।
চান্দ সদাগরের কথা কৈলা আরম্ভন॥
দক্ষিণ সাগর তীরে চম্পক নগর।
তাহাতে রাজত্ব করে রাজা কোটীশ্বর॥
তাহার ঘরেতে জন্মে চান্দ সদাগর।
চান্দের জনম কথা শুন অতঃপর॥
পূর্ব্ব জন্মে চান্দের ছিল পশু-সখা নাম।
চন্দ্রবংশে জানি রাজা কর রাজ কাম॥
দ্বিজবংশী দাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

১ রাবণ পণ্ডিত=কবির নাম।

পুত্র হৈল কোটীশ্বর হরষিত মনে।
নানাবিধ মহোৎসব কৈল দিনে দিনে॥
লক্ষ্মী পূজা আদি করি যতেক মঙ্গল।
জাত কর্ম্ম চূড়া কর্ম্ম করিল সকল॥
বেদ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সুমার[২]।
গুরুর নিকটে দিল শাস্ত্র শিখিবার॥

পড়িয়া পণ্ডিত হৈল কবিত্বের শিক্ষা।
গুরু যে ভৈরব মন্ত্রে করিলেক দীক্ষা॥
পূর্ব্ব পুণ্যফলে হৈল মহামতি।
বাপের আজ্ঞায় পূজে শংকর পার্ব্বতী॥
ভক্তি দেখি তুষ্ট হইয়া ভবানী শংকর।
প্রসন্ন হইয়া শিব দিলেন উত্তর॥
চান্দ বলে "যদি মোরে হইলে সদয়।
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নির্ভয়॥"

শিব বলে "মহাজ্ঞান দিয়া গেলাম তোমারে।
এক বাক্য বলি বাপু রাখিবা ইহারে॥
মহাজ্ঞান দিল পুত্র ব্যক্ত না করিবা।
অধিক যতনে মাত্র মায়েরে কহিবা॥"
এহি বর দিয়া গেল ভবানী শংকর।
সন্তুষ্ট হৈয়া ঘরে গেল চন্দ্রধর॥
দেখিয়া বাপের বড় হর্ষ হইল মনে।
উদ্যোগ করিল তার বিবাহ কারণে॥
দেশে দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইল অনুচর।
চান্দের বিবাহ সজ্জা কৈল কোটীশ্বর॥
দ্বিজবংশী দাসে গায় পদ্মার রচন।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

দিশা :— ভাট পাঠাইলা দেশে দেশে।
তেই অনুরূপ বর কন্যা আছে কার ঘর
চন্দ্রধরের বিবাহ উদ্দেশে॥
মাণিক্য-পাটুনি দেশে শুদ্ধ বণিক বংশে
সুর সাহার বেটা শঙ্খপতি॥

২ সুমার=সাহু।

কুলশীলে অতিশয়　　গন্ধবণিক হয়
তার ঘরে কন্যা গুণবতী॥
পদ্মিনী জাতিতে কন্যা　　রূপেগুণে শত ধন্যা
তার নাম সুলুকা সুন্দরী।
পঞ্চ ভায়ের ভগিনী　　স্বাহা স্বধা স্বরূপিনী
রূপে গুণে যিনি বিদ্যাধরী॥
রাশি নক্ষত্র কাল　　আসিয়া মিলিল ভাল
চন্দ্র তারা যোড়া শুদ্ধ লাগে।
যম ছত্র সর্পাকার　　শুদ্ধি কৈল বিচার
এহি মতে ঘটে শুভ যোগে॥
ঘটক পাঠাইয়া তথা　　কহিল বিবাহকথা
সকল নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম করি।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে　　লগ্ন কৈল শুভক্ষণে
জ্যোতিষশাস্ত্র বিচারি॥

বিবাহ করিয়া চন্দ ফিরি নিজ ঘরে।
ছয় পুত্র হইল তার দেবতার বরে॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল শুন দিয়া মন।
মনসার সঙ্গে হইল বাদবিড়ম্বন॥
ছয় পুত্রে দংশিলেক পদ্মার ছয় নাগে।
মহাজ্ঞান-বলে রাজা জিয়াইলা আগে॥

নেতার সঙ্গেতে পদ্মা যুক্তি স্থির করি।
বনমধ্যে ভ্রমে পদ্মা হয়ে একেশ্বরী॥
দেখিতে সুন্দর বন শোভে ফলেফুলে।
মৃগ শিকারেতে চান্দ যায় হেনকালে॥
দেখিয়া পদ্মার রূপ মোহিত হইল।
পরিচয়-কথা তার জানিতে চাহিল॥
কামেতে আকুল হৈয়া বলে সদাগর।
"কার কন্যা তপ কর দেহত উত্তর॥"

পদ্মা বলে "এ সংসারে বাপ মাও নাই।
পাগল হইয়া আমি বনেতে বেড়াই॥
ছয় পুত্রে খাইছে মোর পদ্মার ছয় সাপে।
বাড়ীঘর ছাড়িয়াছি সেই অনুতাপে॥
পাগলিনী হইয়া আমি বেড়াই সংসারে।
জ্ঞান যদি মহাজ্ঞান ভিক্ষা দাও মোরে॥"

এহি কথা শুনিয়া চান্দের পূর্ব্বকথা মনে।
ছয় পুত্রের মৃত্যুকথা পড়িল স্মরণে॥
দুরিতে পরের দুঃখ স্থির করি মন।
মহাজ্ঞান দিল চান্দ কৃপাযুক্ত মন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খন্ডন।
নিজমূর্ত্তি ধরিলেন পদ্মা ততক্ষণ॥
অন্তরীক্ষ হতে পদ্মা বলে ডাক দিয়া।
"এইবার বুঝা যাবে চান্দ বানিয়া॥"
রাবণ পন্ডিত কয় বিষাদ ভাবিয়া।
বাড়ীতে ফিরিলা চান্দ সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া॥

* * * *

জালুর পুত্র কানাইয়া জাল বহিতে যায়।
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তার পায়॥
পার্ব্বতী কানাইয়ার মাও এই কথা শুনি।
আউলাইয়া মাথার কেশ ছুটে পাগলিনী॥
হেনকালে দেখে তথায় একটী যোগিনী।
সর্ব্ব অঙ্গে ভস্ম মাখা গল-দেশে ফণী॥
চূড়াকারে বান্ধা কেশ পিঙ্গল চরণ।
পার্ব্বতী কান্দিয়া ধরে তাহার চরণ॥
আউলা পার্ব্বতী বলিছে "মোর মাও।
বিনামূলে হব দাসী ছাওয়ালে জিয়াও॥"
পদ্মার কৃপায় কানাই পাইল পরাণ।
পূজাবিধি কৈয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান॥

আছিল জালিয়া সেও হইল লক্ষেশ্বর।
মাছ নাহি ধরে শুয়ে পালঙ্ক উপর॥
রত্নাবলী কন্যাকে যে বিবাহ করিয়া।
হাওয়া খায় কানাইয়া যে জলটুঙ্গিতে[১] বৈয়া॥
এহি কথা রটিল হইল দেশে যথা তথা।
এই কথা শুনিলেন চান্দের বনিতা॥

পার্ব্বতীরে ডাকি কয় সুলকা সুন্দরী।
"এত ধন পাইলা তুমি কার পূজা করি॥"

১ জলটুঙ্গি=জলটুঙ্গি, জলের মধ্যে উচ্চ ঘর।

হস্ত জোর করি তবে কহিলা পার্ব্বতী।
"রাজার মহিষী তুমি বড় ভাগ্যবতী॥
জগতে প্রচার হৈল মনসার পূজা।
ভিক্ষুকে পূজয়ে যদি হয় সেই রাজা॥
অপুত্রে পূজিলে তার হয় পুত্রধন।
কাঙ্গালে পূজিলে পায় রত্নাদি কাঞ্চন॥
অন্ধেতে পূজিলে দেখ চক্ষুদান পায়।"
পূজার পদ্ধতি কথা পার্ব্বতী জানায়॥
"পঞ্চবর্ণের গুঁড়ীতে অষ্ট নাগ আঁকিয়া।

স্থাপন করহ ঘট ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
জয়াদি জোকার দিয়া পূজয়ে মনসা।
পূর্ণ সে হইবে তোমার মনের যত আশা॥"

ভক্তিযুথ হৈয়া রাণী পূজা যে করিল।
দ্রব্যসামগ্রী যত ভারেতে আনিল॥
ঘটস্থাপন করি করিল পূজন।
হেথায় অজ্ঞান রাজা কৈল অলক্ষণ॥
হেমতালের বাড়ী দিয়া ঘট যে ভাঙ্গিল।
মনসার সঙ্গে বাদে সবংশে মজিল॥
ঘোষণা করিল রাজ সপ্তশত ঢোলে।
"যে করিবে পদ্মাপূজা তারে দিব শূলে॥"

প্রাণ লয়ে পদ্মাবতী উঠে দিল লড়।
সিজবৃক্ষের ডালেতে রহিল করি ভর॥
পদ্মা বলে "শুন রাজা আমার উত্তর।
যেমত করিল কর্ম্ম চান্দ সদাগর॥
ত্রিভুবনে পূজা মোর না হইল প্রচার।
ডরক ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট দুরাচার॥
এক্ষণে বধিব চান্দের পুত্র যে সকল।
জিয়াইতে আর নাহি মহাজ্ঞান-বল॥"
পাণ্ডুনাগে পদ্মাবতী আনে ডাক দিয়া।
"চান্দের ছয় পুত্র আজি আসহ দংশিয়া॥"
আজ্ঞামাত্র পাণ্ডু নাগ চলিল সত্বর।
নিশাকালে উপনীত চম্পক নগর॥

পালঙ্ক উপরে নিদ্রা যায় ছয়জন।
শিরে বসি ছয় পুত্রে করিল দংশন॥
রাবণ পণ্ডিতে কয় ভাবিয়া বিষাদ।
মানুষ হইয়া দেবতার সঙ্গে বাদ॥

ছয় নাগে দংশিলেক ছয়টি কুমারে।
কান্দা রাড়ী ছয় বধূ রহিলেক ঘরে॥
দলে দলে মরে লোক চম্পক শ্মশান।
কি দিয়ে বাঁচাইব রাজা নাহি মহাজ্ঞান॥
ধন্বন্তরী ওঝা নাই নাহি মন্ত্রবল।
দিনে দিনে রাজ্যধন যায় রসাতল॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবে যত বাণিজ্যের তরী।
আগুন লাগিয়া পুড়ে চম্পকের পুরী॥
ওষধী বাগান ছিল চম্পক বেড়ীয়া।
সীমে[১] না আসিতে পারে সাপ ধাঙ্গুড়িয়া[২]॥
এহেন চান্দের বাগ যুক্তি সে করিয়া।
নেতা পদ্মা পুড়ে তারে অগ্নি লাগাইয়া॥
ঔষধ না পায় রাজা নাহি বাচে মরা।
রাজ্য ছাড়ি পলাইল যত লোক তারা॥
চান্দ বলে "নেড়া[৩] মোরা দেবতার বরে।
এহি বার লঘু কানি দেখাইব তোরে॥"
পরেত হইল কিবা শুন দিয়া মন।
চান্দের ঔরষে জন্মে সুন্দর নন্দন॥
লক্ষ্মী কোজাগর দিনে জন্মিল কোঙর।
সনকা রাখিল নাম পুত্র লক্ষ্মীন্দর॥
কর্ম্ম-কোষ্ঠি হেতু রাজা গণকে ডাকিল।
খড়ি পুঁথি হাতে লইয়া গণক আসিল॥
গণক লিখিল কুষ্ঠি অতি অলক্ষণ।
কালরাত্রে খাবে পুত্রে কাল রাতি দিনে॥
এক দুই তিন করি বছর যে গেল।
যথাশাস্ত্র চূড়াকর্ম্ম রাজা যে করিল॥

১ সীমে=সীমায়।

২। সাপ ধাঙ্গুড়িয়া=বৃহৎ সাপ।

৩। নেড়া=চাঁদ সদাগরের ভৃত্যের নাম।

ক্রমেতে বিবাহকাল হৈল উপস্থিত।
লক্ষ্মীন্দরে দেখি রাজা হৈল চিন্তিত॥
বিবাহের হেতু রাজা দেশ দেশান্তরে।
ভাট পাঠাইয়া দিল কন্যা দেখিবারে॥
রাবণ পণ্ডিতে কয় নির্ব্বন্ধ বিধির।
এহি মতে লক্ষ্মীন্দরের বিয়া হৈল স্থির॥

দিশা :— ভাট বলে শুন অধিকারী।
শিশুকাল হতে আমি যত যত দেশ ভ্রমি
কহি শুন মন স্থির করি॥
প্রথমে শ্রীহট্ট দেশে ভ্রমিয়াছি সবিশেষে
কামরূপ কামাক্ষা নীলগিরি।
ত্রিপুরা জৈন্তা জয়ালঙ্গ ভ্রমিয়াছি নানারঙ্গ
গৌর মঙ্গল আদি করে॥
অযোধ্যা মথুরা কাশী আর যত ব্রজবাসী
গয়া প্রয়াগ বারণসী গয়া।
লাহোর দিল্লি খোরোসান[১] আর যত হিন্দুস্থান
পশ্চিম দেশ আসিয়াছি ভ্রমিয়া॥
এহি মতে দেশ যত ভ্রমিয়াছি কত শত
তাহার কথা কহিতে অপার।
দ্বিজ বংশীদাস ভণে চান্দর কৌতুক মনে
শেষে কৈল কন্যার বিচার॥

দিশা :— হরি বোলারে বল হরি বল—
ভাট বলে শুন সাধু বচন আমার।
শাস্ত্র বিহিতে কহে কন্যার বিচার॥
মাতৃপক্ষে পঞ্চ গোত্র ত্যজিবেক নারী।
পিতৃপক্ষে সপ্ত গোত্র শাস্ত্র অনুসারী॥
তবে বিহা করিবে শুন সদাগর।
নিকটে করিব বিয়া ত্রিগোত্র অন্তর॥
এহি মতে করিলেক কন্যার বিচার।
"যে যে কন্যা জানি আমি শুন কহি আর॥
মেহার পাটনে রাজা প্রচণ্ডের পুত্র।
জয় সেন নাম তার ভরদ্বাজ গোত্র॥

১। খোরোসান=খোরাসান।

তার কন্যা চন্দ্রকলা রূপে অতিশয়।"
চান্দ বলে "সগোত্রেতে উচিত না হয়॥"

"ভগীরথ সদাগর মথুরা নগরে।
গন্ধাবতী নামে কন্যা আছে তার ঘরে॥"
চান্দ বলে "রাম রাম তার নাহি নাম।
শুনিতে উচিত নয় কানির স্বনাম॥"
"ভানুপোড়া নগরে আছে আর এক কন্যা।
ভানুরাজার ঘরে রূপেগুণে ধন্যা॥
জাতিতে পদ্মিনী কন্যা কেশ অল্পগুছি।"
চান্দ বলে "না কহিও পূর্ব্বে শুনিয়াছি॥"
"প্রতাপ রুদ্রের কন্যা নামেতে সুনাই।
তার সম রূপে গুণে সংসারেতে নাই॥"
চান্দ বলে "সে সম্বন্ধ কদাচিত নয়।
লক্ষ্মীন্দরের মাতৃনাম মোর সেই হয়॥"
"সিন্ধু দ্বিপেতে বৈসে অনন্ত মানিক।
আলেমান গোত্র হয় সে গন্ধবণিক॥"

চান্দ বলে "তার নয় স্বনামে গমন।
ঘাটিয়া সম্বন্ধ[১] আমি করি কি কারণ॥"

"লক্ষ্মীন্দর সদাগর বৈসে লক্ষ্মীপুরা।
তার ঘরে আছে কন্যা নাম উদয়তারা॥
পদ্মিনী জাতিতে কন্যা পরমা সুন্দরী।"
চান্দ বলে "অনুচিত লখাইর ঝিয়ারী॥"

"উড়িষ্যা নগরে বৈসে শ্রীবাস ধর।
শচীপ্রভা নাম কন্যা আছে তার ঘর॥"
চান্দ বলে "এ সম্বন্ধ করিতে নাহি সাধ।
গৌরীর সহিতে বেটা করিছে বিবাদ॥"

এহি মতে যত কন্যা দোষেগুণে আছে।
ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক শেষে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

১ ঘাটিয়া সম্বন্ধ=হীন সম্বন্ধ।

পুনরপি সদুত্তর ভাটে কহে 'সদাগর
শুন কথা অবধান করি।
ভ্রমিয়া দেখিনু দেশ উদ্দেশ করিল শেষ
কন্যা আছে বেহুলা সুন্দরী॥
উজানি নগর তথি গন্ধ বনিয়া জাতি
সাহ রাজা বড় ধনেশ্বর।
তার কন্যা বেহুলা রূপেগুণে চন্দ্রকলা
সেহি কন্যা যোগ্য লক্ষ্মীন্দর॥
সেই সে কন্যার গুণে হারাইলে ধন আনে
মইলে মরা জিয়াইতে পারে।
শুদ্ধমতি অতিশয় দেবতা সাক্ষাৎ হয়
স্মরণে জানায় দেবপুরে॥
লোহার তন্ডুলে অন্ন যদ্যপি কর ভক্ষণ
সতী কন্যা রান্ধিবারে পারে।
এহি মত কন্যার কথা সর্ব্বগুণ সুচরিতা
জানি আমি কহিনু তোমারে॥"
হাসিয়া বলয়ে চান্দ 'যদি থাকে নির্ব্বন্ধ
এই কন্যা করাইবা বিয়া।
কুলে শীলে যোগ্য ঘর যেন কন্যা তেন বর
কার্য্য আর নাহি বিচারিয়া॥
বিলম্বে নাহি কাজ হস্তী-ঘোড়া কর সাজ
যাইব আমি কন্যার যোরনী।
জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ শীঘ্র কর নিমন্ত্রণ'
দ্বিজ বংশীর মধুরস বাণী॥

কর্ম্মকর্ত্তা ফরমাইস দিলা বিয়ার কথা থইয়া।
বেউলার পূর্ব্বজন্মকথা শুন মন দিয়া॥
উষা অনিরুদ্ধ নামে গন্ধর্ব্ব আছিল।
নৃত্যগীত করিবারে ইন্দ্রপুরে গেল॥
কাঁচা মৃত্তিকার সরা তাতে ভর করি।
দেবেরে মোহিতে নাচে উষা যে সুন্দরী॥
চারিদিকে দেবগণ ইন্দ্র সভামাঝে।
হংসাসনে বিষহরি আইলা নিজ কাজে॥
পদ্মার কপটে উষার তাল যে ভাঙ্গিল।
ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল॥

"মনুষ্য হইয়া জন্ম থাকিবে ধরায়।"
এহি কথা শুনি উষা করে হায় হায়॥

উষার কান্দনে তবে কান্দে দেবগণ।
কিঞ্চিত গলিল তায় বাসবের মন॥
ইন্দ্র বলে "রাজা আছে চম্পক নগরে।
অনিরুদ্ধ জন্ম গিয়া লউক তার ঘরে॥
উষা গিয়া জন্ম লউক সাহ রাজার ঘরে।
মরা পতি জিয়াইবে মনসার বরে॥"

গন্ধর্ব্ব আছিল শাপে মানুষ হইল।
কর্ম্মসিদ্ধিহেতু পদ্মায় ধরায় আনিল॥
অনিরুদ্ধ জন্ম লইল চন্দ্রধরের ঘরে।
লক্ষ্মীন্দর নাম রাখে চান্দ সদাগরে॥
হইল উষার জন্ম সাহরাজার পুরী।
উষার রাখিল নাম বেহুলা সুন্দরী॥
কোটীশ্বর দাস[১] কহে পূর্ব্বজন্মকথা।
এহিখানে কহি শুন বিবাহের কথা॥

গণকের কথা রাজার মনে যে পড়িল।
কেশাই কামারে রাজা ডাকিয়া আনিল॥
মনেতে ভাবিয়া তবে চান্দ সদাগর।
শীঘ্র করি বানাইল লোহার বাসর॥
লোহার কপাট আর লোহার দিছে ছানি।
লোহা দিয়া গড়িয়াছে বড় বড় ঠুনি॥
চারি দিকে গড় কাটি অগ্নি জ্বালাইয়া।
হাতী ঘোড়া রাখিয়াছে চৌদিকে বান্ধিয়া॥
নেউল ময়ূর আদি সর্পভূক্ যত।
চারিদিকে রাখিয়াছে কত শত শত॥
লাগাইয়া ওষধীবৃক্ষ সর্প ভয় নাশে।
চম্পকে[২] না আসে সর্প তাহার বাতাসে॥
ছমাসের মরা জিয়ে ঔষধের গুণে।
হেন বৈদ্য ডাকি রাজা রাখিছে ভবনে॥

১ কোটীশ্বর দাস=কবির নাম।
২ চম্পকে=চম্পক নগরে।

কোটীশ্বর দাস কহে হেন কর্ম্ম করে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে॥

রহিল লোহার ঘরে বেউলা লক্ষ্মীন্দর।
নেতা পদ্মার কথা তবে শুন অতঃপর॥
উজানি নগরে পদ্মা নাগগণ সনে।
দেখিয়া লখাইর বিয়া স্থির করে মনে॥
আজি রাত্রি মধ্যে হবে পরাজয়।
রাত্রি পোহাইলে আর নাহি কোন ভয়॥

এতেক ভাবিয়া মনে করি অনুমান।
সত্বরে চলিয়া গেল সূর্য্য বিদ্যমান॥
স্তুতি করি বলে পদ্মা সূর্য্যের গোচর।
"চান্দের সহিতে বাদ পূর্ব্বাপর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি।
বাপ খুড়ার আগে আর কি কহিব আমি॥
দেব হইয়া মানুষের নিকটে পরাজয়।
তাই তব স্থানে আইনু শুন মহাশয়॥
রথ রাখ আজ তুমি মন্দগতি করি।
তাহলে চান্দের বাদ সাধিবারে পারি॥
চারিপ্রহর রাত্রি যদি অষ্টপ্রহর হয়।
তবে কার্য্য সিদ্ধি হয় শুন মহাশয়॥"

সূর্য্য বলে "মম রথ নিয়মিত চলে।
কমাতে বাড়াতে কেউ নাহি পারে বলে॥
তোমার গৌরব হেতু কহিনু নিশ্চয়।
সাধিয়া যে কার্য্য তব হইবে উদয়॥
শঙ্করদুহিতা তুমি জগৎ-জননী।
কার্য্যসিদ্ধি হবে যাহ স্বস্থানে আপনি॥"
এত শুনি হরষিত জয় বিষহরি।
বিদায় হইয়া তবে যান নিজপুরী॥
পদ্মা বলে "পাণ্ডু নাগ সত্বরে যাও ধাইয়া।
অখিলের নাগ যত আন ডাক দিয়া॥
সপ্ত দ্বীপে যত নাগ সাগর পর্ব্বতে।
আজ রাত্র ভিতরে সব আনহ ত্বরিতে॥"

এতেক শুনিয়া পাণ্ডু আকাশে উড়িল।
হেন কালে আগু হইয়া ঢুরা[1] জানাইল॥

সর্ব্বনাগ পরাজয় এই কথা শুনি।
বিষাদ ভাবিয়া কহে নেতা ঠাকুরানী॥
"আমার কথা শুন তুমি জয় বিষহরি।
একান্তে চলিয়া যাও কৈলাসের পুরী॥
পিতার জটায় বাস করে কালনাগ।
পিতার কাছেতে তুমি তারে ভিক্ষা মাগ॥
যে সে সাপের কাজ নয় লখারে দংশিতে।
রাত্রিমধ্যে কালনাগে আনহ ত্বরিতে॥"
এত শুনি পদ্মাবতী কোন কার্য্য করে।
রাতারাতি করি যায় বাপের গোচরে॥

* যখন গাহিল পিতা বেউলা হইল রাড়ী।
* কেনারামের চক্ষে জল বহে দড়দাড়॥
শাখে কান্দে পাখীরা পশুরা কান্দে বনে।
বেহুলা হইল রাড়ী কালরাত্তির দিনে॥
কান্দয়ে সনকা রাণী বুক চাপাড়িয়া।
"লখিন্দর পুত্র কোথা গেলরে ছাড়িয়া॥"
ছয় ভাইয়ের বৌয়ে কান্দে শিরে দিয়া হাত।
মঠের মাথায় ফুর[2] পরল অকস্মাৎ॥
পাগল হইয়া শুনাই[3] ফিরে পথে পথে।
"লখিন্দর পুত্র মোর গেল কোন পথে॥"
যারে দেখে তারে রানী পুত্র পুত্র বলে।
পথ নাহি দেখে রানী চক্ষের যে জলে॥
এহিত কান্দন দেখি চান্দ সদাগর।
ধীরে ধীরে কয় মুখে "বম হর হর॥
কার পুত্র কার কন্যা মিছারে সংসার।
ভাই বন্ধু মিছা সব সকলি মায়ার॥
পুত্র মারা গেলে দেখ কেউ না যায় সাথে।
মরিবার কালে দেখ কেউ না যায় সঙ্গেতে॥

১ ঢুরা=ঢোঁড়া। ২ ফুর=বজ্র। ৩ শুনাই=সনকা।

বাপ বল মা বল গর্ভ-সোদর ভাই।
কামাই[1] করলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই"॥
কোটীশ্বর দাস কহে সংসার অসার।
সংসার ছাড়িলে হবে ভবনদী পার॥"

জ্ঞাতি কুটুম্বে চান্দ ডাক দিয়া কয়।
"মরা ঘরে রাখা আর উচিত না হয়॥
বিলম্ব করিতে দেখ শাস্ত্র মানান করে।
লখাইরে পুড়াও গিয়া গুঞ্জরীর তীরে॥

এই কথা শুনি তবে বেহুলাসুন্দরী।
শ্বশুরের পায়ে কহে বিলাপ নাছাড়ী॥
বেহুলা আসিয়া কহে শ্বশুরের ঠাই।
"ভেলা বান্ধিয়া দেহ দেবপুরে যাই॥"
কলাগাছ কাটিতে রানী বাগানে পাঠায়।
চান্দ বলে "যে পাঠায় ঝাটা তার মাথায়॥
কানির উচ্ছিষ্ট পুত্র জলেতে ভাসাও।
পুত্র মারা গেল সঙ্গে কলাগাছ দাও॥
এক কলা গাছ মোর নয় নয় বুড়ি।
কি কারণে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি॥
লখীন্দর পুত্র মইল সেও প্রাণে সয়।
কলাগাছ কাটা গেলে জীবন সংশয়॥"

তাহা শুনি পাত্রমিত্র বলয়ে চান্দেরে।
"পূর্ব্বের যতেক কথা পাশরিলে তারে॥
মৈলে মরা জিয়ায় হারাইলে ধন আনে।
সতীকন্যা বিবাহ করাইল তে কারণে॥
ইহাতে বিলম্ব নয় যাক স্বামী লইয়া।
ভেলা বান্ধি শীঘ্র তারে দেও ভাসাইয়া॥"

বেউলা বলে "শুন বাপ বণিক-নন্দন।
স্বামী লইয়া যাই আমি দেবের ভবন॥
দেবের সভাতে যাই পদ্মারে জিনিয়া।
সাতটী কুমার তব দিব জিয়াইয়া॥

১ কামাই=রোজগার।

তোমারে জিনিতে পদ্মার হইয়াছে সাধ।
পদ্মারে জিনিয়া আমি ঘুচাইব বিবাদ॥
পদ্মারে জিনিবে শুনি হাস্য হইল তার।
আজ্ঞা দিল কলা কাটি ভেলা বান্ধিবার॥
কহ কলাগাছ তব আনি সব কেটে।
দাসগণ লয়ে যাব গুঞ্জরীর ঘাটে॥
দুই কুড়ি কলাগাছ ডাংগর[1] ভেলা বান্ধে।
মধ্যে মধ্যে খিল দিল সুন্দি বেতের[2] ছান্দে॥

চারি ধারে খুটি তার গাড়িল গজারি।
উপরে বান্ধিল ঘর চৌচালা করি॥
চারি ধারে বেড়া বান্ধি রাখিল দুয়ার।
বিছানা করিল তাতে নেতের কান্থার॥
মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিনী।
চারিদিকে বসাইল চারটি শকুনি॥
রাংগা কুকুড়া দিল শ্বেত বিড়াল আর।
ইহাদের জন্য দিল ছয় মাসের আহার॥
এহি মত ভেলা খান দেখিতে সুন্দর।
বসন্ত কালেতে যেন কামটুংগী[3] ঘর॥

ভেলা বান্ধি দাসগণে সত্বরে দিল জান।
ঘাটেতে আনিয়া মরা করাইল স্নান॥
সুগন্ধি চন্দন দিল সর্ব্বাংগে লেপিয়া।
বিচিত্র বিছানা দিল ভেলাতে তুলিয়া॥
কান্থার ভিতরে মরা বস্ত্রে ঢাকি এরি।
বিদায় মাগে বেহুলা শ্বশুরের পায়ে পড়ি॥
"দেবপুরে যাই মাগো বিদায় দেহ মোরে।
আশীর্ব্বাদ কইর যেন পুন আসি ঘরে॥"
তা শুনি শুলুকা ধরিতে নারে হিয়া।
গলায় ধরিয়া কান্দে ফুকার ছাড়িয়া॥
দ্বিজ বংশীদাসে গান পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

১ ডাংগর=বড়। ২ সুন্দি বেত= এক রকম শক্ত ও সরু বেত।
৩ কামটুংগী= জলাশয়ের মধ্যস্থিত বিলাস-গৃহ।
৪ এরি=এড়িয়া।

"বড় দয়া লাগে বন্ধু না ধরয়ে হিয়া।
স্বরূপে কি যাবে তুমি লখাইরে লইয়া॥
এক রাত্রি সম্বন্ধেতে এত প্রেমবন্ধ।
যে লয় তোমার চিত্ত কি কব ভালমন্দ॥
স্বামী-সঙ্গে না বঞ্চিলে নাহি লাগে দয়া।
কি মতে ছাড়িয়া দিব সাগরে ভাসিয়া॥
জোরের[১] কপোত মম হৃদয়ের নীল।
একবারে উড়িয়া গেল খুপ[২] করি খালি॥
রাজার কুমারী তুমি হও সুবদনী।
কি মতে সহিব দুঃখ ত্যজি অন্নপানি॥
পিঞ্জরের শুক মোর আধার মাণিক।
এহি খানে রহ বন্ধু দেখিব খানিক॥
শরীরে না সহে দুঃখ হেন লয় চিতে।
পক্ষী হয়ে উড়ে যাই তোমার সঙ্গেতে॥"

শুনুকা ক্রন্দন শুনি পাষাণ মিলায়।
ধারাস্রোতে বহে জল দ্বিজ বংশী গায়॥

উজান বইয়া যায় গুঞ্জরীর পানি।
ভেলার উপর কান্দে কন্যা জনমদুখিনী॥
সাত নয় পাঁচ নয় এক রাত্রির কালে।
প্রাণের অধিক পতি খাইয়াছে কালে॥
মরা পতি লইয়া কন্যা দেবপুরে যায়।
দেখিয়া চম্পকের লোক করে হায় হায়॥
"আজি হতে গেল এই চম্পকের বাহার।
বাগান করিয়া খালি গেল পুষ্পসার॥
সোনার মন্দির দেখ আন্ধাইর করিয়া।
সন্ধ্যাকালের বাতি যেন গেলরে নিবিয়া॥"
মরা পতি লইয়া কন্যা যায় দেবপুরে।
তাহা দেখি রাজ্যের লোক হাহাকার করে॥
গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে পশুপাখী।
ছয় ভাইয়ের বউয়ে কান্দে "কেমনে ঘরে থাকি॥"*

১ জোরের=জোড়ের। ২ খুপ=খোপ।

* ইহার পরবর্তী অংশ চন্দ্রাবতীর রচনা।

কেনারামের জীবনে পরিবর্ত্তন

যখন গাইলা পিতা বেহুলা ভাসান।
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম॥
"গুরুগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।
শুনিয়া পাগল হইল পাষণ্ডের প্রাণী॥
কিবা ধন দিব গুরু কোন ধন আছে।
তোমারে যে দিব ধন আইস মোর কাছে॥
ঘড়া ভরা ধন আমি রাখিয়াছি লুকাইয়া।
সাত পুরুষ খাইবা তুমি গৃহেতে বসিয়া॥
মনুষ্য মারিয়া আমি কামাইয়াছি ধন।
জীবন ভরিয়া যত করছি উপার্জ্জন॥
সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায়।
অন্তকালে স্থান গুরু দিও রাঙ্গা পায়॥
ভিক্ষা না করিও আর বাড়ী বাড়ী ঘুরি।
জীবনের কামাই যত দিবাম ঘড়া ভরি॥"

ঠাকুর কহিছে "আমার ধনে কার্য্য নাই।
যে ধন পাইয়াছি আমি তোমাকে জানাই॥
সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন।
মানিকের কাছে দেখ ছিসের[১] মতন॥
এ ধন লইয়া মোর কোন কার্য্য নাই।
তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কার্য্য নাই॥
ভিক্ষা করিয়া আমি পাই চাউল কাড়ি।
ভরিয়া পাপের বোঝা ডুবাই কেন তরী॥
মানুষ মারিয়া তুমি করিয়াছ পাপ।
জীবনান্তে পাবে কেনা তার অনুতাপ॥
চউরাশি নরককুণ্ডে রহিবে ডুবিয়া।
যখন হানিবে যম শিরে দণ্ড দিয়া॥"

আকাশ পাতালে কেনা চাহে বারে বার।
চেয়ে দেখে দশ দিক ঘোর অন্ধকার॥
চারিদিক চাইয়া দেখে না দেখে কাহারে।
"থাক কেহ দেখা দেহ এই অন্ধকারে॥

১ ছিসের=সীসার।

জন্মিয়া না দেখছি মায় না দেখছি বাপে।
সংসার ছাড়িয়াছি আমি কত অনুতাপে॥
কেউ না আছিলা মোর ডাইকা জিজ্ঞাস করে।
কেউ না আছিল হেন শিক্ষা দেয় মোরে॥
আগেতে মরিলা মাও বাপ গেলা ছাড়ি।
বিপাকে পড়িয়া আমি গেলাম মামার বাড়ী॥
দুরন্ত আকালে মামা কোন কার্য্য করে।
জানিয়া পরের পুত্র বেচিল আমারে॥
পাঁচ কাঠা শালি ধান কিস্মত[1] আমার।
কুসঙ্গে মজিয়া হইছি হেন দুরাচার॥
শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ।
এতদিনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোরথ॥
এসব পাপের ভরা ধরা না সহিবে।
মরিলে এসব যদি সঙ্গে নাহি যাবে॥
পাপেতে ডুবিল দেহ আর রক্ষা নাই।
আমারে ছাড়িয়া গেলে ধর্ম্মের দোহাই॥"
"জন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীর জলে।
ডুবিয়া মরিব আমি ঐ না নদীর জলে॥"
ছাপাইয়া বহে নদী হলচ্ তলচ্ পানি।
ভয়ে নাহি বহিয়া যায় সাউদের তরণী॥
শিষ্যগণে ডাক দিয়া কহে কেনারাম।
"যথায় আছে ধনের ঘড়া শীঘ্র করি আন॥"
আউরাইয়া[2] নলের বন দস্যুগণ যায়।
বইয়া আনে যত ধন যে যেখানে পায়॥
কেনারাম বলে "ঠাকুর, দাড়াও নদীর পারে।
পাপের অর্জিত ধন ভাসাইব গাঙরে॥"

এক ঘড়া দুই ঘড়া তিন ঘড়া ধন।
একে একে দেয় সব জলে বিসর্জন॥
পাপের অর্জিত ধন জলে যায় ভাসে।
তা দেখিয়া কেনারাম খলখলি হাসে॥
খাণ্ডা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাথে।
বিদায় চাহিল কেনা গুরুর সাক্ষাতে॥
রক্তজবা আঁখি কেনা পাগলের প্রায়।
আপন দেহের মাংস আপনি কামড়ায়॥

১ কিস্মত=মূল্য। ২ আউরাইয়া=আন্দোলন করিয়া।

"কত পাপ করিয়াছি লেখাজ়খা নাই।
আমার মতন পাপী ত্রিভুবনে নাই॥
কত লোক মারিয়াছি এই খাণ্ডা দিয়া।
আপনি মরিব আজি দেখ দাড়াইয়া॥"

ঠাকুর বলেন "কেনা আর কার্য্য নাই।
স্নান কইরা আস তুমি মুক্তিমন্ত্র দেই॥
মিছা মায়া এ সংসার কেউ কার নয়।
পথিকে পথিকে যেমন পথে পরিচয়॥
টাকাকড়ি ধনজন সঙ্গে নাহি যাবে।
একাকী এসেছ তুমি একা যেতে হবে॥
মরিয়াত কার্য্য নাই শুন কেনারাম॥
দীক্ষামন্ত্র আজি তোরে করিবরে দান॥
আজি হইতে তুমি মোর শিষ্য যে হইলে।
তোমারে লইয়া আমি বাড়ী যাব চলে॥
এই গান শিক্ষা কর মনসা ভাসান।
মায়ের নামেতে তুমি পাবে পরিত্রাণ॥"

এক দুই দিন যায় গুরু সঙ্গে থাকি।
কেনারাম শিখে গীত পিঞ্জিরার পাখী॥
আকাশ ছাপাইয়া গান যায় স্বর্গপুরে।
মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে॥
কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি "মুক্তিভিক্ষা চাই।
এক মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই॥"
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল।
নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল॥
যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়।
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয়॥
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ।
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ॥
শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে।
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গানে॥
পাষাণ মানুষ হইল মহাজনের বরে।
কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥
কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।
পয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্বিজ বংশী-সুতা॥

রূপবতী

(১)

রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে।
বারবাংলার[১] ঘর বান্‌ছে[২] ফুলেশ্বরীর পারে॥
গড় খন্দর[৩] রাজার লাখের জমিদারী।
হস্তী ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাটুয়ারী॥
ঢুলী নাগারচী[৪] রাজার রাজ্যে বাস করে।
রসুনচকী বাজায় তারা হাফার খানা ঘরে॥
সেইত গীত না শুনিয়া রাজা জাগে বিয়ান বেলা।
দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা॥
সভাজনেরে রাজা ডাক্ দিয়া কয়।
"নবাবের দরবারে যাইতে উচিত যে হয়॥"

গণকে ডাকিয়া রাজা দিন স্থির করে।
আষ্ট দিন বাকি আছে যাইতে নবাবের সরে॥
কানা চইতা উভূতিয়া তারা দুইটি ভাই।
পানসী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই॥
ষোল দাঁড় জুইত করে আরও তুলে পাল।
পানসীতে ভরিয়া রাজা তুলে মালামাল॥
আবের[৫] কাঁকই লইল রাজা আবের চিরুণী।
আবেতে রাঙ্গিয়া লইল খাড়ি আর বিউনী[৬]॥

হাত্তীর দাঁতের পাটি লইল গজমতি মালা।
ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা॥
খাজনা উগাইয়া তঙ্কা লইল দশ হাজার।
গাউইয়া বাজুইয়া লইল সঙ্গে এক ঝাড়॥

১ বারবাংলা=বহির্বাটির বাংলা (বাংলো) ঘর।
২ বান্‌ছে=বানাইয়াছে।
৩ খন্দর=নিম্ন জমি।
৪ নাগারচী=যাহারা নাগরা (চর্ম্মযুক্ত ঢোলজাতীয় বাদ্য) বাজায়।
৫ আবের=অভ্র।
৬ খাড়ি আর বিউনী=জালা ও পাখা।

উজান পানি বাইয়া রাজা পানসী বাইয়া যায়।
নাগরীয়া যত লোকে করিল বিদায়॥
দানদক্ষিণা আদি পুণ্যকার্য্য করি।
রাণীর কাছে সঁপিয়া গেল কুলের কুমারী॥

চারিদিকে নানাগ্রাম নেহালিয়া দেখে।
ফুলেশ্বরী উথারিয়া পড়ে নরসুন্দার মুখে॥
সেই নদী ছড়াইয়া যায় ঘোড়া-উত্রা বাইয়া।
মেঘনা স্নায়রে পানসী চলিল ভাসিয়া॥
ঢেউয়ে করে বাইড়াবাইড়ি কাছাড় ভাইংগা পড়ে।
এইমতে যায় রাজা নবাবের সরে॥

তিন মাস থাক্যা রাজা জলের উপর।
চাইর মাসে গেল রাজা নবাবের সর॥
সংগের যতেক দ্রব্য যত লোকজনে।
একে একে ভেট দিল নবাবের স্থানে॥
পুবইয়া[১] আবের[২] কাকই আবের চিরুণী।
চক্ষে না দেখেছি শুধু লোকমুখে শুনি॥
শীতল পাটী পাইয়া তবে শীতল হইল মন।
পাইল ভেটের দ্রব্য যত আয়োজন॥
দশ হাজার তংকা পাইয়া খুসী হইল মিঞা।
রাজচন্দ্রে দিলা ঘর বাছাই করিয়া॥

নবাবের সরে রাজা আছে খুসী মন।
ঘরেতে থাকিয়া রাণী দেখিল স্বপন॥

(২)

এক দুই মাস করি বছর গোঁয়ায়।
কুস্বপন দেখিয়া রাণী করে হায় হায়॥
বছর গোঁয়াইল রাণী তবে এই মতে।
দুই বছর যায় রাণী চাইয়া পথে পথে॥

১ পুবইয়া=পূর্বদেশীয়।   ২ আবের=অভ্রের।

তিন বছর গেল যদি রাজা না আইল।
বিপদ গণিয়া রাণীর বড় চিন্তা হইল॥
ঘরেতে কুমারী কন্যা বিয়ার যোগ্য হইল।
চৌদ্দ বছরের কন্যা আবিয়াইত রইল॥
পাড়ার লোকে কানাকানি রাণী তাহা শুনে।
কি মতে ধরায় কহ মায়ের পরাণে॥
যুবা কন্যা লইয়া মায়ে একলা শুয়ে ঘরে।
রাত্রিদিন করে রাণী চিন্তা জারে জারে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী কি কাম করিল।
রাজার নিকটে এক লিখনি পাঠাইল॥

লেখনিতে লেখে রাণী যত সমাচার।
পরথমে পতির পায়ে করে নমস্কার॥
রাজ্যের আবেস্থা যত লিখিয়া জানায়।
কন্যার কথা লেখে রাণী করিয়া আলায়॥
তিন বছর যায় রাজা আছত বৈদেশে।
ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন্ বেশে॥
পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি।
তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরাণি॥
বিবাহের কাল গেলে উচিত না হয়।
এমন কন্যা ঘরে রাখলে ধর্ম্মনাশ হয়॥

পত্র পাইয়া তুমি বিলম্ব না কর।
শীঘ্র চলিয়া আইস আপনার ঘর॥

এই পত্র লেখ্যা রাণী কোন্ কাম করে।
লোক দিয়া পাঠায় পত্র মুর্শিদাবাদ সরে॥

এক গণক আইল তবে খুড়িগপুথি লইয়া
এই গণক আইয়া কয় গণিয়া বাছিয়া॥
"হুড় পরী জিনি কন্যা পরমা সুন্দরী।
ইহার সুখের কথা কহিতে না পারি॥
রাজার ঘরে অইব বিয়া রাজার পাটরাণী।
সুখেতে কাটাইব কাল কহিলাম আমি॥"

আর গণক বলে "কন্যার চলন-চালন বেশ।
যোগ্য[1] ভুরু আছে কন্যার মাথায় দীঘল কেশ॥
পাশাল কপাল কন্যার মুক্তা দন্তপাট।
এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে রাজার পাট॥
চরণ ধোয়াইব কন্যার শতেক কিঙ্করে।
দক্ষিণ দেশে অইব বিয়া ধনী সদাগরে॥"
আর গণক বলে "কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণ।
পদ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ॥
হাঁটিয়া যাইতে কন্যার চাপিয়া পড়ে পারা।
উত্তরিয়া[2] রাজার ঘর করিবে পসরা[3]॥
পায়ের দুইখানি গোছ যেমন চিরুণী।
এই লক্ষণ থাক্‌লে কন্যা হয় রাজরাণী॥"

আর গণক আইসা তবে হস্ত দেইখা কয়।
ঝটিতে হইবে বিয়া নাহি কোন ভয়॥
পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি।
চক্ষু দুইটি দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জনী॥
গণ্ডেতে সিন্দুরের ঝালা চান্দের বরণ।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিলাম তার অতি সুলক্ষণ॥
রাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাহি থা।
একে একে হইব কন্যা সাত পুত্রের মা॥"

আর গণক বলে "কন্যার কাল চক্ষের মণি।
ভাগ্যমতী হবে কন্যা হবে রাজরাণী॥
রিষ্টিতে আছিয়ে দোষ কোষ্ঠী ফলে ঝালা।
গর দোষ আছে কন্যার কাট এই বেলা॥
উত্তম বসন জোর আর সবরী কলা[4]।
ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুল আন সাজাইয়া ডালা॥
দ্বাদশ ব্রাহ্মণে আনি করাও ভোজন।
গরদোষ কাটিয়া যাইবে ততক্ষণ॥
তীর্থজলে যাইব ছিনান করাইয়া।
আইজ যাইব গরদোষ কাল হইব বিয়া॥"

১ যোগ্য=যুগ্ম। ২ উত্তরিয়া=উত্তরদেশীয়।
৩ পসরা=উজ্জ্বল। ৪ সবরী কলা=চাটিম কলা।

এই সব করে রাণী ভক্তিযুত মনে।
বাড়ী আইল রাজচন্দ্র বিয়ার কারণে॥

(৩)

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজার বরণ হইছে কালি।
রাজ্য নাহি করে রাজা নাহিক ঠাকুরালী॥
শয়ন করিয়া রাজা কভু না ঘুমায়।
উঠি বসি করে রাজা করে হায় হায়॥
তাহারে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল।
"কি কারণে প্রাণপতি এমন হইল॥
তাম্বুল-চুয়া পইড়া থাকে বাটায় পড়িয়া।
নিদ্রা নাহি যাও তুমি পালঙ্কে শুইয়া॥
থালেতে পড়িয়া থাকে চিক্নির ভাত[১]।
অন্নব্যঞ্জনে কেন নাহি দেও হাত॥
প্রাণের দোসর কন্যা তারে নাহি দেখ।
একদিন কাছে পাইয়া মা বলিয়া না ডাক॥
বিষ হইল ঘরবাড়ী বিষ হইলাম আমি।
কর্ম্মদোষে বিষ হইল ঘরের নন্দিনী॥
বিয়ার কাল গেল কন্যার না কর ভাবন।
তোমায় দেখ্যা হইল আমার নিকট মরণ॥"

"শুন শুন রাণী আরে কহি যে তোমারে।
(আরে কহি যে তোমারে)
কলিজা খাইছে মোর জলের কুম্ভীরে॥
বনের বাঘে খাইছে মোর সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
শেলেতে বিন্ধিয়া বুক হইছে দুই চির[২]॥
কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুমি।
কুক্ষণে আমার কাছে লিখিলা লিখনী॥
লিখনী লইয়া গেলাম নবাব দরবারে।
লিখনী দেখিয়া মোরে জিজ্ঞাসা যে করে॥
যখন দেখিল বেটা পত্র লেখা আছে।
ভর যুবতী কন্যা বিয়ার বাকী রইছে॥

১ চিকনির ভাত=সরু চালের ভাত। ২ চির=চিড়।

দেশে ফিরব বল্যা যখন চাহিলাম বিদায়।
আমারে কহিল বেটা 'শুন ওহে রায়॥
শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরৎ জামালী[১]।
আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী॥
খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান।
দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম॥
ঝটিতি চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
যাবত যোগাড় আমি করি নিজপুরে॥*

জাতিনাশ ধর্ম্মনাশ বাইচ্যা কাজ নাই।
রাজত্বি ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই॥
পর্তিজ্ঞা করিয়াছি আমি মনেতে ভাবিয়া।
'কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া॥
মালী ডোম আইজঙ্গ[২] না করব বিচার।
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার॥'
মুসলমানে কন্যা দিতে নাহি সরে মন।
রাজত্ব হইল আমার কর্ম্মবিড়ম্বন॥
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি।
এ বিষ না ঝাড়তে পারে ওঝা ধন্বন্তরী॥"

এই কথা শুন্যা রাণী চিন্তিত হইল।
বাড়ীর নফরে এক ডাক দিয়া আনিল॥
আজ রাত্রি যায় যদি অইব সর্ব্বনাশ।
রাত্রি যেন থাকে সূর্য্য না হয় পরকাশ॥
আছিল বাড়ীর বক্সী নামেতে মদন।
দেখিতে সুন্দর রূপ * * * * নন্দন॥
হাটবাজার করে ডাকের আগে খাড়া।
সুন্দর কুমার সে যে প্রভাতিয়া তারা॥
বাহির অন্দরে ছেড়া[৩] করে আনাগোনা।
অঙ্গেতে মাখিয়া তার হইছে কাঞ্চা সোনা॥

১ ছুরৎ জালানী=শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।
২ আইজঙ্গ=হাজং (গারো পাহাড়ের উপজাতিবিশেষ)। ৩ ছেড়া=ছোকরা।

* ইহার পরের অংশের পাঠান্তর এই অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।—সুখময় মুখোপাধ্যায়

ডাক দিয়া আন্যা রাণী মদনের আগে কয়।
"পুত্রের সমান তুমি না করিও ভয়॥
দারুণ পরতিজ্ঞা রাজা যে মতে করিল।
পুর্ব্বাপর বিবরণ রাণী সকল কহিল॥
শুন শুন মদন আরে কহিযে তোমারে।
নিশি ভোর কালে তুমি যাইয়ো শয়নমন্দির-দ্বারে॥
হুক্কাতে তামুক লইয়া ছল কইরা যাইও।
মন্দির-দুয়ারে তুমি গিয়া খাড়া হইও॥"

না ভাবিল উত্তর-পশ্চিম না ভাবিল পুব।
কিসের লাগিয়া রাণী কহে এমন অপরূপ॥
শয়ন-মন্দিরে রাণী করিল গমন।
নিশিভোরে দুয়ারে দাঁড়াইল মদন॥
আজল কাজল মেঘ আকাশের গায়।
পুর্ব্বদিকে লাল সুরুয উঁকি দিয়া চায়॥
নহবত বাদ্য বাজে হাফারখানা ঘরে।
পালঙ্ক ছাড়িয়া রায় উঠিল সত্বরে॥
রাণী ত খুলিয়া দিল কপাটের খিল।
মন্দির ছাড়িয়া রাজা হইল বাহির॥

নেউলিয়া[1] রাজচন্দ্র দেখিল চাহিয়া।
নফর চাহিয়া আছে হুক্কা হাতে লইয়া॥
জলচৌকি সোনার ঝাড়ি তাতে শীতল পানি।
হাতমুখ ধুইল রাজা শীতল পরাণি॥
মদনে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা যে করে।
"কি কারণে আইলা তুমি আমার মন্দিরে॥"

"রাজার নফর আমি হুকুমের চাকর।
আমার যাইতে নাহি মানা বাহির আন্দর॥
বার বছর ধইরা আমি করি তাবেদারী।
এইখানে আছি আমি হইয়া শিরের পরী[2]॥"

কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কেবা বাপ মাও।
পরিচয় জানতে রাজা নফরে জিগায়॥

১ নেউলিয়া=ফিরিয়া। ২ শিরের পরী=শিয়রের প্রহরী।

পরিচয় পাইয়া রাজা সানন্দিত মন।
বিবাহ-কারণে করে মঙ্গল আয়োজন॥
শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল।
শুভলগ্ন পাইয়া রাজা কন্যা দান দিল॥
যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম।
জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দি গ্রাম॥

(তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তর*)

রাজা বলে "রাণী আমি যুক্তি স্থির করি।
নবাবে না দিলে কন্যা না থাকিবে জমিদারী॥
জয়পুর সব দিব দরিয়ায় ভাসাইয়া।
গর্দ্দান লইবে আসি পাঠানে বান্ধিয়া॥
কন্যার লাগিয়া মোর ঘটিল জঞ্জাল।
এই কন্যা হইল মোর পরাণের ফাল্[1]॥
জাতিনাশ ধর্ম্মনাশ গো রাণী উপায় না দেখি।
আখরির দিন[2] গেল আর নাহি বাকি॥
এই দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে।
পাঠাইতে হইবে কন্যা তাহার অন্দরে॥
বিষ কি খাওয়াইয়া মারি আগুন জ্বালাই।
কোন্ দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই॥
আয়োজন কর রাণী পাঠাও কন্যারে।
গলায় কলসী বান্ধ্যা আমি ডুবিব সায়রে॥"
এই কথা শুন্যা রাণী কোন কাম করিল।
মনেতে ভাবিয়া রাণী যুক্তি স্থির কৈল॥
বাড়ীর নফর ছিল মদন তার নাম।
দেখিতে সুন্দর বড় রূপের কাঠাম॥
পূজার ফুল তুল্যা আনে ডাকের আগে খাড়া।
দেখিতে সুন্দর রূপ আসমানের তারা॥
জাতি না ভাবিল রাণী কুলমানের কথা।
এই মতে ছাড়ে রাণী কন্যার মমতা॥

১ ফাল্=লাঙ্গলের অগ্রভাগ। ২ আখরির দিন=শেষ দিন।

* প্রকৃতপক্ষে ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের পাঠান্তর।—সুখময় মুখোপাধ্যায়

ঘরে থাক্যা রূপবতী এতেক না জানে।
নিশিকালে গেল রাণী তার বিদ্যমানে॥
পালঙ্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান।
দেখিয়া সুন্দর কন্যা মায়ের কান্দিল পরাণ॥
সুবর্ণ কপোতী মায়ের হৃদয়ের নলী।
কেমনে উড়াইয়া দিব খোপ কইরা খালি॥
"উঠ উঠ রূপবতী আঁখি মেল্যা চাও।
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মাও॥
উঠ উঠ কন্যা আরে দেখ চক্ষু চাহিয়া।
নগরে আগুন লাগল তোমার লাগিয়া॥
তোমার লাগিয়া রাজা জলে ডুইবা মরে।
তোমার লাগিয়া আমরা যাই বনান্তরে॥"
স্বপ্ন দেখে রূপবতী মায় কাইন্দা জার[১]।
নগর জুড়িয়া উঠে ক্রন্দন হাহাকার॥
স্বপন দেখিয়া কন্যা উঠিয়া বসিল।
শিয়রে দাঁড়াইয়া মায় কান্দিতে লাগিল॥
"কি কারণে কান্দ মাগো কও কও শুনি।
পরাণে না সয় দেখ্যা তোমার চক্ষের পানি॥
কি অপরাধ আমি করিয়াছি পায়।"
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মায়॥
"তোর দোষ নাইলো কন্যা কপালেরে দোষি।
বিধাতা করিল মোরে এমন নৈরাশী॥
শীতল মন্দিরে মোর লাগিল আগুনি।
আর না দেখিব তোর চান্দমুখখানি॥
আর না শুনিব তোর মুখে মা মা বুলি।
পোষনিয়া পংখী মোর কাটিল শিকলি॥"

১ জার=জর্জরিত।

না গাইল বিয়ার গীত না হইল আচার।
পুরীতে না দিল কেউ মংগল জোকার॥
পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ না মাগিল মায়।
বিয়ার হলদি না মাখিল কন্যার গায়॥
জল না ভরিল কেউ না গাইল গান।
শোকেতে কান্দিয়া মরে মায়ের পরাণ॥

আন্ধাইরা নিঝুম রাতি আশমানে জ্বলে তারা।
মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া॥
লাজেতে গলিয়া পড়ে[১] কন্যার মাথার কেশ।
আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ॥
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমর্পণ॥
লইয়া কন্যার হাত মদনেরে দিল।
কেহ না জানিল মায় কন্যা সমর্পিল॥
কেহ না দিল তায় মংগল জোকার।
বিবাহের গীত হইল ক্রন্দন হাহাকার॥
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইল মায় কাইন্দা মরে।
হাতে হাতে সমর্পণ করিল ঝিয়েরে॥

* * * *

"শুন শুন মদন আরে কহি যে তোমারে।
মায়ের দুলালী কন্যা দিলাম তোমারে॥
বংশের পরদীম্ মোর একমাত্র ঝি।
তারে সমর্পণ কইলাম আর কৈবাম কি॥
ছিঁড়িয়া বুকের নলী দিলাম তোমারে।
পোষা পাখী দিলাম আমার ভাংগিয়া পিঞ্জরে॥

১ গলিয়া পড়ে=এলাইয়া পড়ে।

---

* ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই অংশটিকে "চতুর্থ অধ্যায়" হিসাবে চিহ্নিত করিলেও তৃতীয় অধ্যায়ের মূলপাঠের শেষ ছয় চরণের ("শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল।...জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দি গ্রাম॥") সহিত এই তথাকথিত চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম যোল চরণের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে এই অংশটি তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তরেরই অনুসৃতি।—সুখময় মুখোপাধ্যায়

বনে থাক জলে থাক রাইখ মায়ের কথা।
এই কন্যার মনে তুমি নাহি দিও ব্যথা॥
সুখে রাখ দুঃখে রাখ তুমি প্রাণপতি।
তুমি বিনে অভাগীর নাহি অন্য গতি॥"
মায়ে কান্দে ঝিএ কান্দে কান্দি জারজার।
গাছের ডালে বসি কান্দে পবন পক্ষী আর॥

* * * *

নিশিরাইতে ডাক্যা মায় মাঝিমাল্লা আনে।
নগরীয়া লোক তাহা কেহ নাহি জানে॥
পুরের মাঝি কানা চইতা একচক্ষু কান।
তাহারে করিল মায় ধনরত্ন দান॥
রূপবতী কন্যা লইয়া উঠিল ত্বরিতে।
ঝি-জামাইয়ে রাণী বিদায় কৈল এইমতে॥

নিশিরাইতে বাইয়া তারা যায় তরীখানি।
পাল টাংগাইয়া চলে তের বাঁক পানি॥
চৌদ্দ বাঁকের মাথায় গিয়া রাত্রি ভোর হইল।
সেই খানে গিয়া কানা তরী লাগাইল॥
"রাণীর হুকুম বলি শুন চরনদার[১]।
রজনী হইলে ভোর বিদায় আমার॥"

গাঁও-গেরাম নাই কাছে অলছতলছ পানি।
বনে ডাকে বাঘ-ভালুক জলে কুম্ভিরিণী॥
সেইখানে দুই জনে বনবাস দিয়া।
দেশের ভায়[২] চলল চইতা তরীখানি বাইয়া॥

* * * *

"বাপের বাড়ীর পান্সীরে কোথায় চল্যা যাও।
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও॥
মায়ের আগে খবর কইয়ো দুখিনী ঝিএরে।
মাঝিমাল্লা দিয়া গেল এই না বনান্তরে॥
বাপের আগে কইও খবর অন্য কেহ নাই।
বনেতে পড়িয়া কেমনে জীবন গোঁয়াই॥
চলিতে চলিতে পান্সী আর দেখা নাই।
বনের হরিণী যেমন বনেতে বেড়াই॥

১ চরণদার=আরোহী।
২ ভায়=প্রতি।

শুন শুন পবন আরে যাও মায়ের আগে।
রূপবতী কন্যা তার খাইছে জংলার বাঘে॥"
"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা কান্দিলে কি হয়।
বিধাতা লিখ্যাছে বল কোন্ জনে খণ্ডায়॥
শিরে কইলে সর্পাঘাত ওঝার কিবা করে।
কর্ম্মদোষে আমরা দুইজন আইলাম বনান্তরে॥
দেবের নৈবেদ্য করে কুক্কুরে ভোজন।
তার লাগিয়া কন্যা তুমি করিছ ক্রন্দন॥
আমিত চণ্ডাল কন্যা তুমি গঙ্গার পানি।
না ধরিব না ছুঁইব তোমার চরণখানি॥
ক্ষিদায় দিয়াম বনের ফল তিয়াষে দিয়াম পানি।
গাছের পাতা পাইড়া দিয়া করিব বিছানি॥
রাজার দুলালী কন্যা নাহি জান কেক্লেশে।
একলা কইরা কেমনে তুমি থাকবা বনবাসে॥
বনের দোসর সংগী আমিত নফর।"
কথা শুন্যা কান্দ্যা কন্যা করিলা উত্তর॥
"শুন শুন প্রাণপতি কই যে তোমায়।
তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায়॥
বনে জঙ্গলায় থাকি তুমি মোর স্বামী।
তুমি বিনা অন্য কারে নাহি জানি আমি॥
এতেক করিল বিধি কপালেরে দোষি।
আমার লাগিয়া বন্ধু তুমি বনবাসী॥"

(৫)*

কাংগালীয়া জাংগালীয়া তারা দুইটি ভাই।
জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্য্য নাই॥
কোমরে বান্ধিয়া ডোলা[১] হাতে লইয়া জাল।
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল॥
ঘুরিতে ঘুরিতে তারা এইখানে আইল।
রূপবতী কন্যার সংগে বনে দেখা হইল॥

১ ডোলা=মৎস্যাধার।

* এই অংশটিও তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তরের অনুসৃতি।—সুখময় মুখোপাধ্যায়

দুই ভাইয়ের তিন বিয়া পুত্রকন্যা নাই।
ঘরের যে বড় বউ নাম তার পুনাই ॥
"পুনাই পুনাই বলি" কাঙ্গালিয়া ডাকে।
ঘরের বাহির হইয়া পুনাই চাইয়া তবে দেখে ॥
আচানক[1] পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী।
জিনিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী ॥
লক্ষ্মীর সমান রূপ সর্ব্বসুলক্ষণ।
পুনাই বলি কাঙ্গালিয়া ডাকে ঘনঘন ॥
"সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম বিফলে।
কানপনা[2] না পাইলাম আজি নদীর জলে ॥
পন্থে পাইয়া লক্ষ্মী টুকাইয়া আনি।
যত্ন কইরা এই ধন পাল নিয়া তুমি ॥"

পুত্রকন্যা নাই পুনাইর বড় দুঃখ মন।
কন্যারে দেখিয়া পুনাইর আনন্দিত মন ॥
কার কন্যা কেবা বাপ কোথা তোমার বাসা।
একে একে যত কথা করয়ে জিজ্ঞাসা ॥
একে একে যত কথা জিজ্ঞাসয়ে আর।
"সঙ্গেতে পুরুষ দেখি কি হয় তোমার ॥"
"নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই।
জলের শেওলা-সম ভাসিয়া বেড়াই ॥
কপালের দোষে হইয়াছিলাম বনবাসী।
দুঃখেতে পড়িয়া কাটাই যত দিবানিশি ॥
দৈবযোগে দেখা হইল তোমাদের সনে।
স্থান মাগি ধর্ম্মের মাওগো তোমার চরণে ॥"
পোলা নাই পুরি নাই পুনাইর শূণ্য ত্রিসংসার।
পুত্রকন্যা পাইল পুনাই ত্রিজগতের সার ॥

* * * *

(৬)

"শুন শুন প্রাণপ্রিয়া কই যে তোমারে।
পক্ষকালের জন্য বিদায় দেও ত আমারে ॥
ছয় বচ্ছর কাটাইলাম তোমার বাপের কাছে।
আমার বাপ-মাও কি প্রাণে বাঁচ্যা আছে ॥

১ আচানক=অচেনা। ২ কানপনা=একজাতীয় ক্ষুদ্র মাছ।

একবার দেখ্যা আইয়াম্ তাদের মুখখানি।
কিছু কালের জন্য কন্যা মাগিগো মেলানি॥"

দিশা :—ভ্রমররে নিশা যায় বইয়া।

"কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আঁখি।
কোন্ বিধাতায় গড়ছে তোমায় কইরা বনের পাখী॥
শুন শুন ভ্রমররে আমার মাথা খাও।
উদ্দেশ করিয়া দেখ বন্ধুরে নি পাও॥
এক পক্ষ চল্যা গেল মরা চান্ জীরে।
কেন না আইল বন্ধু কিসের লাগিয়ে॥
আর পক্ষ যায় বন্ধুর পথপানে চাইয়া।
অভাগীর কথা বন্ধু গেছে কি ভুলিয়া॥
পন্থের পানে চাইয়া থাকি বন্ধুর লাগিয়া।
চক্ষে ঝুরে মাকড়াসা আন্ধার লাগিয়া॥

ভুলিয়া গাঁথিলাম মালা মালা হইল বাসি।
এমন যৈবনকালে বন্ধু হইল বৈদেশী॥
রাইত যায় আমার আশে দিনে আইব বলি।
পন্থের পানে চাইয়া থাক্‌তে চক্ষে পড়ে বালি॥"

এইমত কান্দে কন্যা সকরুণ মন।
ওদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ॥
রাজা যে মারিল ডঙ্কা সহরে বাজারে।
যেজন ধরিয়া দিবে তার দুষমনেরে॥
জাতি নাশ কৈল দুষমন কুলে দিল কালি।
দুষমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি॥
ছুটিয়া ছুটী গাইল মালাবতীর ঠাঁই।
তোমার সোয়ামীরে ধইরা নিছে আর রক্ষা নাই॥
শিরেতে পড়িল বাজ বুকে পড়ে হানা।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রূপবতী কন্যা॥

* * * *

"শুন শুন পুনাই ধর্ম্মের মাও গো
(ছাইড়া দে)।
কি শুনিলাম কানে ওগো কি শুনিলাম কানে
(ছাইড়া দে)॥

রাজার ঘরে জন্ম লইয়া হইলাম বনবাসী
আর কারে বা দিব দোষ কপালেরে দোষি গো
(ছাইড়া দে)।
নিশিরাইতে সংগ্যা দিল অভাগিনী মাও
ভাব্যাচিন্তা আন্ধাইর পথে বাড়াইলাম পাও গো
(ছাইড়া দে)॥
পইড়া রইল দালান কোঠা যত দাসদাসী
বন্ধুরে লইয়া আমি হইলাম বনবাসী গো
(ছাইড়া দে)।
দৈবযোগে ধর্ম্ম-পিতার সনে হইল দেখা
অভাগিনীর ভাগ্যে বিধি সুখের পাইলাম দেখা গো
(ছাইড়া দে)॥
মা ভুললাম, বাপ ভুললাম, ভুললাম বাড়ীঘর
এই ছিল কর্ম্মের লেখা আপন হইল পর গো
(ছাইড়া দে)।
বানাইয়া পানের খিলি তুল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গো
(ছাইড়া দে)॥
জ্বালাইয়া ঘিরতের বাতি একদিন না দেখিলাম
—বন্ধুর চান্দ মুখ গো
ফালাইয়া[1] শীতল পাটী না শুইলাম বন্ধুর সনে গো
(ছাইড়া দে)।
দুই দিন না বঞ্চিলাম সুখের গিরবাস
কর্ম্মফেরে অভাগিনী হইল নৈরাশ গো
(ছাইড়া দে)॥
গাঁথিয়া পুষ্পের হার একদিন নাহি দিলাম বন্ধুর গলে গো
রাঁধিয়া চিকণের ভাত তুইল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গো
(ছাইড়া দে)।
দেইখা আমি ধর্ম্মের মাও গো ছাইড়া দে॥

পরবোধ না মানে কন্যা পুনাই বুঝায়
যতই বুঝায় কন্যা করে হায় হায়।
রূপবতী বলে "মাও
ধরি তোমার দুই পাও
আমারে লইয়া চল যাই।

১ ফালইয়া=পাতিয়া।

যেখানেতে গেছে পতি
অইবাম মরণের সাথী
জীবনে আমার কার্য্য নাই॥
মনে মনে দুঃখ পাইলাম
একদিন না বঞ্চিলাম
করিলাম পতি সংগে ঘর।
দুষ্মন হইল বাপ
চিত্তে মোর দিল তাপ
মাও বাপ হইয়া হইল পর॥
বিষ খাইয়া মরবাম গো আমি
যদি না দেখাও স্বামী
গলেতে তুলিয়া দিবাম কাতি।"
পুনাই বুঝাইয়া কয়
এ বড় বিষম হয়
বইল্যা কইয়া পোহাইল রাতি॥

প্রভাতে উঠিয়া পুনাই কোন্ কাম করে।
নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাঙ্গাইলারে॥
জাঙ্গাইলা আনিল পানসী ঘাটেতে লাগায়।
কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায়॥

দরবারে বসিয়াছে রায় পাত্রমিত্র লইয়া।
দরবারের ঘরে পুনাই খাড়া হইল গিয়া॥
কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়া পাছে দুই ভাই।
পর্থমে দরবারে দিল ধর্ম্মের দোহাই॥
রাজার দোহাই দিয়া পুনাই যোড়হাতে কয়।
"এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয়॥
কোন্ দোষে জামাই মোর বন্দীখানা ঘরে।
কিসের লাগিয়া তুমি আন্যাছ তাহারে॥"

পাত্রমিত্রগণ তবে পুনাইরে জিজ্ঞাসে।
"কার জামাই কোথায় ঘর আইল বন্দীবেশে॥"

পুনাই কান্দিয়া কয় "বড় দুঃখের ঝি।
তাহার দুষ্কের কথা কহিবাম কি॥
শুন শুন রাজা আরে কহিযে তোমারে।
পালিয়া পংখিনী কও কেবা মারে তীরে॥

শুন শুন রাজা আরে কহিযে তোমায়।
ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায়॥
বাগোয়ান লাগাইয়া বল কেবা গাছ কাটে।
পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার ঘটে॥
নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান।
সেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান॥
জামাই কন্যার কহ কিবা দোষ আছে।
স্বামী হারাইয়া কন্যা কি রকমে বাঁচে॥
পাগলিনী হইয়া কন্যা জলডুব্‌তে চায়।
বাউরা[1] কন্যারে ধইরা রাখন দায়॥
আমার কথা রাখ্যা যাও বন্দীখানা ঘরে।
আগে কেনে বিয়া দিলা মারবা যদি পরে॥
বনবাসী হইল কন্যা ছিল পরের ঘর।
মাও বাপ হইয়া তোমরা কেনে হইলা পর॥"
গালি পাড়ে পুনাই শুনে সভাজন।
রাজার হইল মনে কন্যার বদন॥
সকরুণ-মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে।
পাত্রমিত্র জনে রাজা বুঝাইয়া বলে॥
রাজার আদেশে হইল বিয়ার আয়োজন।
বন্দীখানা হইতে মুক্তি হইল মদন॥
হাতী ছিল ঘোড়া ছিল আর জমী বাড়ী।
জামাই কন্যায় লেখ্যা দিল বাড়ীর জমিদারী॥
বাড়ীতে বান্ধিয়া দিল বারদুয়ারী ঘর।
রূপবতী লইয়া জামাই যায় নিজ ঘর॥

—o—

১ বাউরা=পাগলিনী।

দেওয়ানা মদিনা
বা
আলাল দুলালের পালা

(১)

সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রইয়া।
আমি নারী মইরা গেলে আর নাই সে করবা বিয়া॥
আমি আভাগী রে পিয়া কই তোমার কাছে।
শিয়রে খাড়াইয়া যম বাকি কয় দিন আছে॥
শরীল অইল মাটি মুখে কালা ধরে।
দুই দিন পরে শুইবাম কুয়ার কয়বরে॥
ঘরে রইল আলাল দুলাল তারা দুইটি ভাই।
আভাগী মায়ের আর কোনি লক্ষ্য নাই॥
শুন শুন ওহে গো পতি—পতি আরে বলি যে তোমারে।
কোলের ছাওয়াল আলাল দুলাল রাখ্যা যাই ঘরে॥
শুন শুন ওহে গো দেওয়ান কইয়া বুঝাই আমি।
দুধের বাচ্ছা দুই-না পুতে সপলাম অভাগিনী॥
সাক্ষী থাক্য চান্দসুরুজ্ আরে দুই নয়নের আখি।
তার হাতে সপ্যা গেলাম আরে আমার পোষা পাখী॥
সাক্ষী থাক্য কিতাব কোরাণ আরে সাক্ষী যে তোমরা।
আলাল দুলালের লক্ষ্য নাই সে তুমি ছাড়া॥
সাক্ষী অইয়ো নদী নালা জংগলা পাহাড়ী।
বনের না পইখ পাখালী আমি তারে সাক্ষী করি॥
আমিত আভাগী মাও আরে যাইরে ছাড়িয়া।
কোলের ছাওয়াল শিশুরে নেও কোলেতে তুলিয়া॥

কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চক্ষে পড়ে কালি।
টান দিয়া বুকে লইল "পুত্র পুত্র" বলি॥
"সোনার কলি আলাল দুলাল আর তারার দিকে চাইয়া।
আমার মাথা খাও পিয়া আর নাই সে কর বিয়া॥

সতীন বালাই কিয়া কই তোমার কাছে।
এতিম[1] ধনেরা মোর দুঃখু পাইব পাছে॥
সতীনের ছাওয়াল কাঁটা সতীন মায়ে লাগে।
সেই না কাঁটা তুলে সতাই সগলের আগে॥
শুন শুন পরাণের পতি মোর কথা রইয়া।
সতাইয়ের গল্প এক শুন মন দিয়া॥

'দীঘির দক্ষিণ পাড়ে আরে দারাক[2] গাছের ডালে।
কইতরা কইতরী দুই থাকে তার খোরলে॥
চিত্ত সুখে নিত্যি তারা প্রেম আলাপনে।
সুখে দিন যায় তারার দুঃখু নাই সে জানে॥

"এইনা মতে কতদিন যায়রে চলিয়া।
দুই ডিম রাখ্যা কইতরী গেলরে মরিয়া॥
ডিম লইয়া কইতরা পড়িল ফাঁপরে।
খালি বাসা থইয়া নাইসে নড়িবারে পারে॥
অনাধারে কইতরা আরে বস্যা দেয় উম[3]।
সারা রাইত পর দেয় নাই যে চউখে ঘুম॥
কত কষ্টে ডিম দিয়া আরে যতন করিয়া।
দুই ডিমে দুই বাচ্ছা আরে লইল খুটিয়া॥
একেলা কইতরার আর তখন নাইসে চলে।
কেবা আধার আনে আর কে থাকে খোরলে॥

নিরুপায় ভাব্যা কইতরা আরে কোন্ কাম করে।
এক না কইতরী আন্যা তার জোরী[4] করে॥
কইতরা কয় শুন আলো তুমি যে কইতরী।
আমি যাই আধার আন্তাম তুমি থাক বাড়ী॥
বাচ্ছায় উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাকিয়া।
বাচ্ছারা মোর অইল ওরে বড় দুঃখ পাইয়া॥
যতন কইরা রাখ্য ওলো যাইতে না হয় দুখ।
বড় অইলে তারা পরে পাইবা সুখ॥
চারা গাছ পানি দিয়া আগে বড় কইরে।
বড় অইলে মিঠাফল সুখে খাইবা পরে॥"

১ এতিম=অনাথ।
২ দারাক=হিজলজাতীয় এক প্রকার গাছ।
৩ দেয় উম=তাপ দেয়।
৪ জোরী=জুড়ি।

এই না কথা বুঝাইয়া আরে গেল চলিয়া।
কইতরী ভাবয়ে মনে বাসাতে বসিয়া॥
"বালাই সতীন্ গেছে রাখ্যা দুই কাঁটা॥
বড় অইলে আমার নাছিবে কেবল মুড়্যা ঝাঁটা॥
সতীনের বাচ্ছায় কবে বুঝে সতাইর সুখ।
আখেরে আমার কপালে আছে বড় দুখ॥
আমার বাচ্ছার এরা অইব দুষ্মন।
সেই না কারণে সদা অইব কেবল দন॥
এমন বালাই আমি উম দেই বইয়া।
দুগ্ধ দিয়া অজাগর রাখ্তাম পালিয়া॥
দুঃখুরে ডাকিয়া আমি না আনিবাম ঘরে।
বালাই দূর কর্বাম আমি মারিয়া এবারে॥"
"কইতরা গেছে তখন আধারের লাগিয়া।
আধার আনিলে খাইবাম দুইজনে মিলিয়া॥
উইড়া দুষমন্ আইছে আরে পইড়া কর্ত।
আমার মুখের গরাস কাড়িয়া লইত॥
এমন বালাইয়ের গলা ঠোঁটে না ছিড়িয়া।
দুষমণের কাঁটা দেই দূর করিয়া॥"

এই না বলিয়া কইতরী কোন্ কাম করে।
গলাতে ধরিয়া ঠোঁটে আছড়াইয়া মারে॥
মারিয়া দুই বাচ্ছা পরে আরে জঙ্গলায় ফালায়।
আধার লইয়া কইতরা আরে বাসার পানে যায়॥

কইতরায় দেখ্যা কইতরী আরে জুড়িল কান্দন।
কইতরা জিগায় "কান্দ কিসের কারণ॥"
কইতরী কহে "শুন আরে খসম আমার।
আধার আনিতে গেলা আরে দিয়া বাচ্ছার ভার॥
এমন সময়ে এক গিরধনী আসিয়া।
আমার বুক অইতে নিল জোরে সে কাড়িয়া॥
গিরধনীর মুখে বাচ্ছারা হারাইল পরাণি।
সেই না কারণে আমি কান্দি আভাগিনী॥"
এই কথা শুন্যা কইতরা কান্দে জার জার।
"মোরে থইয়া কোথায় গেল ছেউরা বাচ্ছারা আমার॥
কত কষ্ট পাইলাম হায়রে তারার লাগিয়া।
কোন পথে গেল তারা বুকে ছেল দিয়া॥

আগুনি জ্বলিল হায়রে আমার অন্তরে।
হায়রে দারুণ বেথা চিত্তে নাই সে ধরে॥"

"এই মতে কইতরা আরে কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে কইতরী হাসে বালাই কর্‌লাম দূর॥
সতীন্ বুঝয়ে নাহি সে সতীপুত্রের ব্যথা।
অন্তুম[1] কালে সোয়ামী গো রাখ মোর কথা॥
রাখ মোর কথা পিয়া আরে মোর মাথা খাও।
ছেউরা[2] পুতেরার পানে আঁখি মেল্যা চাও॥"
এই না কথা কইয়া পরে সেই তো না নারী।
মায়ার সংসার ছাড়্যা তবে গেলা নিজ বাড়ী॥

(২)

আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর।
আলাল দুলাল কাইন্দা অইল জর্ জর্॥"
কান্দিয়া কান্দিয়া তারা ভূমিতে লুটায়।
দানা পানি ছাড়্যা কেবল করে হায় হায়॥
মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জান্‌ব কি।
মায়ের বুকের লৌ[3] পুত্র আর ঝি॥
দুই না ছেউরা ছাওয়ালে বুকেতে করিয়া।
সোনাফর মিঞা কান্দে মাথা থাপাইয়া॥
দুধের ছাওয়ালে কেমনে বাঁচাই পরাণে।
অনাধারে মরে কেমনে দেখিব নয়ানে॥
মা মা বল্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে।
বুকেতে আমার হয়রে ছেল যেমন বিন্ধে॥
কি দিয়া বুঝাইয়া রাখি ছেউড়া পুত্রেরে।
কেবা খাওন দেয় আরে পড়িলাম ফেরে॥
মর্‌যাত না গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া।
তিনলা পরাণি মার্‌যা গেছ পলাইয়া॥
কি দুষ্‌মনি কইরাছিলাম আর জনমে আমি।
তার পর্‌তিশোধ লইলা এই না জন্মে তুমি॥

১ অন্তুম=অন্তিম।
২ ছেউরা=মাতৃহীন।
৩ লৌ=লহু, রক্ত।

বান্যাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাহি মোর সমান।
অদুন্যাই[1] ধন দৌলত গোলাভরা ধান॥
পন্থের ফকীর অইল আরে আমার থাক্যা সুখী।
দুনিয়াতে নাই আর আমার মতন দুখী॥
কি করিব ধন দৌলতে আর কি ছার দেওয়ানি।
দিলের দুঃখেতে যদি চক্ষে ঝরে পানি॥
কেবা খাইব আমার যে এই ধন দৌলত।
শূন্য অইল ঘর মোর মরিয়া আওরাত॥
বুকে ছেল দিয়া গেলা তুমি কোন্ পরাণে।
দুনিয়া যে দেখি আমি আন্ধাইর নয়ানে॥
তুমি যে আছিলা আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তুমি যে আছিলা আমার হৃদ্-পিঞ্জরার পংখী॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি বাঁচি কোন্ পরাণে।
তেজিতাম পরাণি আমি তোমার কারণে॥
তোমার পিছ লইতাম আমি এই আছিল মনে।
দুধের বাচ্ছা রাখ্যা গিয়া ফালাইলা বে-নালে[2]॥"

এইনা কান্দে দেওয়ান আরে বুক না কুটিয়া।
পাড়া পড়শী পরা'ব পাইল তারে না বোঝাইয়া॥
ঘর খালি অইল আর গুরজান[3] না চলে।
সোনার সংসার বের্ত্তা[4] হায়রে যায় যে বিফলে॥
ঘরের লক্ষ্মী জননা আরে তার যে লাগিয়া।
বান্ধা সংসার মিঞার যায় যে ভাসিয়া॥
দিবা নিশি চিন্তে মিয়ার দুঃখু অইল দিলে।
দরবার বিচার হায়রে কিছু না চলে॥
কিসের সংসার কিসের বাস কেমনে সুখ মিলে।
মনসুর বয়াতি কয় সুখ না থাক্‌লে দিলে॥

উজীর নাজীর সবে আরে এইনা দেখিয়া।
মিয়ার নিকট কয় দরশন দিয়া॥
"শুন্‌খাইন্ দেওয়ান সাহেব শুনখাইন্ আমার কথা।
সোনার সংসার আপনারে নষ্ট অইল বির্থা॥

১ অদুন্যাই=প্রভূত, অপর্যাপ্ত। ২ বে-নালে=বিপদে।
৩ গুরজান=গুজরান। ৪ বের্ত্তা=বৃথা।

আর এক সংসার কর‍্যা রাখ্যুয়াইন্ দেওয়ানি বজায়।
এক জনের লাগ্যা কেন সগল জলে যায়॥
কান্দিয়া দেওয়ান কয় আরে উজীরে নাজীরে।
"দুধের বাচ্চা আলাল দুলাল আছে মোর ঘরে॥
তারার দুঃখু দেখ্যা আমার ফাট্যা যায় বুক।
সাদি করিলে অইব দুঃখের উপর দুখ॥
সতাই না বুঝে সতীন্-পুতের বেদন।
সতিন-পুতে দেখে সতাই কাঁটার সমান॥
সেই কাঁটা তুল্যা সতাই দুরেতে ফালায়।
এরে দেখ্যা মন নাই সে সাদি কর্তে চায়॥
কলিজার লৌ মোর আলাল দুলাল।
দুঃখের উপর দুঃখু দিয়া না বাড়াই জঞ্জাল॥
আলাল দুলালে বিবি আমার সপ্যা দিয়া।
সাদি না করিতে গেল মানা যে করিয়া॥
বিয়া নাই সে কর্বাম আমি সংসারের লাগিয়া।
কিসের সংসার আলাল দুলালে মারিয়া॥
তারার মুখ দেখ্যা আছি আরে বাঁচিয়া পরাণে।'
রাক্ষসের হাতে নাই সে দিবাম জীবমানে॥

এই কথা শুনিয়া উজীর কয় মিয়ার কাছে।
কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব ফয়দা নাই সে আছে॥
সতাই সকল সাহেব আরে না হয় সমান।
সতীন্ পুতের লাগ্যা কেউ দেয় জান পরাণ॥
আলাল দুলালে যতন করিবাম সকলে।
দুঃখ নাই সে পাইব কিছু সতাই বাদী অইলে॥
দিলের দুঃখু দুর কইরা কর্‌খাইন এক বিয়া।
সোনার সংসার পাল্‌খাইন যতন করিয়া॥

এই কথা শুনিয়া মিয়া চিন্তে মনে মনে।
কিছু ফয়দা নাই মোর সংসার ছাড়নে॥
সোনার কলি আলাল দুলাল রহিলে বাঁচিয়া।
সংসার না থাক্‌লে তারা খাইব কি করিয়া॥
সংসার নষ্ট অইলে পরে অইব তারার দুঃখ।
চিরদিন দুঃখে হায় ফাটিব যে বুক॥
আমার বুকের ধন রাখবাম যতন করিয়া।
কি সাধ্য সতাই নেয় তারারে কাড়িয়া॥

এই মতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে।
উজীর নাজীর লাগা পাছে বিয়ার কারণে॥
মনস্থির কইরা দেওয়ান অইলা সম্মত।
সাদি অইলা গেল পরে যেমন বিহিত॥

(৩)

সাদি না কর্‌য়া সাহেব আরে নিজ পুত্র ধনে।
নিজের নিকটে রাখে পরম যতনে॥
সতাইয়ের কাছে তারারে না দেয় যাইতে।
আল্‌গা রাখিয়া পুত্রে পালে সুবিহিতে॥

দিশা :—আলালে দুলালে লইয়া করয়ে সোহাগ।
এরে দেখ্যা সতাইয়ের মনে অইল রাগ॥
"সতিপুতেরারে করে কত না আদর।
ফিরিয়া না চায় মোর পানে এক নজর॥
আমার যদি ছাওয়াল হয় থাকব অনাদরে।
বুকের লউ দেখ্‌বে কেবল সতিপুতরারে॥
এরে দেখ্যা আর মোর সহন না যায়।
মনে মনে চিন্তি কেবল কি করি উপায়॥
সতীনের পুত্র মোর অইল গলার কাঁটা।
খাওন না সুজে[১] মোর অইল বিষম লেটা॥

যতদিন না পারি এই কাঁটা দূর করিতে।
ততদিন সুখ নাই মোর নছিবেতে॥
দেওয়ানেরে জানাই যুদি দিলের দুঃখু মোর।
ঝাঁটা না মারিয়া মোরে কইরা দিব দূর॥
এক হেতু আছে আরে ছলনা না কইরা।
যুদি দিতাম পারি দিবাম দূর না করিয়া॥"

চিন্তা না করিয়া বিবি আরে মন কর্‌ল স্থির।
এক দিন তো না ডাকে দেওয়ানরে অন্দর ভিতর॥

১ খাওন না সুজে=খাওয়ায় প্রবৃত্তি হয় না।

দেওয়ান আসিলে বিবি আরে জুড়িল ক্রন্দন।
দেওয়ান জিগায় "কেন কান্দ বিবিজান" ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া বিবি কয় দেওয়ানেরে।
"কোন দোষে দোষী অইলাম তোমার গোচরে ॥
আলাল দুলাল মোর সতীন্ পুত বলিয়া।
আমার নজর ছাড়া রাখ্যাছ করিয়া ॥
আলাল দুলাল কেবল তোমার বুকের ধন।
আমি অইলাম বৈরী তারার কি কারণ ॥
সতাই বলিয়া মোরে বিশ্বাস না কর।
সগল সতায়েরে তুমি এক মতন ধর ॥
অংগ জ্বলিয়া যায় এই না কারণে।
বদ্‌নাম রটাইব আমার পাড়া পড়শী জনে ॥
সতাই যন্ত্রণা দেয় আরে বলিব সকলে।
আমার কাছেতে আলাল দুলাল না আসিলে ॥
আমার সন্তান নাই আরে তুমি বিচার কর।
সতিপুতের মুখ দেখ্যা দুঃখু করি দূর ॥
এইত না সাধে বাদ দেও কি কারণ।
দিলের দুঃখেতে আসে সদাই কান্দন ॥
কলিজার লৌ মোর আলাল দুলাল।
কি খায় না খায় কিবা করয়ে কুয়াল[১] ॥
কত বস্তু আন আরে আন্দর মহালে।
মনের দুঃখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে ॥
তারার আশায় রাখি ছিক্কাতে তুলিয়া।
পচ্যা গেলে নিরাশ অইয়া দেই ফালাইয়া ॥
বুকের দুঃখ দূর অইব তারারে দেখিলে।
আন্দরে আনিয়া দেও আইজ বিয়ালে ॥
যদি মোর বাক্য তুমি আরে কর লঙ্ঘন।
তা অইলে জান্যা রাখ্যো আমার নির্চয় মরণ ॥
অপমান পাইয়া না চাই বাঁচিতে সংসারে।
বিনা দোষে কেবা দুঃখে সদা জ্বলে পুড়ে ॥"
এই কথা না কইয়া বিবি লাগিল কান্দিতে।
দয়াতে ভরিল দেওয়ান সাহেবের চিতে ॥
"তোমার কথায় বিবি দিলে পাইলাম সুখ।
বিনা কারণে তুমি চিতে পাও দুখ ॥

১ কুয়াল=কু-হাল।

আগের যে বিবি মোর আরে হস্তেতে ধরিয়া।
আলাল দুলালে আমায় দিয়াছে সঁপিয়া॥
রাখ্‌তাম তারারে ধর‍্যা আমার বুকেতে।
কিছুর লাগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে॥
সেই না কথা মনে জাগে তারার মুখ দেখিলে।
এক দণ্ড না থাক্‌তাম পারি কাছ ছাড়া অইলে॥
সেই না কারণে রাখি সদা সাথে সাথে।
একেলা না দেই আমি বাইরি অইতে পথে॥
সংসারের কামে তুমি ব্যস্ত অতিশয়।
সেই না কারণে বিবি আমার নাই সে মনে লয়॥
তারা যুদি মোর কাছে থাকয়ে সর্ব্বদা।
সুখেতে থাকিব কিছু না পাইব বেথা॥
তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া।
তোমার কাছেতে আমি দেইনা পাঠাইয়া॥"

এই কথা শুন্যা বিবি আরে দেওয়ান গোচরে।
মিডা বুলে[১] কয় বিবি অতি ধীরে ধীরে॥
"আমার গর্ভের পুত্র অইলে আলাল দুলাল।
তারে যতন কর্‌লে কি মোর অইত জঞ্জাল॥
ছাওয়ালে যতন করে মায়ে সব কাম থইয়া।
কাম নাই সে সুজে ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া॥
সংসারের কামের লাগ্যা না অইব তিরুডী।
ইতে আন্‌ না অইব ধরি পাও দুটী॥"

পায়েতে ধরিয়া বিবি জুড়িল কান্দন।
পাথর গলিয়া যায় শুনিয়া বেদন॥
চোখের পানি মুছে দেওয়ান পর্‌তিজ্ঞা করিল।
"দুই ছাওয়াল আন্যা দিবাম কালুকা সকাল॥"

মিঠা বুলিরস দেওয়ান বিবিরে বুঝাইয়া।
পান খাইয়া গেল দেওয়ান আন্দর ছাড়িয়া॥

হাসিতে হাসিতে বিবি কয় ধীরে ধীরে।
"মিডাবুলিতে কাম নিবাম আশিল কইরে॥

১ মিড়া বুলে=মিঠা বুলিতে।

সতীনের কাঁটা আমি নির্ভয় ভাংগবাম।
ছল কিম্বা জোরে পারি আর না ছাড়বাম॥
বল্যা গেছে দেওয়ান আরে কাল্‌কা সকালে।
পাঠাইবাম আলাল দুলাল অন্দর মহলে॥
নানা মতে সাজাই আমি আন্দর মহল।
তাই সে পর্‌কাশ কর্‌ব আমার আদর কেবল॥
এমন করিবাম যাইতে সর্ব্ব লোকে বলে।
জান্ দিয়া ভালবাসি সতিপুত সগলে॥
নিজের হাতে ছিঁড়ি মুণ্ডু যদি অগোচরে।
তেও যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে॥"

এতেক কহিয়া বিবি আন্দর সাজায়।
যত মতে পারে নাইসে তিরুডী তাহায়॥
কত কত মিডাই[1] বিবি যোগাড় করিয়া।
থরে থরে রাখে বিবি আন্দরে সাজাইয়া॥
আর যত খাদ্য জিনিস নিজ হাতে রান্ধিল।
রাত্র থাকিতে বিবি রান্ধন শেষ করিল॥
এই মত নানা ইতি দ্রব্য সাজাইয়া।
সতি পুতেরার ল্যাগ্যা রইল বসিয়া॥
বগা[2] যেমন চউখ বুজঞা পাগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে॥
মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া।
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া॥
তারার বার চাইয়া বিবি থাকিতে থাকিতে।
বান্দী আইস্যা খবর দিল দেওয়ান আইসে পথে॥
আগে যায় দেওয়ান মিঞা পাছে আলাল দুলাল।
তার পাছে পাইক পরী তামেসগীর সকল॥

নানা ইতি সাজে দেখ দেওয়ান পুত্রগণ।
সাজন আইল কিবা জুড়ায় নয়ন॥
রূপ দেখ্যা পরীগণ চউখ ফিরাইয়া চায়।
এমন সুন্দর নাগর পাইলে পায়েতে লুডায়॥
দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আসিল।
দুই হাতে বিবি দুই কুমারে ধরিল॥

১ মিডাই=মিঠাই। ২ বগা=বক।

দুই পুত্রে সতাইরে জানায় ছেলাম।
বুকেতে ধরিয়া সতাই করিল চুম্বন॥
আয়োজন কর‍্যা যত রাখ্‌ছিল সাজাইয়া।
সগলি সাম্‌নে দিল হাজির করিয়া॥

খাইয়া আলাল দুলে খুসী অইল মনে।
কত সুখে সতাইর পরম যতনে॥
আলুফা[1] জিনিস যত বাছিয়া বাছিয়া।
সতাই রাখিয়া দেয় তারার লাগিয়া॥
নিজ হাতে বিবি খাওয়ায় সাম্‌নে খাড়া হইয়া।
এক ডণ্ড তারারে না থাকে পাশরিয়া॥
সতাইর আদরে তারা আন্দর না ছাড়ে।
বাপের আংগুল ধইরা আর নাই সে ফিরে॥
সতাইর যতনে ভুলে মায়ের যে দুখ।
আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সুখ॥

(৪)

এইমত সুখেতে আরে তারার দিন যায়।
গোপনে থাকিয়া বিবি চিন্তয়ে উপায়॥
দুষমন সতিন্ পুতে খেদাই কেমনে।
দিবা নিশি তার কেবল এই চিন্তা মনে॥
মনের গুমর ভাব কেউরে না কয়।
মিডা কথা দিয়া সকল করিয়াছে জয়॥
বলাবলি করে লোকে "এই কি অচরিত[2]।
সতাইয়ে না দেখ্‌ছি আর অত করতে ইত[3]॥
সতাইয়ে পার্‌লে দেখি গলা টিপ্যা মারে।
সতি পুতের লাগ্যা কেবা অত যতন করে॥
মুখের গরাস দেয় যতনে তুলিয়া।
আলুফা জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া॥

বিবির যতনে দেওয়ান মোহিত অইল।
আলাল দুলালে রাখে আন্দর মহল॥

১ আলুফা=দুর্লভ।
২ অচরিত=আশ্চর্য।
৩ ইত=হিত।

বিবির হাতেও সপ্যা আলাল আর দুলালে।
দেওয়ান-গিরি করে দেওয়ান খুসী অইয়া দিলে॥
এই না মতে দিন যায় আবে বিবি ভাবে রইয়া।
কেমনে সতিন্‌কাঁটা দিবাম সাঙ্গ দিয়া॥
শাওনিয়া বষ্‌যার পানি টলমল করে।
এরে দেখ্যা বিবি কিনা ফন্দী এক করে॥
"নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া।
আরং[1] জমিব কত দেশ ভাসাইয়া॥
এই না আরং-এর কথা বুঝাইলে দুষমনে।
যাইতে চাইব কত আনন্দিত মনে॥
এই না আরং-এ দেই তারারে পাঠাইয়া।
মারিবাম জলেতে দিয়া চর পাঠাইয়া॥"

এই মতন মনে মনে কর‍্যা বিবেচনা।
জল্লাদে ডাকিয়া বিবি করয়ে মন্ত্রণা॥
নিরালা ডাকিয়া কয় জল্লাদের ঠাঁই।
"তোমার মতন সুহৃদ্‌ আমার দুনিয়াতে নাই॥
এক কাম মোর যদি কর তুমি ভালা।
বিশ পুড়া জমী বাড়ী দিবাম কইরা কাওলা[2]॥
সত্য কর জল্লাদরে রাখবা আমার কথা।
গোপন মতন করবা কাম না করবা অন্যথা॥"

সত্য কইরা জল্লাদ যে কয় বিবির কাছে।
জল্‌দি কইরা কউখাইন মোরে কিবা কাম আছে॥
বিশ পুড়া জমি দিলে জানবাইন মনে মনে।
না পারি মুই এমন কাম নাই তির্‌ভুবনে॥

তার পরে দুষ্টা বিবি কোন্‌ কাম করিল।
জল্লাদের কানে কানে সগল কহিল॥
বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি।
খুসী অইয়া ফির‍্যা গেল নিজের যে বাড়ী॥
সুতার ডাকিয়া বিবি ফরমাইস করিল।
"ময়ূরপংখী নায়ের এক করহ সিজিল[3]॥

১ আরং=নৌকার বাইচ খেলা। ২ কাওলা =কবুলতি করিয়া।
৩ সিজিল=ব্যবস্থা।

আলাল দুলাল সেই নায়ে আরংএ যাইব।
কিম্মত লাগিবে যাহা আমি তাই সে দিব॥"

ময়ূর পংখী নাও পরে ঘাটেতে আসিল।
নানারূপ আভরণে কুমারে সাজাইল॥
খাদ্য বস্তু যত কিছু নায়ে সাজাইয়া।
তুল্যা দিল পীরার বান্দী কথা বুঝাইয়া॥
সাজাইয়া কুমাররারে নায়ে দিল তুলি।
জল্লাদ অইল সেই নায়ের কাড়ালী[১]॥

বাইতে বাইতে নাও পড়ল দরিয়ায়।
গেরাম নগর কিছু নাই সে দেখা যায়॥
পরেত জল্লাদ কয় কুমার দুইয়ের আগে।
ইয়াদ কর আল্লার নাম মরণকালের আগে॥
তোমরার যম আমি দুয়ারেতে খাড়া।
আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা॥
অখনই মারিবাম পরে ডুবাইয়া দরিয়াতে।
সতাইয়ের বজ্জাতি কিছু না পার্‌লা বুঝিতে॥
বিবি ছায়বাণীর[২] হুকুম জান্য মনে সার।
বিশ পুড়া জমি পাইবাম নাই তোমরার উদ্ধার॥"

আনচুক্[৩] এই কথা শুন্যা মাঝির যে মুখে।
আলাল দুলাল কান্দে থাপাইয়া বুকে॥
"সতাইয়ের ছল কথা হায়রে আগে জানি নাই।
বেনালে পড়িয়া হায়রে পরাণ হারাই॥
আগে যদি জান্‌তাম সতাই এই তোমার মনে।
পলাইয়া দুইভাই থাকতাম ফির‍্যা বনে বনে॥

কোথায় রইলা মা জননী কোথায় বাপ জান।
বেনালে পড়িয়া আমরা হারাই পরাণ॥
(জল্লাদরে) তুমিত মায়নার চাকর তোমার দোষ নাই।
যে কামেতে স্বার্থ অইব তোমরা করবা তাই॥
জনম হইতে আরে জল্লাদ কত পাইলাম দুখ।
এক কাম কর যদি চাইয়া আমরার মুখ॥

১ কাড়ালী=কাণ্ডারী। ২ ছায়বাণী=সাহেবাণী।
৩ আনচুক=অকস্মাৎ।

বাপের ভীডাং[1] বাতি দিতে আমরা দুই ভাই।
দুঃখের দোসর বাপের আরত কেহ নাই॥
সতাই বলিয়া কিনা কর‍্যাছে দুষমান।"
মনসুর বয়াতী কয় এই সতাইর গুণ বাখানি॥

"যুদি মায়ের বইন আরে মাসী অইত।
পরাণ দিয়া বইন-পুতে পাল্যা রাখিত॥
যুদি বাপের বইন আরে ফুফু না অইত।
টান দিয়া ছেউড়া ভাই-পুত কোলেতে লইত॥
যুদি মায়ের জা আরে চাচী না অইত।
আদর করিয়া ঘরের বাইরি না করিত॥"

আলাল কান্দিয়া কয় জল্লাদের পায় ধরি।
"আমারে মারিয়া দেও দুলালেরে ছাড়ি॥"
দুলাল কয় "শুন জল্লাদ রাখ মোর কথা।
ভাইয়েরে না রাখ্যা আমারে মার দিয়া বেথা॥"
জল্লাদ কুদিয়া[2] কয় এই কি যন্ত্রণা।
দুইজনেরেই মারবাম নাই সে শুনিবাম মন্ত্রণা॥"
দুই ভাইয়ে না জল্লাদের ধর‍্যা দুই পায়।
পাথর গলয়ে এমন কান্দিয়া ভাসায়॥
কান্দন না শুন্যা জল্লাদ ভাবে মনে মনে।
এইখান রাখ্যা গেলে বাঁচিব পরাণে॥
বাপের রাজ্যেতে নাই সে পারিব যাইতে।
বিনা দোষে মার‍্যা কেনে যাই পাপ করিতে॥"

বার ডিঙ্গা সাজাইয়া সাধু সদাগর।
উজান বাইয়া যায় ধান কিনিবার॥

জল্লাদ ডাকিয়া তার কাছে কয় গোপনে।
কুমাররারে[3] নায়ে সাধু তুলিলা যতনে॥
আলাল দুলালে সাধু তুল্যা ভাসায় নাও।
জল্লাদ ফিরিয়া পরে দেশে চল্যা যায়॥

১ ভীডাং=ভিটাতে। ২ কুদিয়া=ক্রুদ্ধ হইয়া।
৩ কুমাররারে=কুমারদিগকে।

ধনুয়া নদীর পারে কাজল কান্দা বাড়ী।
তাইতে না বসতি করে ইরাধর বেপারী[১] ॥
গিরস্থি করিয়া বেচে একশ পুড়া ধান।
এমন গিরস্থ নাই তাহার সমান ॥
ইরাধরের বাড়ীৎ সাধু ধান না কিনিয়া।
আলাল দুলালে কিস্মত দিল দাম ধরিয়া ॥
আলাল দুলাল থাকে সেই না বাড়ীতে।
দেওয়ান পুত্র অইয়া কত কষ্ট কপালেতে ॥
সারাদিন গরু রাখে দুই বেলা খাইয়া।
মনের দুঃখে আলাল আরে গেল পলাইয়া ॥

(৫)

বার জঙ্গল তের ভুঁই ধনুক দইরার পার।
তাহাতে বসতি করে দেওয়ান সেকেন্দার ॥
সেকেন্দার দেওয়ানের বড় শিগারে আউশ।
পংখী শিগার করবার যায় অইয়া বেউস্[২] ॥
বনে বনে ঘুর‍্যা মিয়া কত পংখী মারে।
বিক্ষের নীচেতে দেখে এক ছেলিয়ারে ॥
সুন্দর ছেলিয়া দেখ্যা সংগেতে লইল।
নিজের বাড়ীতে মিয়া ফিরিয়া যে গেল ॥

কত কাম করে ছেইলা মায়না নাই সে নেয়।
অসম্মত হয় যদি দেওয়ান যাচ্যা দেয় ॥
দেওয়ান ভাবয়ে কোনো ভালা বাপের বেটা।
চিনা নাই সে দেয় এই হইল বড় লেঠা ॥
মায়নার কথা যখন দেওয়ান কয় ছেলিয়ারে।
ছেলিয়া কয় "নিবাম মায়না আমি একবারে ॥

একদিন চাইবাম মায়না রাখবাইন মনেতে।
সেই দিন পাই যেন আমার যে হাতে ॥"

১ ইরাধর বেপারী=হীরাধর ব্যাপারী।
২ বেউস্=বেহুঁশ।

জান দিয়া করে আলাল দেওয়ানের কাম।
তাহার কারণে অইল চৌদিকে খুসনাম[১] ॥
দেওয়ানে বাসয়ে ভালা পুত্রের সমান।
খেসালা[২] করিতে তার মনে অইল টান॥
দুই কইনা আছে তার রূপে গুণে দড়।
মমিনা আমিনা নাম আছে বুদ্ধি বড়॥
দেওয়ান ভাবয়ে এক কইনা দিলাম তারে।
না জানিয়া বাপ—মায় পড়িল যে ফেরে॥
আলালে জিগায় যদি মুখ পুছ্যা রয়।
গিরস্থের পুত্র আলাল নিজের মুখে কয়॥
এমন বেটা অইল কোন্ গিরস্থের ঘরে।
বিশ্বাস না করে দেওয়ান কেবল চিন্তা করে॥

বার না বছর পরে এই মতে যায়।
মায়নার ল্যাগ্যা আলাল দেওয়ানেরে চায়॥
দেওয়ান ফুইদ করে আলাল "কিবা মায়না নিবা।
দিবাম তোমারে তুমি যেমন চাহিবা॥"
আলাল কহে "সাহেব আরে শুনখাইন দিয়া মন।
সহর যে আছে এক তার নাম বান্যাচঙগ॥
সেই না সরের লাগা সুন্দর কাননে।
বাড়ী না বান্ধিতে আমার লইয়াছে দিলে॥
পাঁচশ মানুষ দিবাইন কাম করিবার।
আর দিবাইন ফৌজ দুইশ লগে[৩] কইরা তার॥
সেই না ঘরের মালীক সোনাফর দেওয়ান।
জঙগ[৪] লড়্যা যেমনে বাড়ী করি যে নির্ম্মাণ॥
এহাতে দেওয়ান সাহেব অইয়া সর্ম্মত।
আলালের মনের বাঞ্ছা করিল পুর্ণিত॥

বান্যাচঙগ সরের কিছু শুনখাইন বিরবণ।
পুত্র শোকে সোনাফর করিল কান্দন॥
আলাল দুলাল আছিল কলিজা তাহার।
"কোন্ না উছিলায়[৫] তারা ছাড়িল সংসার॥

১ খুসনাম=প্রশংসা।
২ খেসালা=আত্মীয়তা।
৩ লগে=সঙ্গে।
৪ জঙগ=যুদ্ধ।
৫ উছিলায়=অছিলায়।

পরাণের পুত্রেরা মোর অকালে মরিল।
মেহেরার কিছু হায়রে চিহ্ন ত না রইল॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া মিয়ার অস্থি-চর্ম্ম সার।
শেষকাডাল স্ত্রীরির পাইল যন্ত্রণা অপার॥
এক পুত্র অইল পরে সেই না বিবির।
তারে রাখ্যা সোনাফর গেল নিজের গির॥
তার পরে অইল দেওয়ান সেই না ছেলিয়া।
চাড়া ভাংগা[২] অইল সংসার দেখশুনের[৩] লাগিয়া॥
নয়া উজীর নয়া নাজীর পুরাণ যত থইয়া।
বিবির মনের মতন লইল বহাল করিয়া॥
নয়া যত উজীর নাজীর মুচ তাওয়াইয়া ফিরে।
গন্যা বাছ্যা মায়না নেয় কাম নাই সে করে॥

সেই না সময় আলাল বান্যাচঙ্গে আইল।
পাঁচশ মানুষ কামে লাগাইয়া দিল॥
দুইশ ফৌজে না রাখে কানল ঘেরিয়া।
নিরাবিলি হয় কাম বাধা না পাইয়া॥

এই না খবর গেল যখন বান্যাচংগ সহর।
উজীর নাজীর যত রাগিল বিস্তর॥
চর পাঠাইল পরে খিরাজ[৪] না চাইয়া।
আলাল করিল বিদায় কি কথা বলিয়া॥
"বাপের জাগাতে আমি আরে বাড়ী করি।
খিরাজের আমি কিবা ধার না ধারি॥"

বান্যাচঙ্গের ফৌজ যত এই কথা শুনিয়া।
আলালেরে বান্ধ্যা নিতে আইল ধাইয়া॥
দুই দলে অইল পরে আরে রণ না ভারী।
বানিয়াচংগ সহর অইল ছারখারি॥
দখল করিয়া পরে সেই না সহর।
আলাল অইল দেওয়ান বাড়ীতে বাপের॥

২ চাড়া ভাংগা=ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ৩ দেখশুনের=দেখাশুনার।
৪ খিরাজ=খাজনা।

সেকেন্দর সাহেবের যত লোক লস্কর।
ইনাম বকশিষ লইয়া গেল নিজ ঘর॥
সেকেন্দর সাহেব না এই কথা শুনিয়া।
এক কইনা তার কাছে দিতে চায় বিয়া॥
তার পরে সেকেন্দর মিঞা গেল বান্যাচঙ্গ সহরে।
সাদির কারণে কত কহিল বিস্তরে॥
বিয়ার কথা শুন্যা আলাল কয় দেওয়ানের কাছে।
"আমার আর এক ভাই দুনিয়াতে আছে॥
তার লাগ্যা দিলে আমি বড় দুঃখু পাই।
বিয়া করিবাম পরে তারে যদি পাই॥
দুই ভাইয়ে সাদি করবাম দুই কইনা তোমার।
দেখ-শুন রাখ্য যাই খুইজে তাহার॥
একেলা আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে।
দরিদ্রের বেশে মিঞা চলিল বৈদেশে॥
নদী-নালা কত বন-জংগল দিয়া পাড়ি।
ভাইয়েরে না পায় মিঞা অত দুঃখু করি॥
এক না হাওরে[১] বট গাছের তলাতে।
বিছরাম করয়ে মিঞা তাহার ছাওয়াতে॥
সেই না গাছের তলায় যত রাখুয়ালগণ।
গরু ছাড়িয়া করে সেইখানে খেলন॥
এই না খেলে এই না তারা বস্যা করে গান।
শুন্যা তারার গান মানুষে জুড়ায় কান॥
পরেত মিল্যা সগলে গান জুড়িল।

গানের সারাংশ

"এক দেওয়ানের দেখ দুই বেটা ছিল॥
দুই বেটা রাখ্যা তার বিবি যায় মরিয়া।
বিবি মরিলে সাদি করল সেই মিঞা॥
সেই না দুষ্টু বিবি আরে কোন্ কাম করে।
বাইল দিয়া জলে পাঠায় দেওয়ানের দুই বেটারে॥
জলেতে পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ।
আল্লার ফজলে তারার বাঁচিল জীবন॥

১ হাওর=বিস্তীর্ণ মাঠ।

আগ্রা পাইল তারা গিরস্থের ঘরে।
বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন্ না সরে॥
না পাইল ছোটু ভাই তারে বিচরাইয়া[1]।
রাইত দিন যায় তার কান্দিয়া কান্দিয়া॥

এই না গান আলাল আরে যখন শুনিল।
নয়ান হইতে দর্‌দর্ পানি পড়িল॥
তারপর জিগায় মিঞা রাখুয়াল গণে।
"এই গান শিখাইল তোমরারে কোন্ জনে॥"

"এই গান যেইজন শিখাইল আমরারে।
সে আইজ না আসিল গরু রাখিবারে॥
সেই না থাকয়ে এই গিরস্থ বাড়ীতে।
তার কাছে গেলে তুমি যাও এই পথে॥"

গিরস্থের বাড়ীতে আলাল দুলালে দেখিল।
সাম্‌না সাম্‌নি পরে তারার পরিচয় অইল॥
আলাল কয় দুলালেরে "শুন পরাণের ভাই।
দেওয়ানগিরি করি গিয়া চল বাড়ী যাই॥
তোমার আমার সাদির দুলাইন কর্‌যাছি থির।
ফির‍্যা দেশেতে চল আপনার ঘর॥"

কহেত দুলাল পরে এই কথা শুনিয়া।
"গিরস্থের কন্যারে যে করিয়াছি বিয়া॥
কন্যার যে ঘরে[2] অইল এক ছাওয়াল।
নাম রাখ্যাছি তার সুরুজ জামাল॥
গিরস্থের জমি কিছু দিয়া গেছে মোরে।
তারারে ছাড়িয়া যাই কও কেমন কইরে॥
মদিনা পরাণের স্ত্রীরি তাহারে ছাড়িয়া।
কেমনে যাইবাম আমি অধর্ম্ম করিয়া॥"

শুনিয়া আলাল কয় "শুন দুলাল ভাই।
তালাক্ নামা লেখ্যা গেলে অধর্ম্ম কিছু নাই॥
জাতি নাই সে থাকে আর এইখানে থাকিলে।
কিসের সংসার কও জাতি না থাকিলে॥

১ বিচরাইয়া=অনুসন্ধান করিয়া। ২ ঘরে=গর্ভে।

এই সগলি কথা শুন্যা আরে দুলাল চিন্তা করিয়া।”
মদিনার ভাইয়েরে আনে ডাক দিয়া॥
তার নিকট মিঞা সগল কহিল।
তালাক্‌নামা একখান লেখিয়া যে দিল॥
মদিনার সাথে আর দেখা না করিয়া।
আলালের সঙ্গে মিঞা গেল যে চলিয়া॥
অরষিত অইয়া দুই ভাই পন্থেতে চলিল।
বানিয়াচঙ্গের সরে তারা দাখিল অইল॥

সেকেন্দর দেওয়ান পরে এই কথা শুনিয়া।
বানিয়াচঙ্গের সরে আইল সাদির দিন দেখিয়া॥
আলাল দুলালে সাজায় নানান্ আভরণে।
মিছিল কর‍্যা চলে আরে যত লোকজনে॥
আত্তি[১] চলে ঘোড়া চলে চলে উট আর।
তীরন্দাজ বরকন্দাজ লাঠ্যা চলে পাছে তার॥
তার মধ্যে চলে জামাই আলাল-দুলাল।
সকলের পাছে ঢুলী বাজাইয়া ঢোল॥
এই না মতে আলাল-দুলাল গিয়া শ্বশুর বাড়ী।
মমিনা-আমিনায় পরে লইল সাদি করি॥
মমিনারে আলাল আর দুলাল আমিনারে।
সরা মতে বিয়া কইরা আইল নিজ ঘরে॥
দেওয়ানগিরি কর‍্যা তারার সুখে দিন যায়।
দিন ফির‍্যাছে আল্লা কইরাছে উপায়॥

(৬)

তালাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি॥

“আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥
দুলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে॥
তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নিশ্চয় আসিব॥”

১ আত্তি=হাতী।

আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গোঁয়াইয়া॥
আইর্জ বানায় তালের পিডা কাইল বানায় খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ॥
শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়ীতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে তুলিয়া॥
এই মতন খাদ্য কত মদিনা বানায়।
হায়রে পরাণের খসম ফির‍্যা নাহি চায়॥
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন[1]।
আইজ আইব বল্যা রাখে খসমের কারণ॥
তেওতনা[2] পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল।
অভাগীর কোন্ দোষ কেমনে ভুলিল॥
এই মতে গেল ছয়মাস ভাবিয়া চিন্তিয়া।
উপায় না দেখে বিবি ঘরেতে বসিয়া॥

শিশু পুত্র সুরুজ্ জামাল বাপের পরাণি।
তারে পাঠাইবাম যথায় করয়ে দেওয়ানি॥
সুখে থাউক দুঃখে থাউক মোরে না ভুলিব।
সময় পাইলে মোরে নির্‌চয় কাছে নিব॥
এই না ভাবিয়া বিবি ক্যেন্ কাম করে।
ভাইয়েরে ডাকিয়া পরে আনে নিজ ঘরে॥
ভাইয়েরে বুঝাইয়া কয় "তুমি সোদর ভাই।
তোমার কাছেতে মোর কিছুই গোপন নাই॥
তুমি যাও পরাণের পুত্র সুরুজে লইয়া।
খসমের খবর এক আনহ জানিয়া॥
আমার সগল কথা তাহারে বলিবা।
তার মনের কথা যত সগল শুনিবা॥"
এই না বলিয়া বিবি পাঠায় তারারে।
যাইতে যাইতে গেল তারা বান্যাচঙেগর সরে॥

বান্যাচঙেগর সরে পরে দুলালের সাথে।
দেখা না অইল তারার বারবাঙগলার পথে॥
দুলাল দেখিয়া পরে তারারে চিনিল।
কানে কানে এই কথা তারারে বলিল॥

১ ছালুন=ব্যঞ্জন। ২ তেওতনা=তবুত না।

নাই সে থাক এইখানে আর যাও ফিরিয়া।
অসর্ম্মানি অইবাম আমি তোমরারে লইয়া॥
ক্ষেতখলা আছে তোমরা সেই সগল কর।
আর না আসিও ফির‍্যা বান্যাচঙের সর॥
সেইখান থাক্‌লে তোমরার সুখে যাইব দিন।
এইখান আস্যা আমরারে নাইসে কর হীন॥
জল্‌দি চলিয়া যাও মোর পানে চাইয়া।
সরম পাইবাম লোকে ফালাইলে জানিয়া॥"

দুলালের মুখে এই কথা না শুনিয়া।
দুঃখিত অইয়া তারা গেল যে চলিয়া॥
তারপরে দুইজনে পন্থে মেলা নিল।
কান্দিতে কান্দিতে সুরুজ বাড়িতে ফিরিল॥
মায়ের নিকট যত কহিল খবর।
শুন্যা মদিনা বিবি দুঃখিত অন্তর॥

মদিনা কান্দয়ে "আল্লা কি লেখ্‌ছ কপালে।
বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে॥
পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল্‌ রহিলা একেলা॥
একদিন তো না দেখ্যা থাকিতে পারিত।
কোন্‌ পরাণে কর্‌লা ইতে বিপরীত॥
লক্ষ্মী না আগণ মাসে বাওয়ার দাওয়া মারি[১]।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি॥
দুইজনে বস্যা পড়ে ধান দেই উনা[১]।
টাইল ভরা ধান খাই করি বেচা কিনা॥
হায়রে পরাণের খসম এমন করিয়া।
কোন্‌ পরাণে রইলা আমাকে ছাড়িয়া॥
পোষ না মাসেতে যখন ছাবে সাইল ক্ষেত।
আমি না অভাগী পর দেই যত লেতমেত॥
উক্কায় ভরিয়া পানী তামুক ভরিয়া।
খসমের লাগ্যা থাকি পন্থপানে চাইয়া॥
হায়রে পরাণের বন্ধু রইলা কোন্‌ দেশে।

১ বাওয়ার দাওয়া মারি=তাড়াতাড়ি করিয়া 'বাওয়া' ধান তুলি।
১ ধান দেই উনা=ধান ঝাড়ি।

অভাগী কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশে॥
ক্ষেত না পোঁকিয়া[২] খসম যখন দেয় গুছি।
ভাত না রান্ধিয়া তার লাগ্যা থাকি বসি॥
জালা আগুয়াইয়া দেই ক্ষেতের কাছেতে।
কত তারিপ করে খসম আসিয়া বাড়ীতে॥
কোন্ না পরাণে খসম রইলে ভুলিয়া।
মনের যে দুঃখে যায়রে অংগ মোর জ্বলিয়া॥

"হায়রে দারুণ আল্লা যদি এই আছিল মনে।
কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে॥
দারুণ মাঘ না মাস শীতে কাঁপয়ে পরাণি।
পতাবর[৩] উঠ্যা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী॥
আগুণ লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে।
পরাব অইলে[৪] আগুণ তাপাই দুইজনে॥
সাইলের দাওয়া মারি দুয়ে যতনে তুলিয়া।
সুখে দিন যায়রে আমরার ঘরেতে বসিয়া॥"
সেই না সুখের কথা যখন হয় মনে।
মদিনার বয় পানী অজ্বর নয়ানে॥
"এমন নিদয় খসম কেমনে অইলা।
তোমার বিরয়ে কান্দি বসিয়ে একেলা॥
খসম কাটে চাড়ি আর আমি আনি পানী।
দুয়ে মিল্যা করি কাম আমি অভাগিনী॥
এমন না খসম গেল মোরে ফাঁকি দিয়া।
কেমনে থাকিবাম আমি পরাণে বাঁচিয়া॥
"আমার মতন নাই রে আর অভাগিনী।
ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুণি॥
কোন্ না পরাণে আমি থাকবাম বাঁচিয়া।
মন-পংখী মোর উড়্যা গেছে আছে কেবল কায়া॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির দুঃখে দিন যায়।
খানাপিনা ছাড়্যা কেবল করে 'হায় হায়'॥
তারপরে না চিন্তায় শেষে হয় পাগল।
যাইনা মুখে লয় তাই সে বকয়ে কেবল॥

২ পোঁকিয়া=পংকময় করিয়া। ৩ পতাবর=প্রত্যুষে।
৪ পরার অইলে=শীতে কষ্ট হইলে।

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দেয় গালি।
ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার (দেয়) ক্ষণে করতালি॥
খাওন বেগর[১] আর এই না আবেস্থায়।
সোনার অংগ মৈলান হইয়া হাড়েতে মিশায়॥
দিনে দিনে সর্ব্ব অংগ হইল যে শেষ।
কালি কেশরতা মুখ অইল বিশেষ॥
তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া।
বেস্তের[২] হুরী না গেল বেস্তেতে চলিয়া॥
দুধের বাচ্ছা সুরুজ্ জামাল পইড়া মায়ের পর।
চক্ষের জলেতে ভাসে কান্দিয়া বিস্তর॥
পাড়াপরশী মিল্যা সবে কয়বর খুদিয়া।
মাটি দিল ফতুয়া মতন জনাজা পড়িয়া॥

(৭)

বিদায় দিয়া পরাণের পুতে চিন্তয়ে দুলাল।
"কলিজার লো আমার সুরুজ্ জামাল॥
নিদয় অইয়া তারে কেমনে দেই ছাড়ি।
কেমনে ছাড়িবাম আমি মদিনা সুন্দরী॥
কি কইব মদিনা বিবি শুনিয়া মোর কথা।
দুঃখ যে পাইল তার দিলে কত ব্যথা॥
যে নাকি পরাণ দিয়া কিন্যা ছিল মোরে।
ফাকি দিয়া কোন্ পরাণে আইলাম ছাইড়ে তারে॥
দুঃখের দোসর বিবি আমার যে জান।
তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ॥
তার বাপে দুঃখের দিনে আশ্রা দিল মোরে।
সুখের লাগিয়া বিয়া দিছিল যে তারে॥
আমার পানে চাইয়া দিছিল জমি বাড়ী যত।
ভাবছিল মনে আমি তারে সুখ দিবাম কত॥
সেই না মদিনার মনে দিলাম বড় দাগা।
মরিলে দুজকে[১] হায়রে অইব আমার জাগা॥
অসার দুনিয়াই দুই দিন সুখের লাগিয়া।
জান্যা বুঝ্যা লইলাম আমি দুজক বাছিয়া॥

১ বেগর=ব্যতীত। ২ বেস্তের=বেহেস্তের।
১ দুজকে=দোজখে (নরকে)।

এমন কামের কাছে আমি নাই সে যাই।
পায়ে ধর‍্যা ক্ষেমা চাইবাম তারে যদি পাই॥"
এই না ভাবিয়া দুলাল কোন্ কাম করে।
না জানায় আলাল ভাইরে না জানায় স্ত্রীরিরে॥
ঘরতনে বাইরি অইয়া পন্থে দিল মেলা।
লোক লস্কর নাই সে চলিল একেলা॥
যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল॥
তার পরে মেলা দিয়া সাম্‌নে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী॥
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া॥

"না জানি আল্লাজী আমার কি লেখ্‌ছুইন্ কপালে।
কুলক্ষণ দেখ্‌লাম কত পন্থে মেলা দিয়া॥"
যাইতে না যাইতে আরে গেল বাড়ীর কাছেতে।
মদিনার আদরের গাই পড়িয়া পন্থেতে॥
ঘাস নাই পানি নাই ডাকে ঘন ঘন।
একে দেখ্যা দুলাল মিঞার দুঃখু হইল মন॥

ছয় না বচ্ছরের মদিনা হাঁট্যা বেড়ায় পাড়া।
এক দণ্ড নাহি থাকে দুলালের ছাড়া॥
এক দুই করি দেখ ছয় মাস গেল।
দুলালের ল্যাগ্যা মদিনা পাগল হইল॥
বৈশাখে বুলবুল্যার বাচ্চা উড়াইয়া নেয় মায়।
দুলালে ডাকিয়া কন্যা ধরিবারে চায়॥
সেই ত বুলবুল্যার বাচ্চা জুলুঙ্গায়[১] রাখিয়া।
দুইজনে পালে তারে যতন করিয়া॥
শূন্যরে জুলুঙ্গা আজ উসারাতে[২] পড়ি।
ছোটু কালের বুলবুল কান্দে ঘরের চালে পড়ি॥
বুলবুল্যারে ডাক্যা দেওয়ান কহিতে লাগিল।
"কি জন্য বুলবুল তোমার আঁখি দেখি লাল॥"
"পরাণের মদিনা বিবি কব্বর হিথানে।
তার লাগ্যা আঁখি লাল হইল কান্দনে॥"

১ জুলুঙ্গা=খাঁচা।
২ উসারা=বারান্দা।

"হায়রে বুলবুল পংখী কান্দ কি কারণে।
আমার মদিনা বিবি গিয়াছে কোন্‌খানে ॥"

"জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া দুইজনে লাগাইল।
মদিনারে লইয়া জল ঢাল্যা বাঁচাইল ॥
সেই ত না আমের চারা গরুতে খাইল।
পরাণের পরাণ বিবি কোন্ দেশে গেল ॥"

"ঘরে কান্দে পালা বিলাই[৩] গোয়ালে কান্দে গাই।
সর্কনিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥"
মানুষের গন্ধ নাই বাড়ীর ভিতরে।
কাউয়ায় করে কা—কা চালের উপরে ॥
মদিনারে ডাক্যা মিঞা উত্তর না পায়।
তাহার লাগিয়া পরে চাইর দিক বিচরায় ॥

সুরুজ্ জামাল এই না ডাক শুনিয়া।
দুলালে দেখিল ঘরের বাইরি অইয়া ॥
দুলাল জিগায় "সুরুজ্, মদিনা কোথায়।"
চোখে হাত দিয়া সুরুজ কয়বর দেখায় ॥
কয়বর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া।
কান্দিতে লাগিল পুত্র মায়ের লাগিয়া ॥
দুলাল পড়িয়া কান্দে কয়বর উপরে।
"হায় গো আল্লাজী পড়্লাম কি পাপের ফেরে ॥
নিজ হাতে বধ কর্লাম জননার[১] পরাণ।
এই দুনিয়াতে মোর নাই আর থান[২] ॥

দিশা— "পরাণের মদিনা বিবি উঠ্যা কও কথা।
আর নাই সে দিবাম আমি তোমার দিলে ব্যথা ॥
তুমি যদি দেও দেখা মোর পানে চাইয়া।
আর না রাখিবাম তোমায় বুকছাড়া কইরা ॥
উঠ্যা কথা কও বিবি মোর মাথা খাও।
আনইলে[৩] যেখানে আছ মোরে লইয়া যাও ॥"

৩ পালা বিলাই=পোষা বিড়াল।
১ জননা=জেনানা (স্ত্রী)। ২ থান=স্থান।
৩ আনইলে=আর নহিলে।

"বিধির বিপাকে পইড়া কইরা হেন কাজ।
তোমার কাছেতে পাইলাম আমি বড় লাজ॥
আইসরে পরাণের বিবি কয়বর ছাড়িয়া।
কথা কও মোর পানে তাকাও ফিরিয়া॥
তোমারে ছাড়িয়া কও কোন পরাণে থাকি।
আমার কষ্টের আর কিবা আছে বাকি॥
ভালা যদি বাস মোরে দয়া না করিয়া।
তোমার কাছেতে মোরে নেওরে টানিয়া॥
তিলেক না থাক্‌তা তুমি ছাড়িয়া আমারে।
পায়ে ঠাঁই দিয়া রাখ তোমার কাছারে॥
আর না সয় যে প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা।
পায়ে ধরি বিবি আর সয়না যাতনা॥
আমি নয় কইরাছি পাপ রইছ ছাড়িয়া।
পরাণের সুরুজে কেমনে রইলে ভুলিয়া॥
"তোমার লাগিয়া বাছা কান্দে রাইত দিন।
খানাপিনা ছাইড়া সে যে অইছে উদাসীন॥"
দাওনা অইয়া দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি।
"বুকের কলিজা মোর কেবা লইল কাটি॥
জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের তারা।
আমার কাছেতে অইল রাইতের আন্ধারা॥
দরিয়া শুকাইয়া যায় পাথর অইল পানী।
কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরাণি॥
আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সরে।
এইখান থাকবাম আমি পড়্যা কয়বরে॥
দরদালান দেওয়ানগিরিতে কার্য্য নাই মোর।
আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সর॥
পরাণের ভাই আলালে মোর কইও এই খবর।
অভাগ্যা দুলাল আর না ফিরিবে ঘর॥
ফকীর আছিলাম আগে অইলাম ফকীর।
মদিনার লাগ্যা আমার বুক অইল চির॥
তালাকনামা নাই সে দিতাম না করিতাম বিয়া।
তবেত আমার মদিনা না যাইত ছাড়িয়া॥
দেওয়ানগিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি।
জমিনের ধুলার লাগ্যা ছাড়্‌লাম ইমারতি॥
ছোটুকাল অইতে মোর মদিনা পরাণি।
এক দণ্ড না দেখ্‌লে সে যে অইত পাগলিনী॥

এক সাথে গোঁয়াইনু আরে কয়না বচ্ছর।
দোজকে রইলাম আমি মদিনা বেগর[১]॥
এইমতে কান্দ্যা মিঞা কোন্ কাম করে।
বান্ধিল ডেগুরা[২] এক কয়বর উপরে॥
এইরূপে থাকে মিঞা দাওনা অইয়া।
ফকীর সাজিল দুলাল দেওয়ানগিরি থুইয়া॥
আর নাই সে গেল মিঞা বান্যাচঙ্গের সরে।
আখের গনিয়া দেখে[৩] কয়বর উপরে॥
দুলালের কান্দনেতে পাথর গল্যা পানি।
জালাল গাইনে গায় গীত দুঃখের কাইনী॥

---

১ বেগর=ব্যতীত। ২ জেগুরা=কুঁড়ে ঘর।
৩ আখের গনিয়া দেখে=মরণের দিন গণনা করে।